অন্নদামঙ্গল।

শ্রীভারতচন্দ্র রায় বিরচিত।

কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূলপুস্তক দৃষ্টে

পরিশোধিত।

কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

১৭৭৫ শক।

অন্নদামঙ্গলের সূচীপত্র।

	পৃষ্ঠ
গণেশবন্দনা	১
শিববন্দনা	২
সূর্য্যবন্দনা	৪
বিষ্ণুবন্দনা	৪
কৌষিকীবন্দনা	৬
লক্ষ্মীবন্দনা	৭
সরস্বতীবন্দনা	৮
অন্নপূর্ণাবন্দনা	৯
গ্রন্থসূচনা	১২
কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন	১৬
গীতারম্ভ	২১
সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ	২৩
সতীর দক্ষালয়গমন	২৭
শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ	২৯
শিবের দক্ষালয় যাত্রা	৩১
দক্ষযজ্ঞ নাশ	৩২
প্রসূতিস্তবে দক্ষজীবন	৩৪
পীঠমালা	৩৭
শিব বিবাহের মন্ত্রণা	৪২
নারদের গান	৪৩

পৃষ্ঠ

শিব বিবাহের সম্বন্ধ	৪৩
শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম	৪৬
রতি বিলাপ	৪৮
রতির প্রতি দৈববাণী	৫০
শিব বিবাহ যাত্রা	৫১
শিববিবাহ	৫৩
কন্দল ও শিবনিন্দা	৫৬
শিবের মোহন বেশ	৬০
সিদ্ধিঘোটন	৬১
সিদ্ধি ভক্ষণ	৬৩
হরগৌরীর কথোপকথন	৬৫
হরগৌরী রূপ	৬৮
কৈলাস বর্ণন	৬৯
হরগৌরীর বিবাদ সূচনা	৭০
হরগৌরীকন্দল	৭২
শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ	৭৪
জয়ার উপদেশ	৭৬
অন্নপূর্ণামূর্ত্তিধারণ	৭৭
শিবের ভিক্ষাযাত্রা	৭৮
শিব প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ	৮০
শিবে অন্নদান	৮২
অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য	৮৩
শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা	৮৫

	পৃষ্ঠ
বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরীনির্ম্মাণের অনুমতি	৮৭
অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মাণ	৮৮
দেবগণ নিমন্ত্রণ	৯২
শিবের পঞ্চতপ	৯৬
ব্রহ্মাদির তপ	৯৮
অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান	১০১
শিবের অন্নদাপূজা	১০৪
অন্নদার বরদান	১০৬
ব্যাসবর্ণন	১০৯
শিবপূজানিষেধ	১১১
শিবনামাবলী	১১৪
ঋষিগণের কাশীযাত্রা	১১৫
হরিনামাবলী	১১৬
হরিসঙ্কীর্ত্তন	১১৭
ব্যাসের শিবনিন্দা	১২০
ব্যাসের ভিক্ষাবারণ	১২৩
কাশীতে শাপ	১২৫
অন্নদার মোহিনীরূপ	১২৮
শিবব্যাসে কথোপকথন	১৩১
ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণোদ্যোগ	১৩৫
গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা	১৩৮
ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি	১৩৯
ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার	১৪০

পৃষ্ঠ

গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কার ১৪২
বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা ১৪৫
ব্যাস ব্রহ্মার কথোপকথন ১৪৭
ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য ১৪৯
অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসছলনা ১৫১
ব্যাসের প্রতি দৈববাণী ১৫৬
বসুন্ধরে অন্নদার শাপ ১৫৯
বসুন্ধরের বিনয় ১৬২
বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম ১৬৪
হরিহোড়ের বৃত্তান্ত ১৬৭
হরিহোড়ে অন্নদার দয়া ১৭০
হরিহোড়ে বরদান ১৭২
বসুন্ধরার জন্ম ১৭৫
নলকূবরে শাপ ১৭৮
নলকূবরের প্রাণত্যাগ ১৮০
ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত ১৮১
অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা ১৮৪

অন্নদামঙ্গল।

গণেশবন্দনা।

গণেশায় নমঃ নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম
পরমপুরুষ পরাৎপর।
খর্ব্ব স্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরমসুন্দর॥
বিঘ্ন নাশ কর বিঘ্নরাজ।
পূজা হোম যোগ যাগে তোমার অর্চ্চনা আগে
তব নামে সিদ্ধ সর্ব্ব কাজ॥
স্বরগ পাতাল ভূমি বিশ্বের জনক তুমি
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল।
শিবের তনয় হয়ে দুর্গারে জননী কয়ে
ক্রীড়া কর হয়ে অনুকূল॥
হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া সংসার সমুদ্র পিয়া
খেলাছলে করহ প্রলয়।

ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি পুন কর বিশ্ব সৃষ্টি
ভাল খেলা খেল দয়াময় ॥
বিধি বিষ্ণু শিব শিবা ত্রিভুবন রাত্রি দিবা
সৃষ্টি পুন করহ সংহার।
বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম তুমি জপ কোন ব্রহ্ম
তুমি সে জানহ মর্ম্ম তার ॥
যে তুমি সে তুমি প্রভু জানিতে নারিনু কভু
বিধি হরি হর নাহি জানে।
তব নাম লয় যেই আপদ এড়ায় সেই
তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ দানে ॥
আমি চাহি এই বর শুন প্রভু গণেশ্বর
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিব।
কৃপাবলোকন কর বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর
ইথে পার তবে সে পাইব ॥
আপনি আসরে উর নায়কের আশা পূর
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

শিববন্দনা।

শঙ্করায় নমঃ নমঃ গিরিসুতাপ্রিয়তম
বৃষভবাহন যোগধারী।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন সুশোভিত ত্রিনয়ন
ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি ॥

হর হর মোরি দুঃখ হর।
হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ
হিমকরশেখর শঙ্কর॥
গলে দোলে মুণ্ডমাল পরিধান বাঘছাল
হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায়।
ডাকিনী যোগিনীগণ প্রেত ভূত অগণন
সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়॥
অতিদীর্ঘজটাজূট কণ্ঠে শোভে কালকূট
চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত।
ফণী বালা ফণী হার, ফণিময় অলঙ্কার
শিরে ফণী ফণী উপবীত॥
যোগির অগম্য হয়ে সদা থাক যোগ লয়ে
কি জানি কাহার কর ধ্যান।
অনাদি অনন্ত মায়া দেহ যারে পদছায়া
সেই পায় চতুর্ব্বর্গ দান॥
মায়ামুক্ত তুমি শিব মায়াযুক্ত তুমি জীব
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।
অজ্ঞান তাহার যায় অনায়াসে জ্ঞান পায়
যারে তুমি দেহ পদছায়া॥
নায়কের দুঃখ হর মোর গীত পূর্ণ কর
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

সূর্য্যবন্দনা।

ভাস্করায় নমঃ হর মোর তমঃ দয়া কর দিবাকর।
চারি বেদে কয় ব্রহ্ম তেজোময় তুমি দেব পরাৎপর॥
দিনকর চাহ দীনে।
তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে॥
বিশ্বের কারণ বিশ্বের লোচন বিশ্বের জীবন তুমি।
সর্ব্ব দেবময় সর্ব্ব বেদাশ্রয় আকাশ পাতাল ভূমি॥
একচক্র রথে আকাশের পথে উদয়গিরি হইতে।
যাহ অস্তগিরি একদিনে ফিরি কে পারে শক্তি কহিতে
অতিখর কর পোড়ে মহীধর সিন্ধুর জল শুখায়।
পদ্মিনী কেমনে হাসে হৃষ্টমনে তোমার তত্ত্ব কে পায়॥
দ্বাদশ মূরতি গ্রহগণপতি সংজ্ঞা ছায়া নারী ধন্যা।
শনি যম মনু তব অঙ্গজনু যমুনা তোমার কন্যা॥
বিশ্বের রক্ষিতা বিশ্বের সবিতা তাই সে সবিতা নাম।
তুমি বিশ্বসার মোরে কর পার করি এ কোটি প্রণাম॥
কোকনদোপর, থাক নিরন্তর অশেষ গুণসাগর।
বরাভয় কর ত্রিনয়ন ধর মাথায় মাণিকবর॥
স্মরিলে তোমায় পাপ দূরে যায় আসরে সদয় হবে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে চাহিবে স্বরূপে ভারতচন্দ্রের স্তবে॥

বিষ্ণুবন্দনা।

কেশবায় নমঃ নমঃ পুরাণ পুরুষোত্তম
চতুর্ভুজ গরুড়বাহন।

বরণ জলদ ঘটা হৃদয়ে কৌস্তুভ ছটা
বনমালা নানা আভরণ ॥
কৃপা কর কমললোচন।
জগন্নাথ মুরহর পদ্মনাভ গদাধর
মুকুন্দ মাধব নারায়ণ ॥
রামকৃষ্ণ জনার্দ্দন লক্ষ্মীকান্ত সনাতন
হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠ বামন।
শ্রীনিবাস দামোদর জগদীশ যজ্ঞেশ্বর
বাসুদেব শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ সুশোভিত চারি ভুজ
মনোহর মুকুট মাথায়।
কিবা মনোহর পদ নিরুপম কোকনদ
রতন নূপুর বাজে তায় ॥
পরিধান পীতাম্বর অধর বান্ধুলীবর
মুখসুধাকরে সুধা হাস।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী নাভিপদ্মে প্রজাপতি
রূপে ত্রিভুবন পরকাশ ॥
ইন্দ্র আদি দেব সব চারি দিকে করে স্তব
সনকাদি যত ঋষিগণ।
নারদ বীণার তানে মোহিত যে গুণ গানে
পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন ॥
কদম্বের কুঞ্জবনে বিহর সানন্দ মনে
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়।

ছয় ঋতু সহচর বসন্ত কুসুমশর
নিরবধি সেবে রাঙ্গাপায়॥
ভৃঙ্গের হুঙ্কার রব কুহরে কোকিল সব
পূর্ণচন্দ্র শরদযামিনী।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে গান করে কামতন্ত্রে
ছয় রাগ ছত্রিস রাগিণী॥
উর প্রভু শ্রীনিবাস নায়কের পূর আশ
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
ভারত ও পদ আশে নূতন মঙ্গল ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

কৌষিকীবন্দনা।

কৌষিকি কালিকে চণ্ডিকে অম্বিকে প্রসীদ নগনন্দিনি।
চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি॥
শঙ্করি সিংহবাহিনি।
মহিষমর্দ্দিনি দুর্গবিঘাতিনি রক্তবীজনিকৃন্তিনি॥
দিনমুখরবি কোকনদ ছবি অতুল পদ দুখানি।
রতন নূপুর বাজয়ে মধুর ভ্রমরঝঙ্কার মানি॥
হেমকরিকর উরু মনোহর রতন কদলিকায়।
কটি ক্ষীণতর নাভি সরোবর রোমাবলী অধর তায়॥
কমল কোরক কদম্বনিন্দক করিসুতকুম্ভউচ।
কাঁচুলি রঞ্জিত অতি সুশোভিত অমৃতপূরিত কুচ॥
সুবলিত ভুজ সহিত অম্বুজ কনক মৃণাল রাজে।
নানা আভরণ অতিসুশোভন কনক কঙ্কণ বাজে॥

কোটি শশধর বদন সুন্দর ঈষদ মধুর হাস।
সিন্দূরমার্জ্জিত মুকুতারঞ্জিত দশনপাঁতি প্রকাশ॥
সিন্দূর চন্দন ভালে সুশোভন রবি শশি এক ঠাঁই।
কেবা আছে সমা কি দিব উপমা ত্রিভুবনে হেন নাই॥
শিরে জটাজূট রতন মুকুট অর্দ্ধ শশী ভালে শোভে।
মালতী মালায় বিজুলি খেলায় ভ্রমর ভ্রময়ে লোভে॥
কহি জোড়করে উরহ আসরে ভারতে করহ দয়া।
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ে রাখ রাঙ্গা পায়ে অভয় দেহ অভয়া॥

লক্ষ্মীবন্দনা।

উর লক্ষ্মি কর দয়া।

বিষ্ণুর ঘরণী ব্রহ্মার জননী কমলা কমলালয়া॥
সনাল কমল সনাল উৎপল দুখানি করে শোভিত।
কমল আসন কমল ভূষণ কমলমাল ললিত॥
কমল চরণ কমল বদন কমল নাভি গভীর।
কমল দুকর কমল অধর কমলময় শরীর॥
কমলকোরক কদম্বনিন্দক সুধার কলস কুচ।
করি অরি মাজে জিনি করিরাজে কুম্ভযুগ চারু উচ॥
সুধাময় হাস সুধাময় ভাষ দৃষ্টিতে সুধা প্রকাশ।
লাক্ষার কাঁচুলী চমকে বিজুলী বসন লক্ষ্মীবিলাস॥
রূপ গুণ জ্ঞান যত যত স্থান তুমি সকলের শোভা।
সদা ভুঞ্জে সুখ নাহি জানে দুখ যে তব ভকতিলোভা॥
সদা পায় দুখ নাহি জানে সুখ তুমি হও যারে বাম।
সবে মন্দ কয় নাম নাহি লয় লক্ষ্মীছাড়া তার নাম॥

তব নাম লয়ে লক্ষ্মীপতি হয়ে ত্রিলোক পালেন হরি।
যাদোগণেশ্বর হৈলা রত্নাকর তোমারে উদরে ধরি॥
যে আছে সৃষ্টিতে নাম উচ্চারিতে প্রথমে তোমার নাম
তোমার কৃপায় অনায়াসে পায় ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥
উর মহামায়া দেহ পদছায়া ভারতের স্তুতি লয়ে।
কৃষ্ণচন্দ্র বাসে থাক সদা হাসে রাজলক্ষ্মী স্থিরা হয়ে॥

———

সরস্বতী বন্দনা।

উর দেবি সরস্বতি স্তবে কর অনুমতি
বাগীশ্বরি বাক্যবিনোদিনি।
শ্বেত বর্ণ শ্বেত বাস শ্বেত বীণা শ্বেত হাস
শ্বেতসরসিজনিবাসিনি॥
বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বীণা আদি যন্ত্র
নৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণ সেবা করে অনুক্ষণ
ঋষি মুনি কিন্নর কিন্নরী॥
আগমের নানা গ্রন্থ আর যত গুণপন্থ
চারি বেদ আচার পুরাণ।
ব্যাস বাল্মীকাদি যত কবি সেবে অবিরত
তুমি দেবী প্রকৃতিপ্রধান॥
ছত্রিস রাগিণী মেলে ছয় রাগ সদা খেলে
অনুরাগে যে সব রাগিণী।
সপ্ত স্বর তিন গ্রাম মূর্চ্ছনা একুশ নাম
শ্রুতি কলা সতত সঙ্গিনী॥

তান মান বাদ্য তাল নৃত্য গীত ক্রিয়া কাল
তোমা হৈতে সকল নির্ণয়।
যে আছে ভুবন তিনে তোমার করুণা বিনে
কাহার শকতি কথা কয়॥
তুমি নাহি চাহ যারে সবে মূঢ় বলে তারে
ধিক ধিক তাঁহার জীবন।
তোমার করুণা যারে সবে ধন্য বলে তারে
গুণিগণে তাহার গণন॥
দয়া কর মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল।
আসরে আসিয়া উর নায়কের আশা পূর
দূর কর কুজ্ঞান সকল॥
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি গীতে দিলা অনুমতি
করিলাম আরম্ভ সহসা।
মনে বড় পাই ভয় না জানি কেমন হয়
ভারতের ভারতী ভরসা॥

অন্নপূর্ণাবন্দনা।

অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
কোটি কোটি করি এ প্রণাম।
আসরে আসিয়া উর নায়কের আশা পূর
শুন আপনার গুণগ্রাম॥
কৃপাবলোকন কর ভক্তের দুরিত হর
দারিদ্র্য দুর্গতি কর চূর্ণ।

তুমি দেবী পরাৎপরা সুখদাত্রী দুঃখহরা
অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণ ॥
রক্তসরসিজোপরি বসি পদ্মাসন করি
পদতলে নব রবি দেখা।
রক্তজবাপ্রভাহর অতিমনোহরতর
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ ঊর্দ্ধরেখা ॥
কিবা সুবলিত ঊরু কদলীকাণ্ডের গুরু
নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিণী।
শোভে নিরুপম বাস দশ দিশ পরকাশ
ত্রিভুবনমোহন কারিণী ॥
কটি অতি ক্ষীণতর নাভি সুধাসরোবর
উচ্চ কুচ সুধার কলশ।
কণ্ঠ কম্বুরাজ রাজে নানা অলঙ্কার সাজে
প্রকাশে ভুবন চতুর্দ্দশ ॥
কিবা মনোহর কর মৃণালের গর্ব্ব হর
অঙ্গুলী চম্পকচারুদল।
ফণিরাজফণমণি কঙ্কণের কণকণি
নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥
বাম করতলে ধরি কারণ অমৃত ভরি
পানপাত্র রতননির্ম্মিত।
রত্ন হাতা ডানি হাতে সঘৃত পলান্ন তাতে
কিবা দুই ভুজ সুললিত ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় নানা রস অপ্রমেয়
বিবিধ বিলাসে পরশিয়া।

ভঙ্গাইয়া কৃত্তিবাস মধুর মধুর হাস
মহেশের নাচন দেখিয়া ॥
দেবতা অসুর রক্ষ অপ্সর কিন্নর যক্ষ
সবে ভোগ করে নানা রস।
গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর
নব গ্রহ দিকপাল দশ ॥
জিনি কোটি শশধর কিবা মুখ মনোহর
মণিময় মুকুট মাথায়।
ললিত কবরী ভার তাহে মালতীর হার
ভ্রমর ভ্রমরী কত গায় ॥
বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন আদি দেব ঋষিগণ
চৌদিকে বেড়িয়া করে গান।
আগম পুরাণ বেদ না জানে তোমার ভেদ
তুমি দেবী পুরুষপ্রধান ॥
ঘটে কর অধিষ্ঠান শুন নিজ গুণ গান
নায়কের পূর্ণ কর আশ।
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের আপদ হর
গায়কের কণ্ঠে কর বাস ॥
স্বপনে রজনীশেষে বসিয়া শিয়রদেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে॥
বিস্তর অন্নদাকল্পে কত গুণ কব অল্পে
নিজ গুণে হবে বরদায়।

নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়॥

গ্রন্থসূচনা।

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।
অভয়া অপরাজিতা অচ্যুতঅনুজা॥
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অম্বিকা অজয়া।
অপরাধ ক্ষম অগো অব গো অব্যয়া॥
শুন শুন নিবেদন সভাজন সব।
যে রূপে প্রকাশ অন্নপূর্ণামহোৎসব॥
সুজা খাঁ নবাবসুত সরফরাজ খাঁ।
দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রায়াঁ॥
ছিল আলিবর্দ্দিখাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিলা পাতসা খেতাব॥
কটকে মুরসীদকুলি খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥
কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তাঁরে ফেলিল ফাটকে॥
লুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক॥

উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর।
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া॥
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুর্ম।
আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম॥
ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান।
দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।
দেখিয়া নন্দির মনে ক্রোধ উপজিল॥
মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল।
করিল যবন সব সমূল নির্ম্মূল॥
নিষেধ করিল শিব ত্রিশূল মারিতে।
বিস্তর হইবে নষ্ট একেরে বধিতে॥
অকালে প্রলয় হৈল কি কর কি কর।
না ছাড় সংহার শূল সংহর সংহর॥
আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনের করিবে দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা স্বপন॥
স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥

লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল ॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী ॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল ॥
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী ॥
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায় ॥
নদিয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধশান্তমতি ॥
প্রতাপতপনে কীর্ত্তিপদ্ম বিকাসিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া ॥
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী ঋষি ঋষিরাজ।
ইন্দ্রের সমাজ সম যাঁহার সমাজ ॥
কাশীতে বান্ধিলা জ্ঞানবাপীর সোপান।
উপমা কোথায় দিব না দেখি সমান ॥
দেবীপুত্র বলি লোক যার গুণ গায়।
এই পাপে সেই রাজা ঠেকিলেন দায় ॥
মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায় ॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ ॥

বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন॥
বদ্ধ করি রাখিলেক মুরসিদাবাদে।
কত শত্রু কতমতে লাগিল বিবাদে॥
দেবীপুত্র দয়াময় ধরাপতি ধীর।
বিবিধ প্রকারে পূজা করিলা দেবীর॥
চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণাইয়া কৈলা স্তব।
অনুকম্পা স্বপনে হইল অনুভব॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতি ধরিয়া।
স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।
কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস॥
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায়॥
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥
আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে।
অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে॥
সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায়॥

সেই আজ্ঞা মত কবি রায়গুণাকর।
অন্নদা মঙ্গল কহে নবরসতর॥

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন।

নিবেদন অবধান কর সভাজন।
রাজাকৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ॥
চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥
প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সুজন।
পঞ্চ দেহে পঞ্চমুখ হৈলা পঞ্চানন॥
প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিবচন্দ্র রায়।
দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায়॥
তৃতীয় যে হরচন্দ্র হরঅবতার।
চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশআকার॥
পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুল্য দিতে নাই।
ফুলের মুখটি জয়গোপাল জামাই॥
দ্বিতীয়পক্ষের যুবরাজ রাজকায়।
মধ্যম কুমার খ্যাত শম্ভুচন্দ্র রায়॥

জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রথম।
সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম॥
শ্রীগোপাল ছোট সবে ফুলের মুখটী।
আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুলে পালটী॥
রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম।
মুখটি অনন্তরাম চট্ট বলরাম॥
বলরামচট্টসুত ভাগিনা রাজার।
সদাশিব রায় নাম শিব অবতার॥
দ্বিতীয় অনন্তরাম মুখয্যের সুত।
রায় চন্দ্রশেখর অশেষগুণযুত॥
ভূপতির ভাগিনীজামাই গুণধাম।
বাঁড়ুরি গোকুল কৃপারাম দয়ারাম॥
মুখ কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণভক্তের সার।
পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্কঅলঙ্কার॥
ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি।
তার কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি॥
ভূপতির পিসার জামাই তিনজন।
কৃষ্ণানন্দ মুখয্যা পরম যশোধন॥
মুখয্যা আনন্দিরাম কুলের আগর।
মুখ রাজকিশোর কবিত্বকলাধর॥
প্রিয়জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায়।
শুকদেব রায় ঋষি শুকদেব প্রায়॥
কালিদাসসিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ।
কন্দর্পসিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ॥

কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন প্রিয় বড়।
মুক্তিরাম মুখয্যা গোবিন্দভক্ত দড় ॥
গণক বাঁড়ুয্যা অনুকূল বাচস্পতি।
আর যত গণক গণিতে কি শকতি ॥
বৈদ্য মধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায়।
জগন্নাথ অনুজ নিবাস সুগন্ধ্যায় ॥
অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ।
হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ ॥
চক্রবর্ত্তী গোপাল দেয়ান সহবতি।
রায় বক্সী মদনগোপাল মহামতি ॥
কিঙ্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুনশী প্রধান।
তার ভাই গোবিন্দলাহিড়ী গুণবান ॥
কালোয়াত গায়ন বিশ্রামখাঁ প্রভৃতি।
মৃদঙ্গী সমজ খেল কিন্নর আকৃতি ॥
নর্ত্তকপ্রধান শেরমান্দ সভায়।
মোহন খোষালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায় ॥
ঘড়িয়াল কার্ত্তিক প্রভৃতি কত জন।
চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন ॥
সেফাহীর জমাদার মামুদ জাফর।
জগন্নাথ শিরপা করিলা তার পর ॥
ভূপতির তীরের ওস্তাদ নিরুপম।
মুজঃফর হুশেন মোগল কর্ণসম ॥
হাজারি পঞ্চম সিংহ ইন্দ্রসেনসুত।
ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত ॥

যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আর যত।
ভোজপুরে সোয়ার বোঁদেলা শত শত॥
কুল্ল মালে রঘুনন্দন মিত্র দেয়ান।
তার ভাই রামচন্দ্র রাঘব ধীমান॥
আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়।
দুই পুত্র তাহার তাহার তুল্য কায়॥
বড় রামলোচন অশেষ গুণধাম।
ছোট রামকৃষ্ণ রায় অভিনব কাম॥
দেয়ানের পেশকার বসু বিশ্বনাথ।
আমীনের পেশকার কৃষ্ণসেন সাথ॥
রত্নগজ আদি গজ দিগ্গজ সঙ্খ্যায়।
উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায়॥
হাবসী ইমামবক্স হাবসী প্রধান।
হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান॥
অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা।
খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গাঙ্গ পার॥
ফরমানী মহারাজ মনসবদার।
সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার॥
কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ।
পাতসাহী শিরপা সুলতানী সুলতানৎ॥

ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।
সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল॥
দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে।
ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে॥
সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
প্রকাশিয়া কৃষ্ণ কৈলা অনন্তমহিমা॥
কবি রায়গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া।
ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া॥
অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে।
স্বপন কহিলা মাতা ভাব মাতৃবেশে॥
অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী।
তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী॥
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।
মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে॥
ভারত কহিল আমি নাহি জানি গীত।
কেমনে রচিব গীত এ কি বিপরীত॥
অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয়।
আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়॥
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে।
যে কবে সে হবে গীত আনন্দ শিখাবে॥
এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা॥

———

গীতারম্ভ।

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার মায়া
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়আকৃতি॥
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি॥
বিনা চন্দ্রানলরবি প্রকাশি আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা॥
গুণ সত্ত্বতমোরজে হরিহরকমলজে
কহিলেন তপ তপ তপ।
শুনি বিধি হরি হর তিন জনে পরস্পর
করেন কারণ জলে জপ॥
তিনের জানিতে সত্ত্ব জানাইতে নিজ তত্ত্ব
শবরূপা হইলা কপটে।
পচাগন্ধ মাংস গলে ভাসিয়া কারণ জলে
আগে গেলা বিষ্ণুর নিকটে॥
পচাগন্ধে ব্যস্ত হরি উঠি গেলা ঘৃণা করি
বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা।

পচাগন্ধে ভাবি দুখ ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ
চারি মুখ হইলা বিধাতা ॥
বিধির বুঝিয়া সত্ত্ব শিবের জানিতে তত্ত্ব
শিব অঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া।
শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই বসিতে হইল ঠাই
যত্নে ধরি বসিলা চাপিয়া ॥
দেখিয়া শিবের কর্ম্ম তাহাতে বসিল মর্ম্ম
ভার্য্যারূপা ভবানী হইলা।
পতিরূপ পশুপতি দুজনে ভুঞ্জিয়া রতি
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা ॥
বিধির মানস সুত দক্ষ মুনি তপযুত
প্রসূতি তাহার ধর্ম্মজায়া।
তার গর্ভে সতী নাম অশেষ মঙ্গল ধাম
জনম লভিলা মহামায়া ॥
নারদ ঘটক হয়ে নানামত ছলে কয়ে
শিবেরে বিবাহ দিলা সতী।
শিবের বিকট সাজ দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
বামদেবে হৈলা বামমতি ॥
সদা শিব নিন্দা করে মহা ক্রোধ হৈল হরে
সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে।
দক্ষেরে বিধাতা বাম না লয় শিবের নাম
সদা নিন্দা করে কটু ভাষে ॥
আরম্ভিয়া দেবযাগ নিমন্ত্রিল দেবভাগ
নিমন্ত্রণ না কৈল শঙ্করে।

যাইতে দক্ষের বাস সতীর হইল আশ
ভারত কহিছে জোড় করে॥

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ।

কালীরূপে কত শত পরাৎপরা গো॥
অন্নদা ভুবনা বলা মাতঙ্গী কমলা
দুর্গা উমা কাত্যায়নী বাণী সুরবরা গো॥
সুন্দরী ভৈরবী তারা জগতের সারা
উন্মুখী বগলা ভীমা ধূমা ভীতিহরা গো॥
রাধানাথের দুঃখভরা নাশ গো সত্বরা
কালের কামিনী-কালী করুণাসাগরা গো॥
নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপূরা॥

গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিতরুধির মুণ্ড বামকরতলে॥
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বর দান॥
লোল জিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে ॥ ১ ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটা বিভূষণা॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচ খানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নালপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥ ২ ॥
দেখি ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি।
রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী॥
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারি হাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর॥
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ।
পঞ্চপ্রেতনিরমিত বসিবার মঞ্চ ॥ ৩ ॥
দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা।
হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা॥
রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥

ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥ ৪ ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে।
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে ॥
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমলআসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণভূষণা ॥
অক্ষমালা পুথী বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর ॥ ৫ ॥
দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত।
ছিন্নমস্তা হৈলা সতী অতি বিপরীত ॥
বিকসিত পুণ্ডরীক কর্ণিকার মাঝে।
তিন গুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে ॥
বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি।
কোকনদবরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী ॥
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে ॥
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার।
এক ধারা নিজ মুখে করেন আহার ॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারা পিয়ে তারা শবআরোহিণী ॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।
অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন ॥ ৬ ॥
দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন ॥

অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজরথারূঢ়া ধূমের বরণ॥
বিস্তারবদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা॥ ৭॥
ধূমাবতী দেখি ভীম সভয় হইলা।
হইয়া বগলামুখা সতী দেখা দিলা॥
রত্নগৃহে রত্নসিংহাসন মধ্য স্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা॥
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি।
আর হস্তে মুদ্গার ধরিয়া ঊর্দ্ধ করি॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
ললাট মণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন॥ ৮॥
দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া।
পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া॥
রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্ত বস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজা খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি॥
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে।
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে॥ ৯॥
মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান।
মহালক্ষ্মী রূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান॥
সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে।
রত্ন ঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥ ১০॥

ভারত কহিছে মাগো এই দশ রূপে।
দশ দিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে॥

সতীর দক্ষালয়গমন।

একি মায়া এ কি মায়া কর মহামায়া॥
সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়া ছায়া॥
নিগম আগমে তুমি নিরূপমকায়া॥
ত্রিগুণজননী পুন ত্রিদেবের জায়া॥
ইহ লোকে পরলোকে তুমি সে সহায়া॥
ভারত কহিছে মোরে দেহ পদ ছায়া॥

পলাইতে না পেয়ে ফাঁফর হৈলা হর।
কহিতে লাগিলা কম্পমানকলেবর॥
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়।
কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয়॥
কালীমূর্ত্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে।
পূর্ব্ব সর্ব্ব জান কেন পাসরিলা এবে॥
পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে।
প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে॥
তিন জনে তোমরা কারণ জলে ছিলা।
তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিলা॥
তিন জন পরস্পর লাগিলা জপিতে।
শবরূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে॥

পচাগন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি দুখ।
বিধি হৈলা চতুর্ম্মুখ ফিরি ফিরি মুখ॥
তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন।
প্রকৃতিরূপেতে তোমা করিনু ভজন॥
পুরুষ হইলা তুমি আমার ভজনে।
সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে॥
এত শুনি শিবের হইল চমৎকার।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র সবাকার॥
লুকাইয়া দশ মূর্ত্তি সতী হৈলা সতী।
গৌর বর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীয় মূরতি॥
মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়।
যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দিরে।
রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে॥
প্রসূতি সতীরে দেখি কালীয়বরণ।
কহিল দেখিয়াছিল যেমন স্বপন॥
আহা মরি বাছা সতি কালী হইয়াছ।
ছাড়িবে আমারে বুঝি মনে করিয়াছ॥
স্বপনে দেখেছি দক্ষ শিবেরে নিন্দিবে।
শিবনিন্দা শুনি তুমি শরীর ছাড়িবে॥
শিব করিবেন দক্ষে যজ্ঞ সহ নাশ।
তোমা দেখি স্বপ্নে মোর হইল বিশ্বাস॥
জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায়।
জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায়॥

মার বাক্যে মাতা কিছু আহার করিয়া।
যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সত্বরা হইয়া ॥
কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে।
শিবনিন্দা করিয়া সভার আগে বলে ॥
ভারত শিবের নিন্দা কেমনে বর্ণিবে।
নিন্দাছলে স্তুতি করি শঙ্কর বুঝিবে ॥

শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ।

সভাজন শুন জামাতার গুণ বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাই সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥
মান অপমান সুস্থান কুস্থান অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম নাহি মানে কর্ম্ম চন্দনে ভস্মজ্ঞেয়ান ॥
যবনে ব্রাহ্মণে কুক্কুরে আপনে শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল তবু না মরিল ভাঙ্গড়ের নাহি যম ॥
সুখে দুঃখ জানে দুঃখে সুখ মানে পরলোকে নাহি ভয়
কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে সদা কদাচারময় ॥
কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ বেদাচারবহিস্কৃত।
ক্ষত্রিয়কথন না হয় ঘটন জটা ভস্ম আদি ধৃত ॥
যদি বৈশ্য হয় চাসি কেন নয় নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা দ্বিজ দেয় সেবা নাগের পৈতা গলায় ॥
গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায় না করে অতিথিসেবা।
সতী ঝি আমার গৃহিণী তাহার সন্ন্যাসি বলিবে কেবা ॥
বনস্থ বলিতে নাহি লয় চিতে কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনীবিহারী নহে ব্রহ্মচারী এ কি মহাপাপ হর ॥

সতী ঝি আমার বিদ্যুত আকার বাতুলের হৈল জায়া।
আমি অভাজন পরম ভাজন ঘটক নারদ ভায়া॥
আহা মরি সতি কি দেখি দুর্গতি অন্ন বিনা হৈলা কালী
তোমার কপাল পর বাঘছাল আমার রহিল গালি॥
শিবনিন্দা শুনি রোষে যত মুনি দধীচি অগস্ত্য আদি।
দক্ষে গালি দিয়া চলিলা উঠিয়া শ্রবণে কর আচ্ছাদি॥
তবু পাপ দক্ষ নিন্দি কত লক্ষ সতী সম্বোধিয়া কহে।
তার মৃত্যু নাই তোর নাহি ঠাই আমার মরণ নহে॥
মোর কন্যা হয়ে প্রেত সঙ্গে রয়ে ছি ছি এ কি দশা তোর
আমি মহারাজ তোর এই সাজ মাথা খেতে আলি মোর
বিধবা যখন হইবি তখন অন্ন বস্ত্র তোরে দিব।
সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে তার মুখ না দেখিব॥
শিবনিন্দা শুনি মহাদুঃখ গুণি কহিতে লাগিলা সতী।
শিবনিন্দা কর কি শকতি ধর কেন বাপা হেন গতি॥
যারে কালে ধরে সেই নিন্দে হরে কি কহিব তুমি বাপ
তব অঙ্গজনু তেজিব এ তনু তবে যাবে মোর পাপ॥
তিনি মৃত্যুঞ্জয় গালিতে কি হয় মোর যেতে আছে ঠাই
কর্ম্ম মত ফল যজ্ঞ যাবে তল তোর রক্ষা আর নাই॥
যে মুখে পামর নিন্দিলে শঙ্কর সে মুখ হবে ছাগল।
এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়া উত্তরিলা হিমাচল॥
হিমগিরিপতি ভাগ্যবান অতি মেনকা তাহার জায়া
পূর্ব্বতপবরে তাহার উদরে জনমিলা মহামায়া॥
সতী দেহ ত্যাগে নন্দী মহা রাগে সত্বরে গেলা কৈলাসে
শূন্য রথ লয়ে শোকাকুল হয়ে নিবেদিলা কৃত্তিবাসে॥

শুনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর বিস্তর কৈলা রোদন।
লয়ে নিজগণ করিলা গমন করিতে দক্ষ দমন॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায় অশেষগুণসাগর।
তাঁর অভিমত রচিলা ভারত কবিরায় গুণাকর॥

শিবের দক্ষালয়যাত্রা।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফণ্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে।
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা।
কটী কট্ট সদ্যোমরা হস্তিছালা॥
পচা চর্ম্ম ঝূলী করে লোল ঝূলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে॥
ধিয়া তা ধিয়া তা ধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাকে উড়ে সর্পবাণা॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দি ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥

চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে ।
চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্তকেশে ॥
গিয়া দক্ষ যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে ।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে ॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে ।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে ।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥

দক্ষযজ্ঞনাশ ।

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে ।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে ॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে ।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে ॥
সৈন্যসূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি ।
অগ্নি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি যাহুতি ॥
বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া ।
যাও যাও হুঁ দিখাও দক্ষ দেই হাঁকিয়া ॥
সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন নির্বৃতি ।
দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি ॥
রুদ্র দূত ধায় ভূত নন্দি ভৃঙ্গি সঙ্গিয়া ।
ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গরঙ্গিয়া ॥
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁফ ছিণ্ডিল ।
পূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল ॥

বিপ্র সর্ব্ব দেখি পর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাগ নাথি কীল মারিছে॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে॥
যজ্ঞ গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে।
ঊর্দ্ধহাথ বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে॥
মার মার ঘের ধার হান হান হাঁকিছে।
হূপ হাপ দূপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হূম হাম খূম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে॥
ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্প ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে॥
অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষ দেহ পূড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে॥
হাস্যতুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মূতিছে।
পাদ ঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পূতিছে॥
রাজ্য খণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছূটিছে।
হূল থূল কূল কূল ব্রহ্মডিম্ব ফূটিছে॥
মৌন তুণ্ড হেট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে॥
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে॥

প্রসূতিস্তবে দক্ষজীবন।

শিবনাম বল রে জীব বদনে।
যদি আনন্দে যাবে শিবসদনে॥
শিবনাম লয়ে মুখে তরিব সকল দুখে
দমন করিব সুখে শমনে॥
শিবগুণ কি কহিব কোথায় তুলনা দিব
জীব শিব হয় শিবসেবনে॥
শিব শিব বলে যেই এই দেহে শিব সেই
শিব নিজপদ দেই সে জনে॥
কাতরে করুণা কর পাপ তাপ সব হর
ভারতে রাখহ হর ভজনে।
এইরূপে যজ্ঞ সহ দক্ষ নাশ পায়।
প্রসূতি বাঁচিলা মাত্র সতীর কৃপায়॥
বিধি বিষ্ণু দুই জন নিজ স্থানে ছিলা।
দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইলা॥
অকালে প্রলয় জানি করেন শঙ্কর।
দক্ষবাসে শিব পাশে আইলা সত্বর॥
সতীশোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগিয়া।
প্রসূতি শিবের কাছে আইলা কান্দিয়া॥
গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ।
শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেটমুখ॥
দূর গেল রুদ্রভাব শিবভাব হয়।
প্রসূতি বিস্তর স্তুতি করে সবিনয়।

বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বমাতা সতী।
অসীম মহিমা জানে কাহার শকতি॥
আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই।
সতী মোর কন্যা তুমি আমার জামাই॥
বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়।
সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়॥
আপনি বিচার কর পরিহর রোষ।
দক্ষেরি এ দোষ কেন বেদের এ দোষ॥
যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল।
যে করিলে সেহ নহে তার মত ফল॥
কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি।
ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী॥
সতীর জননী আমি শাশুড়ী তোমার।
তথাপি বিধবা দশা হইল আমার॥
ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি।
তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি॥
তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়।
আমারে কাহারে দিবা কহ দয়াময়॥
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইলা।
রাজ্য সহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিলা॥
ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়।
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের ন্যায়॥
দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূত গণ।
প্রসূতি বলিছে প্রভু এ কি বিড়ম্বন॥

বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া মন্ত্রণা।
কহিলেন খণ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা॥
শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব।
ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব॥
অপরাধ ক্ষমিয়া যদ্যপি দিলা প্রাণ।
কৃপা করি মুণ্ড দেহ কর জ্ঞানবান॥
শুনিয়া নন্দিরে শিব কহিলা হাসিয়া।
কার মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া॥
নন্দি বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ।
ছাগ মুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ॥
শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয়।
যেমন করিল কর্ম্ম উপযুক্ত হয়॥
শিববাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া।
মুণ্ড আনি দক্ষস্কন্ধে দিলেক আঁটিয়া॥
মিলন হইল ভাল হর দিলা বর।
শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর॥
তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি হর।
তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও।
পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নও॥
নিরাকার নির্গুণ নিঃসীম নিরুপম।
না জানি করিনু নিন্দা অপরাধ ক্ষম॥
বন্দিবার ফলে হৈল পূর্ব্বের সকল।
নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল॥

বিধি বিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া।
যজ্ঞ পূর্ণ কৈল শিবে অগ্রভাগ দিয়া॥
যজ্ঞস্থানে সতী দেহ দেখিয়া শঙ্কর।
বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর॥
শিরে লয়ে সতীদেহ করিলা গমন।
গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ॥
বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিলা গদাধর।
সতীদেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর॥
তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি।
কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি॥
যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর।
মহাপীঠ সেই স্থান পূজিত বিধির॥
করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব।
বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব॥
একমত নাহিয় পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রমত॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণি ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

পীঠমালা।

ভবসংসার ভিতরে। ভব ভবানী বিহরে॥
ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ নরনারীকলেবরে॥
গুণাতীত হয়ে নানাগুণ লয়ে দোহে নানা খেলা করে

উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম সব জীবের অন্তরে ॥
চেতনাচেতনে মিলি দুই জনে দেহিদেহরূপে চরে ॥
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া এ কি করে চরাচরে ॥
পাইয়াছে টের কি করে এ ফের কবি রায় গুণাকরে ॥

হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরন্ধ্র ফেলিলা কেশব।
দেবতা কোট্টরী ভীমলোচন ভৈরব ॥ ১ ॥
শর্করারে তিন চক্ষু ত্রিগুণ ভৈরব।
মহিষমর্দ্দিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব ॥ ২ ॥
সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা।
ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা ॥ ৩ ॥
জ্বালামুখে জিহ্বা তাহে অগ্নি অনুভব।
দেবীর অম্বিকা নাম উন্মত্ত ভৈরব ॥ ৪ ॥
ভৈরবপর্ব্বতে ওষ্ঠ পড়ে চক্রঘায়।
নম্রকর্ণ ভৈরব অবন্তী দেবী তায় ॥ ৫ ॥
প্রভাসে অধর দেবী চন্দ্রভাগা তাহে।
বক্রতুণ্ড ভৈরব প্রত্যক্ষরূপ যাহে ॥ ৬ ॥
জনস্থানে চিবুক পড়িল অভিরাম।
বিকৃতাক্ষ ভৈরব ভ্রামরী দেবীনাম ॥ ৭ ॥
গোদাবরীতীরে পড়ে বাম গণ্ডখানি।
বিশ্বেশ ভৈরব বিশ্বমাতৃকা ভবানী ॥ ৮ ॥
গণ্ডকীতে ডানি গণ্ড পড়ে চক্রঘায়।
চক্রপাণি ভৈরব গণ্ডকী চণ্ডী তায় ॥ ৯ ॥
ঊর্দ্ধ দন্তপাঁতির অনলে হৈল ধাম।
সংক্রুর ভৈরব দেবী নারায়ণী নাম ॥ ১০ ॥

পঞ্চসাগরেতে পড়ে অধোদন্ত সার।
মহারুদ্র ভৈরব বারাহী দেবী তার ॥ ১১ ॥
করতোয়া তটে পড়ে বামকর্ণ তাঁর।
বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার ॥ ১২ ॥
শ্রীপর্ব্বতে ডানি কর্ণ ফেলিলেন হরি।
ভৈরব সুন্দরানন্দ দেবতা সুন্দরী ॥ ১৩ ॥
কেশজালিনামস্থানে পড়ে তাঁর কেশ।
উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ ॥ ১৪ ॥
কিরীটকোণায় পড়ে কিরীট স্বরূপ।
ভুবনেশী দেবতা ভৈরব সিদ্ধরূপ ॥ ১৫ ॥
শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি ॥ ১৬ ॥
কশ্মীরেতে কণ্ঠ দেবী মহামায়া তায়।
ত্রিসন্ধ্যাঈশ্বর নাম ভৈরব তথায় ॥ ১৭ ॥
রত্নাবলী স্থানে ডানি স্কন্ধ অভিরাম।
কুমার ভৈরব তাহে দেবী শিবা নাম ॥ ১৮ ॥
মিথিলায় বাম স্কন্ধ দেবী মহাদেবী।
মহোদর ভৈরব সর্ব্বার্থ যাঁরে সেবি ॥ ১৯ ॥
চট্টগ্রামে ডানি হস্ত অর্দ্ধ অনুভব।
ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব ॥ ২০ ॥
আর অর্দ্ধ ডানি হস্ত মানসরোবরে।
দেবী দাক্ষায়ণী হর ভৈরব বিহরে ॥ ২১ ॥
উজানীতে কফোণি মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যারে সেবি ॥ ২২ ॥

মণিবেদে মণিবন্ধ পড়িল তাঁহার।
স্থাণু নামে ভৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর ॥ ২৩ ॥
প্রয়াগেতে দুহাতের অঙ্গুলী সরস।
তাহাতে ভৈরব দশ মহাবিদ্যা দশ ॥ ২৪ ইং ৩৩॥
বাহুলায় বাম বাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব ॥ ৩৪ ॥
মণিবন্ধে বাম মণিবন্ধ অভিরাম।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব গায়ত্রী দেবী নাম ॥ ৩৫ ॥
জালন্ধরে তাঁহার পড়িল এক স্তন।
ত্রিপরমালিনী দেবী ভৈরব ভীষণ ॥ ৩৬ ॥
আর স্তন পড়ে তাঁর রামগিরি স্থানে।
শিবানী দেবতা চণ্ড ভৈরব সেখানে ॥ ৩৭ ॥
বৈদ্যনাথে হৃদয় ভৈরব বৈদ্যনাথ।
দেবী তাহে জয়দুর্গা সর্ব্ব সিদ্ধি সাথ ॥ ৩৮ ॥
উৎকলে পড়িল নাভি মোক্ষ যাহা সেবি।
জয় নামে ভৈরব বিজয়া নামে দেবী ॥ ৩৯ ॥
কাঞ্চীদেশে পড়িল কাঁকালি অভিরাম।
দেবগর্ভা দেবতা ভৈরব রুরু নাম ॥ ৪০ ॥
নিতম্বের অর্দ্ধ কালমাধবে তাহার।
অসিতাঙ্গ ভৈরব দেবতা কালী তাঁর ॥ ৪১ ॥
নিতম্বের আর অর্দ্ধ পড়ে নর্ম্মদায়।
ভদ্রসেন ভৈরব শোণাক্ষী দেবী তায় ॥ ৪২ ॥
মহামুদ্রা কামরূপে রজোযোগ যায়।
রাবানন্দ ভৈরব কামাখ্যা দেবী তায় ॥ ৪৩

নেপালে দক্ষিণ জঙ্ঘা কপালী ভৈরব।
দেবী তায় মহামায়া সদা মহোৎসব ॥ ৪৪ ॥
জয়ন্তায় বাম জঙ্ঘা ফেলিলা কেশব।
জয়ন্তী দেবতা ক্রমদীশ্বর ভৈরব ॥ ৪৫ ॥
দক্ষিণ চরণ খানি পড়ে ত্রিপুরায়।
নল নামে ভৈরব ত্রিপুরা দেবী তায় ॥ ৪৬ ॥
ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব।
যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব ॥ ৪৭ ॥
কালীঘাটে চারিটি অঙ্গুলী ডানি পার।
নকুলেশ ভৈরব কালিকা দেবী তার ॥ ৪৮ ॥
কুরুক্ষেত্রে ডানি পার গুল্ফ অনুভব।
বিমলা তাহাতে দেবী সম্বর্ত্ত ভৈরব ॥ ৪৯ ॥
বিভাসেতে বাম গুল্ফ ফেলিলা কেশব।
ভীমরূপা দেবী তাহে কপালী ভৈরব ॥ ৫০ ॥
ভিরোতায় পড়ে বাম পদ মনোহর।
অমরী দেবতা তাহে ভৈরব অমর ॥ ৫১ ॥
শূন্য শির দেখি শিব হৈলা চিন্তাবান।
হিমালয় পর্ব্বতে বসিলা করি ধ্যান ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

ইতি শুক্রবারের প্রথম নিশাপালা।

শিব বিবাহের মন্ত্রণা।

উমা দয়া কর গো। বিষম শমনভয় হর গো।
পাপেতে জড়িতমতি কাতর হয়েছি অতি
পতিতপাবনী নাম ধর গো॥
মা বলিয়া ডাকি ঘন শুনিয়া না দেহ মন
গুহ গজাননে বুঝি ডর গো॥
তুমি গো তারিণী তারা অসার সংসার সারা
নানারূপে চরাচরে চর গো॥
রাধানাথ তব দাস পূরাও তাহার আশ
তবে ঋণিচক্র ঋণে তর গো॥
উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর।
মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর॥
ত্রিদিবে প্রধান দেব দেবদেব শিব।
শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব।
নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব।
মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব॥
হইল আকাশ বাণী সকলে শুনিলা।
মহামায়া হিমালয় আলয়ে জন্মিলা॥
উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার॥
তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ।
তবে সে শর্ব্বের হবে সংসার নির্ব্বাহ।
আকাশ বাণীতে পেয়ে দেবীর উদ্দেশ।
নারদেরে ডাকিয়া কহিলা হৃষীকেশ॥

ঘটক হইয়া তুমি হিমালয়ে যাও।
উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটাও ॥
একেত নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ।
শিবের বিবাহ তাহে বাড়িল আবেশ ॥
জনকের জননীর দেখিব চরণ।
আর কবে হব হেন ভাগ্যের ভাজন ॥
মাজিয়া বীণার তার মিশাইয়া তান।
ভারতের অভিমত গৌরীগুণ গান ॥

নারদের গান।

জয় দেবি জগন্ময়ি দীনদয়াময়ি
শৈলসুতে করুণানিকরে ॥
জয় চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যভরে ॥
জয় কালি কপালিনি মস্তকমালিনি
খর্পরধারিণি শূলধরে ॥
জয় চণ্ডি দিগম্বরি ঈশ্বরি শঙ্করি
কৌষিকি ভারতভীতিহরে ॥

শিববিবাহের সম্বন্ধ।

এরূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া।
উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া ॥
দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে।
চৌষট্টি যোগিনী কুমারীর বেশ সঙ্গে ॥

মৃত্তিকার হর গৌরী পুত্তলি গড়িয়া।
সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া॥
দেখি নারদের মনে হৈল চমৎকার।
এ কি কৈলা মহামায়া মায়া অবতার॥
দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম।
আজি বুঝিলাম্ সিদ্ধ হৈল হরি নাম॥
অভীষ্ট হউক সিদ্ধ বর দিয়া মনে।
নারদে কহিলা দেবী গর্ব্বিত ভৎর্সনে॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়।
আমারে প্রণাম কর উপযুক্ত নয়॥
অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে।
দেখিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কেমনে॥
মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে।
তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে॥
আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি।
ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী॥
নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে।
পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমারে॥
আনিব এমন বর বায়ে নড়ে দাঁত।
ঘটক তাহার আমি জানিবা পশ্চাত॥
বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে।
কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে॥
আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে।
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে॥

সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ি গিয়া।
ধূলা ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া॥
কোথা হৈতে বুড়া এক ডোকরা বামণ।
প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ॥
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে॥
দুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ এক খান।
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান॥
ভাবে বুঝি সে বামণ বড় কন্দলিয়া।
দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া॥
শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ।
সম্ভ্রমে বাহিরে আসি বন্দিলেন পদ॥
হিমালয় শুনিয়া আইলা দ্রুত হয়ে।
সিংহাসনে বসাইলা পদধূলি লয়ে॥
নারদ কহেন শুন শুন হিমালয়।
কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয়॥
এই যে তোমার উমা কন্যা বল যাঁরে।
অখিল ভুবন মাতা জানিতে কে পারে॥
বিবাহ কাহারে দিবা ভাবিয়াছ কিবা।
শিব পতি ইঁহার ইঁহার নাম শিবা॥
হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে।
ভবানী হবেন উমা পার পাব ভবে॥
নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি।
জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি॥

হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়।
লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম।

শিবের সম্বন্ধ করিয়া নির্ব্বন্ধ আইলা নারদ মুনি।
কমললোচন আদি দেবগণ পরম আনন্দ শুনি॥
সকলে মিলিয়া শিব কাছে গিয়া বিস্তর করিলা স্তব।
নাহি ভাঙ্গে ধ্যান দেখি চিন্তাবান হইলা বিধি কেশব॥
মন্ত্রণা করিয়া মদনে ডাকিয়া সুরপতি দিলা পান।
সম্মোহন বাণ করিয়া সন্ধান শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রতিপতি ধায় পুষ্পশরাসন হাতে।
সম্মুখে সামন্ত ধাইল বসন্ত কোকিল ভ্রমর সাতে॥
মলয়পবন বহে ঘন ঘন শীতল সুগন্ধ মন্দ।
তরুলতাগণ ফুলে সুশোভন জগতে লাগিল ধন্দ॥
যত দেবগণ হৈলা অদর্শন হরের ক্রোধের ভয়।
পূর্ব্ব নিযোজন নিকট মরণ মদন সম্মুখে রয়॥
আকর্ণ পূরিয়া সন্ধান করিয়া সম্মোহন বাণ লয়ে।
ভূমে হাঁটু পাড়ি দিল বাণ ছাড়ি অনলে পতঙ্গ হয়ে॥
কিবা করে ধ্যান কিবা করে জ্ঞান যে করে কামের শর।
সিহরিল অঙ্গ ধ্যান হৈল ভঙ্গ নয়ন মিলিলা হর॥
কামশরে ত্রস্ত নারী লাগি ব্যস্ত নেহালেন চারি পাশে।
সম্মুখে মদন হাতে শরাসন মুচকি মুচকি হাসে॥

দেখি পুষ্পশরে ক্রোধ হৈল হরে অটল অচল টলে।
ললাটলোচন হৈতে হুতাশন ধক ধক ধক জ্বলে॥
মদন পলায় পিছে অগ্নি ধায় ত্রিভুবন পরকাশি।
চৌদিকে বেড়িয়া মদনে পুড়িয়া করিল ভস্মের রাশি॥
মরিল মদন তবু পঞ্চানন মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া ফিরেন সকল স্থানে॥
কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্সর কিন্নরী দেবি সকল।
যায় পলাইয়া পশ্চাতে তাড়িয়া ফিরেন শিব চঞ্চল॥
মনে মনে হাসি হেন কালে আসি নারদ হৈলা সমুখ।
নারদে দেখিয়া সলজ্জ হইয়া হর হৈলা হেটমুখ॥
খুড়া খুড়া কয়ে দণ্ডবত হয়ে কহিছে নারদ হাসি।
দক্ষ গৃহ ছাড়ি হেমন্তের বাড়ি জনমিলা সতী আসি॥
বিবাহ করিয়া তাঁহারে লইয়া আনন্দে কর বিহার।
শুনি শিব কন ওরে বাছাধন ঘটক হও তাহার॥
মুনি কহে দ্রুত সকলি প্রস্তুত বর হয়ে কবে যাবা।
কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর আজি চল মোর বাবা॥
শুনি মুনি কয় এমন কি হয় সর্ব্ব দেব গণে কহ।
প্রায় হয়ে বুড়া ভুলিয়াছ খুড়া দিন দুই স্থির রহ॥
শান্ত হৈলা হর যতেক অমর এলা যথা পশুপতি।
কামের মরণ করিয়া শ্রবণ কান্দিয়া আইলা রতি॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায় অশেষ গুণ সাগর।
তাঁর অভিমত রচিলা ভারত কবিরায় গুণাকর॥

রতিবিলাপ।

পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে রুধির বহিছে ধারে
কাম অঙ্গ ভস্ম লেপে অঙ্গে॥
আলু থালু কেশ বাস ঘন ঘন বহে শ্বাস
সংসার পূরিল হাহাকার।
কোথা গেলা প্রাণনাথ আমারে করহ সাথ
তোমা বিনা সকলি আঁধার॥
তুমি কাম আমি রতি আমি নারী তুমি পতি
দুই অঙ্গ একই পরাণ।
প্রথমে যে প্রীতি ছিল শেষে তাহা না রহিল
পিরীতির এ নহে বিধান॥
যথা যথা যেতে প্রভু মোরে না ছাড়িতে কভু
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
মিছা প্রেম বাড়াইয়া ভাল গেলা ছাড়াইয়া
এখন বুঝিনু মিছা খেলা॥
না দেখিব সে বদন না হেরিব সে নয়ন
না শুনিব সে মধুর বাণী।
আগে মরিবেন স্বামী পশ্চাতে মরিব আমি
এত দিন ইহা নাহি জানি॥
আহা আহা হরি হরি উহু উহু মরি মরি
হায় হায় গোসাঁই গোসাঁই।

হৃদয়েতে দিতে স্থান করিতে কতেক মান
এখন দেখিতে আর নাই ॥
শিব শিব শিব নাম সবে বলে শিবধাম
বামদেব আমার কপালে।
যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে তার দৃষ্টে প্রভু মরে
এমন না দেখি কোন কালে ॥
শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন ॥
অনলে শরীর ঢালি তথাপি রহিল গালি
মদন মরিলে মৈল রতি।
এ দুঃখে হইতে পার উপায় না দেখি আর
মরিলেহ নাহি অব্যাহতি ॥
অরে নিদারুণ প্রাণ কোন পথে পতি যান
আগে যারে পথ দেখাইয়া।
চরণ রাজীবরাজে মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া ॥
অরে রে মলয়বাত তোরে হৌক বজ্রাঘাত
মরে যারে ভ্রমরা কোকিলা।
বসন্ত অল্পায়ু হও বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও
প্রভু বধি সবে পলাইলা ॥
কোথা গেলা সুররাজ মোর মুণ্ডে হানি বাজ
সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম।

অগ্নি কুণ্ড দেহ জ্বালি   আমি তাহে দেহ ঢালি
অন্তকালে কর এই ধর্ম্ম॥
বিরহ সন্তাপ যত   অনলে কি তাপ তত
কত তাপ তপনের তাপে।
ভারত বুঝায়ে কয়   কাঁদিলে কি আর হয়
এই ফল বিরহির শাপে॥

রতির প্রতি দৈববাণী।

অগ্নি কুণ্ড জ্বালি রতি সতী হৈতে চায়।
হইল আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
শুন রতি তনু ত্যাগ না কর এখন।
শুনহ উপায় কহি পাইবে মদন॥
দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার।
কংস বধি করিবেন দ্বারকা বিহার॥
রুক্মিণীরে লইবেন বিবাহ করিয়া।
তাঁর গর্ভে এই কাম জনমিবে গিয়া॥
শম্বর দানব বড় হইবে দুর্জ্জন।
মদনের হাতে তার মৃত্যু নিয়োজন॥
দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে।
লুকাইয়া এই রূপ মায়াবতী নামে॥
কহিবেন শম্বরে নারদ তপোধন।
জন্মিল তোমার শত্রু কৃষ্ণের নন্দন॥
শুনিয়া শম্বর বড় মনে পাবে ভয়।
মায়া করি দ্বারকায় যাবে দুরাশয়॥

মোহনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে।
হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে ॥
মৎস্যে গিলিবেক তারে আহার বলিয়া।
না মরিবে কাম ভবিতব্যের লাগিয়া ॥
সেই মৎস্য জালিয়া ধরিয়া লবে জালে।
ভেট লয়ে দিবেক শম্বর মহীপালে ॥
কুটিবারে সেই মৎস্য দিবেক তোমারে।
তাহাতে পাইবে তুমি কৃষ্ণের কুমারে।
পুত্রবৎ পালিয়া আপন প্রাণনাথ।
মা বলে যদ্যপি তবে কর্ণে দিবে হাত
শেষে তারে সম্মোহন আদি পঞ্চ বাণ।
শিখাইয়া পরিচয় দিয়া দিও জ্ঞান ॥
শম্বরে বধিয়া কাম দ্বারকায় যাবে।
কহিনু উপায় এইরূপে পতি পাবে।
শুনি রতি সাত পাঁচ ভাবনা করিয়া।
নিবায় অনল কুণ্ড রোদন ত্যজিয়া ॥
কামের উদ্দেশে চলে শম্বরের দেশ।
বেশ ভূষা রূপ ছাড়ি ধরি দাসীবেশ ॥
শিবের বিবাহ সবে শুন ইতঃপর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিব বিবাহ যাত্রা।

শিবের বিবাহ পরম উৎসাহ সবে হৈলা যত্নবান।
পরম সন্তোষে দুন্দুভি নির্ঘোষে ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান ॥

নিজগণ লয়ে বর যাত্র হয়ে চলিলা যত অমর।
অপ্সর নাচিছে কিন্নর গাইছে পুলকিত মহেশ্বর॥
ব্রহ্মা পুরোহিত চলিলা ত্বরিত বরকর্ত্তা নারায়ণ।
ইন্দ্রের শাসনে মরুত ভুবনে চলে যত রাজগণ॥
কুবের ভাণ্ডারি যক্ষগণ ভারি নানা আয়োজন সাজি।
বায়ু করি বল আপনি, অনল হইলা আতস বাজি॥
নারদ রসিয়া হাসিয়া হাসিয়া সাজাইতে গেলা বর।
বসি ছিলা হর উঠিলা সত্বর নারদ কহে তৎপর॥
জটাজুটে চূড়া সাপে বান্ধ খুড়া মুকুটে কি দিবে শোভা।
কি কাজ মুক্তায় হাড়ের মালায় কন্যার মা হবে লোভা॥
কস্তুরী কেশরে চন্দনে কি করে ঘন করে মাখ ছাই।
কি করে মণিতে যে শোভা ফণিতে হেন বর কোথা পাই॥
ফুলমালা যত শোভা দিবে কত যে শোভা মুণ্ডের মালে।
কাপড়ে কি শোভা জগমনলোভা যে শোভা বাঘের ছালে
রথ হস্তী আর কি কাজ তোমার যে বুড়া বলদ আছে।
তোমার যে, গুণ কব কোটি গুণ আমি মেনকার কাছে॥
অধিক করিয়া সিদ্ধি মিশাইয়া ধুতুরা খাইতে হবে।
যাবত বিবাহ না হবে নির্ব্বাহ উপবাস তবে সবে॥
এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া হর লয়ে মুনি যায়।
প্রেত ভূতগণ ধায় অগণন আন্ধার কৈল ধূলায়॥
ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ লম্ফ ঝম্প দিয়া চলে।
মহা ধূম ধাম হাঁকে হুম হাম জয় মহাদেব বলে॥
সহজে সবার বিকট আকার সহিতে না পারে আল।
থাবায় থাবায় মসাল নিবায় আন্ধারে শোভিল ভাল॥

করতালী দিয়া বেড়ায় নাচিয়া হাসে হিহি হিহি হিহি।
দন্ত কড়মড়ি করে জড়াজড়ি লক লক লক জিহি॥
করে চড়াচড়ি ধায় রড়ারড়ি কিলাকিলি গণ্ডগোল।
কেকারে আছাড়ে কেকারেপাছাড়ে কে মানে কাহারবোল
তরু উপাড়িয়া গিরি উখাড়িয়া কৈল প্রলয়ের ঝড়।
বরযাত্রগণ লইয়া জীবন পলাইল দিয়া রড়॥
ইন্দ্রাদি পলায় অন্য কেবা তায় দেখিয়া আনন্দ হরে।
আগে ভাগে হরি বিধি সঙ্গে করি গেলা হেমন্তের ঘরে॥
হিমগিরিরাজ করিয়া সমাজ বসি পুরোহিত সাথ।
বলদে চড়িয়া শিঙ্গা বাজাইয়া এলা বর ভূতনাথ॥
যত কন্যা যাত্র দেখিয়া সুপাত্র বলে এ কেমন বর।
বরযাত্রগণে দেখি ভয় মনে না সরে কার উত্তর॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায় অশেষ গুণসাগর।
তার অভিমত রচিলা ভারত কবি রায় গুণাকর॥

শিব বিবাহ।

জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
করবিলসিত নিশিত পরশু অভয় বর কুরঙ্গিয়া॥
লকু লক ফণি জুটবিরাজ তক তক তক রজনিরাজ
ধক ধক ধক দহন সাজ বিমিল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল হুলু হুলু হুলু যোগিনী বোল
কুলু কুলু কুলু ডাকিনীরোল প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া।
ভভম ভবম ববম ভাল ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল
রুদ্র তালে তাল দেয় বেতাল ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গভঙ্গিয়া।

সুরগণ কহে জয় মহেশ পুলকে পুরিল সকল দেশ
ভারত যাচত ভকতিলেশ সরস অবশ অঙ্গিয়া ॥

সভামাঝে হিমালয় পূর্ব্বমুখ হয়ে ।
বসিয়াছে দান সজ্জা বাম দিকে লয়ে ॥
উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন ।
পরস্পর শাস্ত্রকথা কহে ধীরগণ ॥
হেন কালে বর আসি কৈলা অধিষ্ঠান ।
সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান ॥
বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি ।
ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি ॥
কহিতে না পারে দক্ষযজ্ঞ ভাবি মনে ।
ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে ॥
ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া ।
গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া ॥
বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম ।
তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম ॥
কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত ।
হেন কালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত ॥
কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ ।
কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ ॥
হেঁট মুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা ।
বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা ॥
স্মরহর বর বরপিতা পুরহর ।
পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর ।

শিব গোত্র শম্ভু শর্ব্ব শঙ্কর প্রবর।
শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর ॥
এ রূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা।
স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইলা ॥
কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে।
নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে ॥
গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া।
শিবকটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া ॥
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া।
লইয়া নিছনীডালা হুলাহুলি দিয়া ॥
বরের সমুখে মাত্র মেনকা আইলা।
পলাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা ॥
গরুড় হুঙ্কার দিয়া উত্তরিল গিয়া।
মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া ॥
বাঘ ছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর।
এয়ো গণ বলে ওমা এ কেমন বর ॥
মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা ॥
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই ॥
দেখিয়া সকল লোক মসাল নিবায়।
শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায় ॥
লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ।
মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ ॥

শুন এয়ো এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও।
কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও ॥
মেনকা নারদবাক্যে দুনা মনোদুখে।
পলাইতে গোবিন্দের পড়িলা সমুখে ॥
দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায়।
আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায় ॥
ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়।
হাত লাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয় ॥
ও রে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে ॥
বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ।
নারদার কথায় করিল হেন কাজ ॥
ভারত কহিছে আর কি আছে আটক।
কন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক ॥

কন্দল ও শিবনিন্দা।

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো ॥
উমার কেশ চামরছটা তামার শুলা বুড়ার জটা
তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো।
উমার মুখ চাঁদের চূড়া বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া
ছারকপালে ছাইকপালে দেখে পায় ডর লো ॥
উমার গলে মণির হার বুড়ার গলে হাড়ের ভার
কেমন করে ও মা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো।

আমার উমা মেয়ের চূড়া ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো॥
কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥
কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী।
আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকি॥
পাখা নাহি তবু ঢেঁকী উড়িয়া বেড়ায়।
কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায়॥
সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কান্ধে বীণা যন্ত্র।
দাড়ী লড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র॥
আয় রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব।
মেয়ে গুলা মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব॥
বেনা ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া।
এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখ রে আসিয়া॥
ঘুরূলে বাঙাস লয়ে জলের ঘুরূলে।
সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাট এসো চলে॥
এক ঠাই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়।
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয়॥
নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিষ্ফল।
পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল॥
এ বলে উহারে সই ওটা বড় ঠেঁটা।
আর জন বলে সই এই বটে সেটা॥
যেই মাত্র বুড়া বর হইল লেঙ্গটা।
আই মা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা॥

সে বলে লো বটে বটে আমি বড় ঠেঁটা।
গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা॥
তার সই বলে থাক জানি লো উহারে।
পথিকেরে ভুলাইয়া আনে আঁখি ঠারে॥
ইহার হইয়া কহে উহার মকর।
গোবিন্দেরে দেখিয়াছে এ বড় পামর॥
চারিমুখা রাঙ্গাটা বরের ভাই হেন।
তার দিকে তোর দিদী চেয়ে রৈল কেন॥
সে বলে নাকানী আলো না জান আপনা।
চাঁদে দেখি দেখিয়াছি তোর সতীপনা॥
এই রূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি।
ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি॥
দাঁড়াইয়া পিঁড়ায় হাসেন পশুপতি।
হেটমুখে মৃদু মন্দ হাসেন পার্ব্বতী॥
হর হর বলিয়া ডাকিছে ভূত প্রেত।
হরিষ বিষাদে হিমালয় জ্ঞানহত॥
ভূতভয়ে এয়োগণ নীরব রহিছে।
ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে॥
আহা মরি ও মা উমা সোণার পুতুল।
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥
পায়ে পড়ে আমার উমার কেশ পাশ।
বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ॥
আমার উমার দন্ত মুকুতাগঞ্জন।
বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥

উমার বদন চাঁদে পরকাশে রাকা।
বুড়ার বিকট মুখে দাড়ী গোঁফ পাকা॥
কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন।
ছাই মাখে অঙ্গে বুড়া এ কি অলক্ষণ॥
উমার গলায় জাতী মালতীর মালা।
বুড়ার গলায় হাড়মালা এ কি জ্বালা॥
বিচিত্র বসন উমা পরে কত রঙ্গে।
বাঘছাল পরে বুড়া আঁত উঠে গন্ধে॥
উমার রতনকাঞ্চী ভ্রমর গুঞ্জরে।
বুড়ার কোমরবন্ধ ফণী ফোঁস ধরে॥
নিছনি করিতে গেনু লয়ে তৈল কুড়।
সাপে খেয়ে ছিল প্রায় বাঁচালে গরুড়॥
আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাঁই আছে।
কেমনে উলঙ্গ হৈল শাশুড়ীর কাছে॥
আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজ্জায়।
কপালে আগুন তার আলো করে তায়॥
আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে।
সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে॥
বরযাত্র প্রেত ভূত দাঁড়াইয়া মূতে।
ভাগ্যবলে এয়োগণে না পাইল ভূতে॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
দক্ষযজ্ঞ মনে করি নিন্দহ শঙ্কর॥

শিবের মোহন বেশ।

আমার শঙ্কর করুণাকর গো।
নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর ॥
কালকুট পিয়া বিশ্ব বাঁচাইয়া মৃত্যুঞ্জয় হৈলা হর।
কপালে অনল শিরে গঙ্গাজল অনলে জলে সোঁসর ॥
ভালে সুধাকর গলে বিষভর সুধা বিষে বরাবর।
ভারত কহিছে মোরে না সহিছে এ শিবে নিন্দে পামর ॥
শিবনিন্দা করিয়া মেনকা যত কহে।
দক্ষেরে হইল মনে উমারে না সহে ॥
যে দুঃখে দক্ষের ঘরে ত্যজিলাম কায়।
এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায় ॥
হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই ॥
কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ।
কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ ॥
মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়।
মনোহর বর হরে দেখিবারে পায় ॥
জটাজূট মুকুট দেখিলা ফনি মনি।
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণি ॥
ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ।
মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ ॥
হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই।
মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই ॥

এই রূপে হরগৌরীবিবাহ হইল।
হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল॥
কুতূহলে হুলাহুলি দেয় এয়োগণ।
ঋষিগণ বেদগানে পূরিল ভুবন॥
কিন্নর করয়ে গান নাচয়ে অপ্সর।
অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর॥
উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস।
বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেলা নিজ বাস॥
নিত্যসখী আসি জয়া বিজয়া মিলিল।
ডাকিনী যোগিনী আদি যে যেখানে ছিল॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

সিদ্ধিঘোটন।

বড় আনন্দ উদয়।
বহু দিনে ভগবতী আইলা আলয়॥
শঙ্খ ঘণ্টা রব মহামহোৎসব ত্রিভুবনে জয় জয়॥
নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক রাগ তাল মান লয়॥
যত চরাচর হরিষ অন্তর পরমআনন্দময়॥
রায় গুণাকর কহে পুটকর মোরে যেন দয়া হয়॥
উমা পেয়ে মহেশের বাড়িল আনন্দ।
নন্দিরে কহেন কথা হাসি মৃদু মন্দ॥
শুন শুন অরে নন্দি তুমি বড় ভক্ত।
সিদ্ধি ঘুটি দিতে মোরে তুমি বড় শক্ত॥

এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই।
বুদ্ধি হারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই॥
ফাঁফর হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো।
ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হৈনু ভেকো॥
নূতন ঘোটনা কুঁড়া দিয়াছে বিশাই।
আজি বড় শুভ দিন বার কর তাই॥
এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর।
সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার॥
যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া।
ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া॥
তদবধি গৃহ শূন্য সিদ্ধি নাহি জানি।
আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি॥
অল্প করি সিদ্ধি লহ মন লক্ষ বার।
ধুতূরার ফল তাহে যত দিতে পার॥
মহুরী মরীচ লঙ্গ প্রভৃতি মসলা।
অধিক করিয়া দিয়া করহ রসলা॥
দুগ্ধ দিয়া ঘন করি ঘুরাও ঘোটনা।
দুধ কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা॥
ভৃঙ্গী মহাকাল ভূত ভৈরবাদি যত।
সকলে প্রসাদ পাবে ঘোট তারি মত॥
শুনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে।
নূতন ঘোটনা কুঁড়া আনিল যতনে॥
বাছিয়া সিদ্ধির রাশি উড়াইয়া গুঁড়া।
ধুইয়া গঙ্গার জলে পূর্ণ কৈল কুঁড়া॥

দুই হাতে ঘোটনা দুপায়ে কুঁড়া ধরি।
ত্রিপুরমর্দ্দন নাম মনে মনে স্মরি॥
তাকে পাকে ঘোঁটনায় আরম্ভিলা পাক।
ঘর্ঘর ঘুরান ঘোর ঘন ঘন ডাক॥
রাশি রাশি তাল তাল পর্ব্বতপ্রমাণ।
গঙ্গাজলে ঘুলি কৈল সমুদ্র সমান॥
সিদ্ধি ঘোটা হৈল হর হাসেন হরিষে।
বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাকিবেন কিসে॥
হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল।
ভারত কহিছে আর ছাকিয়া কি ফল॥

সিদ্ধি ভক্ষণ।

মহাদেবের আঁখি ঢুলু ঢুল।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হৈল ভুল॥
নয়নে ধরিল রঙ্গ অলসে অবশ অঙ্গ
লট পট জটাজূট গঙ্গা হুল থুল॥
খসিল বাঘের ছাল আলু থালু হাড়মাল
ভুলিল ডমরু শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল॥
হাসি হাসি উতরোল আধ আধ আধ বোল
ন ম নন্দি নন্দি আ আ আন ম নকুল॥
ভারতের অনুভবে ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে
ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরাকুল॥
সিদ্ধি ঘুটি আনি নন্দী অন্তরে দাঁড়ায়।
বেতাল ভৈরব গণ নাচিয়া বেড়ায়॥

সমুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন।
বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন॥
অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্র ভাগ লয়ে।
ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে॥
ছোয়াইয়া চক্ষে মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ।
একই নিশ্বাসে পিয়া করিলা নিঃশেষ॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া বসে মগন হইয়া।
আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া॥
নকুল করিব কি রে কহেন নন্দিরে।
ভৃঙ্গী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে॥
তাল বলে আজি ঘরে মাতা উপস্থিত।
মেনকা মেলানী ভার দিয়াছে কিঞ্চিত॥
হাসিয়া কহেন হর ভালা মোর ভাই।
বড় কথা মনে কৈলি আন দেখি তাই॥
অসঙ্খ্য মেলানী ভার নকুলে উড়িল।
সহচর গণ সবে ভাবিতে লাগিল॥
শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ডাকাও।
সকলে সিদ্ধির শেষ পরসাদ পাও॥
সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিত্ কিঞ্চিত।
সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত॥
আজ্ঞামত পূর্ণ করি সকলে পাইলা।
নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা॥
ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ।
অগো মাতা তোমার মায়ের দেখ কাজ॥

এমন মেল্লানীভার দিল আই বুড়ী।
জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি॥
আমরা নকুল করি এমন কি আছে।
তুমি আজ্ঞা দিলে যাই মেনকার কাছে॥
হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা সব।
তোমা সবাকার কেবা সহে উপদ্রব॥
আই বলি যাহ যদি মোর মার ঠাই।
যে বুঝি তাঁহার চালে খড় রবে নাই॥
তোমরা আমার মায়ে কি দোষ পাইলে।
ফুরাইবে নাহি দ্রব্য বৎসর খাইলে॥
কে বলে মেলানীভারে নাহি আয়োজন।
আন রে মেলানীভার দেখিব কেমন॥
মায়া কৈলা মহামায়া মায়ের কারণ।
পূরিল মেলানীভার পূর্ব্বের যেমন॥
দেখিয়া সানন্দ ভূত ভৈরব সকল।
খাইতে লাগিল সবে মহাকুতুহল॥
জয় জয় হর গৌরি বলিয়া বলিয়া।
নাচিয়া বেড়ায় সবে করতালি দিয়া॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরগৌরীর কথোপকথন।

আমারে ছাড়িও না। ভবানি।
সুশীলা হইয়া শিলায় জন্মিয়া শিলাময় হিয়া হইও না।

এবারপাথারে ফেলিয়া আমারে দোষ ধারেবারে লইও না
শিশুগণ মিলা যেন খেলা দিলা তেমন এখানে খেলিও না
তবমায়াছান্দে বিশ্বপড়িকান্দে ভারতে এফেরে ফেলিও না

আনন্দ সাগরে হর মগন হইলা।
বিনয়ে দেবীর প্রতি কহিতে লাগিলা॥
তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বসার।
কৃপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার॥
দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি।
এত দিন ছিলা গিয়া হেমন্তের বাড়ি॥
ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আরবার।
সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর॥
হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই।
শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই॥
অঙ্গে অঙ্গে তোমার আমার অঙ্গে অঙ্গে।
হরগৌরী এক তনু হয়ে থাকি রঙ্গে॥
হাসিয়া কহেন দেবী এমন কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে।
তার সাক্ষী মৃতপতিসঙ্গে পুড়ে মরে॥
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥

নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥
শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া সরম।
তোমার সহিত নহে এমন মরম॥
তোমার শরীর আমি মাথায় করিয়া।
দেখিয়াছ ফিরিয়াছি পৃথিবী ঘুরিয়া॥
চক্র করি চক্রপাণি চক্রেতে কাটিয়া।
মোর মাথা হৈতে তোমা দিলা ছাড়াইয়া॥
অঙ্গ প্রতিঅঙ্গ তব পড়িল যেখানে।
ভৈরব হইয়া আমি রয়েছি সেখানে॥
তবে মোরে হেন কথা কহ কি লাগিয়া।
আরবার যাবে বুঝি আমারে ছাড়িয়া॥
শুনিয়া কহেন দেবী সহাসবদনে।
সমভাবে দোহে এক হইবে কেমনে॥
পাঁচ মুখ তোমার আমার এক মুখ।
সমভাগে অর্দ্ধভাগে তুমি পাবে দুখ॥
দশ হাত তোমার আমার দুটি হাত।
সমভাগে অর্দ্ধভাগে হইবে উৎপাত॥
শঙ্কর কহেন শুন পূর্ব্ব সমাচার।
এক মুখ দুই হাত আছিল আমার॥
ঊর্দ্ধ মুখে আগমে তোমার গুণ গাই।
দুই ভুজ ঊর্দ্ধ করি তোমারে ধেয়াই॥
চারি বেদে তব গুণ গান করিবারে।
চারি মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে॥

চারি তাল ধরিতে অধিক আট হাত।
দিয়াছ আপনি পূর্ব্বে নিন্দহ পশ্চাত॥
এত বলি একমুখ দ্বিভুজ হইলা।
সাক্ষি করি এক মুখ রুদ্রাক্ষে রাখিলা॥
হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান।
হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন॥
দুই জনে সহাস বদনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে॥
এই রূপে হরগৌরী করেন বিহার।
গজানন ষড়ানন হইলকুমার॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরগৌরী রূপ।

কি এ নিরুপম শোভা মনোরম হরগৌরী একশরীরে॥
শ্বেতপীত কায় রাঙ্গা দুটি পায় নিছনি লইয়া মরি রে॥
আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে আধপটাম্বর সুন্দর সাজে
আধ মণিময়কিঙ্কিণী বাজে আধ ফণিফণা ধরি রে॥
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা আধমণিময়হার উজালা
আধ গলে শোভে গরল কালা আধই সুধামাধুরি রে॥
এক হাতে শোভে ফণিভূষণ একহাতে শোভে মণিকঙ্কণ
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ আধই তাম্বূল পূরি রে॥
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন আধই সিন্দূর পরি রে॥

কপাল লোচন আধই আধে মিলন হইল বড়ই সাধে
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে হইল প্রণয় করি রে ॥
দোঁহার আধ আধ আধশশী শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি
আধ জটাজূট গঙ্গা সরসী আধই চারু কবরী রে ॥
এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল এক কাণে শোভে মণিকুণ্ডল
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল আধই গন্ধকস্তূরী রে ॥
ভারত কবি গুণাকর রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়
হরগৌরী বিয়া হইল সায় সবে বল হরি হরি রে ॥

ইতি শনিবারের নিশাপালা।

কৈলাসবর্ণন।

কৈলাস ভূধর অতিমনোহর কোটি শশি পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর অপ্সর গণের বাস ॥
রজনী বাসর মাস সংবৎসর দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ কিছু নাহি ভেদ সুখ দুঃখ একাকার ॥
তরু নানাজাতি লতা নানাভাতি ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ নানা পশু সুশোভিত ॥
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে মুনির মানস হরে ॥
মৃগ পালে পাল শার্দ্দুল রাখাল কেশরী হস্তিরাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে ইন্দূরে পোষে বিড়াল ॥
সবে পিয়ে সুধা নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক সার অসারসংসারে ॥

সম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম কর্ম্মাকর্ম্ম শত্রু মিত্র সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাঁই কেবল সুখের মূল॥
চৌদিকে দুস্তর সুধার সাগর কল্পতরু সারি সারি।
মণিবেদীপরে চিন্তামণি ঘরে বসি গৌরী ত্রিপুরারি॥
শিব শক্তি মেলা নানা রসে খেলা দিগম্বরী দিগম্বর।
বিহার যে সব সে সব কি কব বিধি বিষ্ণু অগোচর॥
নন্দী দ্বারপাল ভৈরব বেতাল কার্ত্তিকেয় গণপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ গণিতে কার শকতি॥
এক দিন হর ক্ষুধায় কাতর গৌরীরে কহিলা হাসি।
ভারত ব্রাহ্মণ কয়ে নিবেদন দয়া কর কাশীবাসি॥

হরগৌরীর বিবাদসূচনা।

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে॥
বিধি যার বিবাদী কি সাধ তার সাধে॥
এ বড় বিষম ধন্দ যত করি ছন্দ বন্দ
ভাল ভাবি হয় মন্দ পড়িনু প্রমাদে॥
ধর্ম্মে জানি সুখ হয় তবু মন নাহি লয়
অধর্ম্মে বিবিধ ভয় তবু তাই স্বাদে॥
মিছা দারা সুত লয়ে মিছা সুখে সুখী হয়ে
যে রহে আপনা কয়ে সে মজে বিষাদে॥
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের আর সব মিছা ফের
ভারত পেয়েছে টের গুরুর প্রসাদে॥
শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥

নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই ॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে ॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল ॥
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল ॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ ॥
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারি ॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী ॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥
কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর।
খাইতে না পানু কভু পূরিয়া উদর ॥
আর আর গৃহির গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামির সেবন করে তারা ॥
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায় ॥
পরম্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥
এই রূপে দুই জনে বাড়িছে বাক্ছল।
ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল ॥

হরগৌরীকন্দল।

কেবা এমন ঘরে থাকিবে। জয়া।
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে॥
আপনি মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই
কেবা বালাই ছাই মাখিবে॥
দামাল ছাবাল দুটি অন্ন চাহে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে॥
বিষ পানে নাহি ভয় কথা কৈতে ভয় হয়
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে॥
মা বাপ পাষাণ হিয়া হেন ঘরে দিল বিয়া
ভারত এ দুখে ঘর ছাড়িবে॥
শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।
ধক ধক জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে॥
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল-কথাসিন্দুকের কুঁজি॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥

আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন ॥
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয় ॥
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই ॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে ॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু ॥
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ ॥
উহাঁর ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা ॥
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান ॥
ভিক্ষা মাগি খুদ কোণ যে পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দূরে করে কাটুর কুটুর ॥
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায় ॥
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে ॥

শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥
ভারত কহিছে মা গো কত বল আর।
শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার॥

শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ।

ভবানীর কটুভাষে লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে
 ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
 বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥
হেটমুখে পঞ্চানন নন্দিরে ডাকিয়া কন
 বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।
আন শিঙ্গা হাড়মাল ডমরু বাঘের ছাল
 বিভূতি লেপিয়া দেহ গায়॥
আন রে ত্রিশূল ঝুলি প্রমথ সকল গুলি
 যত গুলি ধুতুরার ফল।
থলি ভরা সিদ্ধিগুঁড়া লহ রে ঘোটনা কুঁড়া
 জটায় আছয়ে গঙ্গাজল॥
ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
 অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জিয়ন্তে মরা
 তাহারে উচিত বনবাস॥
বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
 চাসবাস বাণিজ্যব্যাপার।

সকলে নির্গুণ কয় ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়
নাম মাত্র রহিয়াছে সার॥
যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষবর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া॥
শিবের দেখিয়া গতি শিবা কন ক্রোধমতি
কি করিব একা ঘরে রয়ে।
বৃথা কেন দুঃখ পাই বাপের মন্দিরে যাই
গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে॥
যে ঘরে গৃহস্থ হেন সে ঘরে গৃহিণী কেন
নাহি ঘরে সদা খাই খাই।
কি করে গৃহিণীপনে খন খন ঝন ঝনে
আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই॥
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাস
রাজসেবা কত খচ মচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত সকলের এই মত
ভিক্ষামাগা নৈব চ নৈব চ॥
হইয়া বিরসমন লয়ে গুহ গজানন
হিমালয়ে চলিলা অভয়া।
ভারত বিনয়ে কয় এমন উচিত নয়
নিষেধ করিয়া কহে জয়া॥

জয়ার উপদেশ।

কহে সখী জয়া শুনগো অভয়া এ কি কর ঠাকুরালি।
ক্রোধে করি ভর যাবে বাপ ঘর খেয়াতি হবে কাঙ্গালি॥
মিছা ক্রোধ করি আপনা পাসরি কি কর ছাবাল খেলা।
সুখমোক্ষ ধাম অন্নপূর্ণা নাম সংসারসাগরভেলা॥
অন্নপূর্ণা হয়ে অন্ন দেহ কয়ে দাঁড়াবে কাহার কাছে।
দেখিয়া কাঙ্গালি সবে দিবে গালি রহিতে না দিবে নাছে
জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া
যা বলি তা কর নিজ মূর্ত্তি ধর বস অন্নপূর্ণা হয়ে।
কৈলাসশিখর অন্নে পূর্ণ কর জগতের অন্ন লয়ে॥
তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে যত যত অন্ন আছে।
কটাক্ষ করিয়া আনহ হরিয়া রাখ আপনার কাছে॥
কমল আসন আদি দেবগণ কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ।
কমলা প্রভৃতি যতেক প্রকৃতি এই স্থানে দেহ ভক্ষ॥
ফিরি ঘরে ঘর হইয়া ফাঁফর কোথাও না পেয়ে অন্ন।
আপনি শঙ্কর আসিবেন ঘর হইয়া অতিবিষণ্ণ॥
অন্ন দিয়া তাঁরে সকল সংসারে আপনা প্রকাশ কর।
প্রকাশিয়া তন্ত্রে অন্নপূর্ণামন্ত্রে লোকের যন্ত্রণা হর॥
তিন ভূমণ্ডলে পূজিবে সকলে চৈত্রশুক্লঅষ্টমীতে।
দ্বিতীয়া অন্বিত অষ্টাহ সঙ্গীত বিসর্জ্জন নবমীতে॥
পূজিবে যে জনে তাহার ভবনে হইবে লক্ষ্মী অচলা।
আর যত আছে সব হবে পাছে কহিবে অষ্টমঙ্গলা॥

কৃষ্ণচন্দ্রভূপ দেবীপুত্ররূপ অন্নপূর্ণা ব্রতদাস।
ভারত ব্রাহ্মণ কহে সুবচন অন্নদা পুরাও আশ॥

অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধারণ।

অন্নপূর্ণা জয় জয়। দূর কর ভবভয়॥
তুমি সর্ব্বময় তোমা হৈতে হয় সৃজন পালন লয়॥
কত মায়া কর কত কায়া ধর বেদের গোচর নয়॥
বিধি হরি হর আদি চরাচর কটাক্ষেতে কত হয়॥
ছাড় ছায়া মায়া দেহ পদ ছায়া ভারত বিনয়ে কয়॥
জয়ার বচনে দেবী মানিয়া প্রবোধ।
বসিলেন হাস্যমুখী দূরে গেল ক্রোধ॥
বিশাই বিশাই বলি করিলা স্মরণ।
জোড়হাতে বিশ্বকর্ম্মা দিলা দরশন॥
শুন রে বিশাই বাছা লহ মোর পান।
পানপাত্র হাতা দেহ করিয়া নির্ম্মাণ॥
মর্ম্ম বুঝি বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞা পাবামাত্র।
রতননির্ম্মিত দিল হাতা পানপাত্র॥
রতনমুকুট দিল নানা অলঙ্কার।
অমূল্য কাঁচুলী শাড়ী উড়নী যে আর॥
বসিবারে মণিময় দিলা কোকনদ।
আশিষ করিলা মাতা হও নিরাপদ॥
মায়া কৈলা মহামায়া কহিতে কে পারে
হরিলা যতেক অন্ন আছিল সংসারে॥

কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি নারায়ণ।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি পদ্মাসন॥
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি মৃত্যুঞ্জয়।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি হরিহয়॥
দেব দেবী ভুজঙ্গ কিন্নর আদি যত।
সৃষ্টি কৈলা কোটি কোটি কোটি কোটি শত॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইল এক ঠাঁই।
কেমন হইল যেন মনে আসে নাই॥
অন্নের পর্ব্বত পরমান্নসরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি সাগর সাগর॥
কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায়।
কোলাহল গণ্ডগোল কহা নাহি যায়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কলরব এক ঠাঁই।
জয় জয় অন্নপূর্ণা বিনা শব্দ নাই॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণীঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের ভিক্ষাযাত্রা।

ওথায় ত্রিলোকনাথ বসন্দ চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান॥
ববম্ ববম্ বম ঘন বাজে গাল।
ভভম্ ভভম্ ভম শিঙ্গা বাজে ভাল॥

ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে।
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে॥
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥
আর আর দিন তাহে হাসেন গোসাঁই।
ও দিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই॥
চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী॥
এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব॥
কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল॥

কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া॥
আজি মেনে ফিরে মাগ শঙ্কর ভিখারি।
কালি আস দিব অন্ন আজিত না পারি॥
এই রূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘর ঘর।
অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর॥
ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মীনারায়ণ॥
আস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর।
ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাঁফর॥

শিবপ্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ।

কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি।
কহিতে না বাক্য সরে অন্ন নাহি মোর ঘরে
আজি বড় দৈবের দুর্গতি॥
আমি লক্ষ্মী সর্ব্বঠাঁই মোর ঘরে অন্ন নাই
ইহাতে প্রত্যয় কেবা করে।
শুনিয়া শঙ্কর কন" ফিরিলাম ত্রিভুবন
এই কথা সকলের ঘরে॥
গুমান হইল গুঁড়া না মিলিল খুদ কুঁড়া
ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া।
হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুখায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া॥

লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই আর যাব কার ঠাঁই
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই।
গলে সাপ বান্ধি চাই তবু অন্ন নাহি পাই
কপালে দিলেক বিধি ছাই॥
কত সাপ আছে গায় হাঁভাতেরে নাহি খায়
গলে বিষ সেহ নাহি বধে।
কপালে অনলজ্বলে সেহ না পোড়ায় বলে
না জানি মরিব কি ঔষধে॥
ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাদ।
যার নারী সুতা সুত সদা অন্নকষ্টযুত
সর্ব্বদা তাহার অবসাদ॥
দেখিয়া শিবের খেদ লক্ষ্মী কয়েদিলা ভেদ
কেন শিব করহ বিষাদ।
অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কান্দে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ॥
গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্ন লয়ে
কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা।
যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে সকলি তাঁহার কাছে
তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা॥
আমার যুকতি ধর কৈলাসে গমন কর
আমি আদি সকলি সেখানে।
তোমারে কবার তরে আমি আছিলাম ঘরে
এই আমি যাই সেইখানে॥

এত বলি হরিপ্রিয়া কৈলাসে রহিলা গিয়া
শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া।
দেখি অন্নদার ক্রীড়া শিবের হইল ব্রীড়া
তত্ত্ব কিছু না পান ভাবিয়া॥
কত কোটি হরি হর পদ্মাসন পুরন্দর
কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলিত।
সুখে নানা রস খায় স্তুতি পড়ে নাচে গায়
দেখি শিব হইলা মোহিত॥
দেখি কোটি কোটি হরে স্থাণু স্থাণু হৈলা ডরে
অন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়া।
ভারতের উপরোধে বিসর্জ্জন দিয়া ক্রোধে
অন্ন দিলা নিকটে আনিয়া॥

শিবে অন্ন দান।

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন। অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন॥
কারণঅমৃত পূরিত করি। রত্নপানপাত্র দিলা ঈশ্বরী॥
সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা। পরশেন হরে হরিষে মাতা॥
পঞ্চ মুখে শিব খাবেন কত। পূরেন উদর সাদের মত॥
পায়সপয়োধি সপসপিয়া। পিষ্টকপর্ব্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চূষ্য চূষিয়া। কচরজচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া। চুমুকে চকচক পেয় পিয়া॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া। নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে। নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে॥
লটপট জটা লপটে পায়। ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥

গর গর গর গরজে ফণী। দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
ধক ধক ধক ভালে অনল। তর তর তর চাঁদমণ্ডল॥
সর সর সরে বাঘের ছালি। দলমল দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়েতাল। তাতাথেইথেইবলে বেতাল
ববম ববম বাজয়ে গাল। ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল॥
ভভম ভভম বাজয়ে শিঙ্গা। মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা।
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চমতালে। নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে
নাটক দেখিয়া শিবঠাকুর। হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥
অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে। ভারত ভুলিল ভবের নাচে॥

অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য।

জয় জগদীশ্বর জয় জগদম্বে।
ভব ভবরাণী ভবঅবলম্বে॥
শিব শিবকায়া হর হরজায়া
পরিহর মায়া অব অবিলম্বে॥
যদি কর মমতা হত হয় যমতা
দিবি ভুবি সমতা গুহহেরম্বে॥
তব জন সেবা সুরপতি কেবা
যম দেই সেবা শিরপরিলম্বে॥
ভবজল তরণে রাখহ চরণে
ভারত চরণে করি কাদম্বে॥
এইরূপে অন্নপূর্ণা আপনা প্রকাশি।
হরিলা যতেক মায়া মহামায়া হাসি॥

বসিলা গিরিশ গৌরী কৌতুক অশেষ।
সম্মুখে করেন ক্রীড়া কার্ত্তিক গণেশ॥
দু দিকে বিজয়া জয়া নন্দী দ্বারপাল।
ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল॥
অন্নপূর্ণামহিমা দেখিয়া মহেশ্বর।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র বহুতর॥
উপাসনা পূজা ধ্যান কবচ সাধন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিযোজন॥
বিস্তর অন্নদাকল্পে অল্পে কব কত।
কিঞ্চিত কহিনু নিজ বুদ্ধিশুদ্ধিমত॥
যে জন করয়ে অন্নপূর্ণা উপাসনা।
বিধি হরি হর তার করয়ে মাননা॥
ইহলোকে নানা ভোগ করে সেই জন।
পরলোকে মোক্ষ পায় শিবের লিখন॥
অন্নপূর্ণা মহামায়া মহাবিদ্যামাজ।
যার বরে স্বর্গে লক্ষ্মী ইন্দ্র দেবরাজ॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব যার করি উপাসনা।
বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব যার করিয়া মাননা॥
শিবের শিবত্ব যার উপাসনা ফলে।
নিগম আগমে যারে আদ্যা শক্তি বলে॥
দয়া কর দয়াময়ী দানবদমনী।
দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী দারিদ্র্যদলনী॥
হৈমবতী হরপ্রিয়া হেরম্বজননী।
হেমহীরাহারময়ী হিরণ্যবরণী॥

হইল নন্দের সুতা হরিসহায়িনী।
হেরি হাহাকার হর হরিণহেরিণী॥
কামরিপুকামিনী কামদা কামেশ্বরী।
করুণা কটাক্ষ কর কিছু কৃপা করি॥
রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল॥
গায়নে বায়নে মা গো মাগি এই বর।
অন্নে পূর্ণ কর ঘর গলে দেহ স্বর॥
শুনিতে মঙ্গল তব যার ভক্তি হয়।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার স্থির যেন রয়॥
কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি রবিবারের দিবাপালা।

শিবের কাশী বিষয়ক চিন্তা।

পুণ্যভূমি বারাণসী বেষ্টিত বরুণা অসি
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত।
আনন্দকানন নাম কেবল কৈবল্যধাম
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত॥
বাপী যাহে জ্ঞানবাপী নামে মোক্ষ পায় পাপী
মহিমা কহিতে কেবা পারে।
মণিকর্ণি পুষ্করিণী মোক্ষপদবিধায়িনী
সার বস্তু অসারসংসারে॥

দশাশ্বমেধের ঘাট চৌষট্টিযোগিনীপাট
নানা স্থানে নানা মহাস্থান।
তীর্থ তিন কোটি সাড়ে এক ক্ষণ নাহি ছাড়ে
সকল দেবের অধিষ্ঠান॥
মহেশের রাজধানী দুর্গা যাহে মহারাণী
যাহে কালভৈরব প্রহরী।
শমনের অধিকার না হয় স্মরণে যার
ভবসিন্ধু তরিবার তরি॥
যাহে জীব ত্যজি জীব সেইক্ষণে হয় শিব
পুন নহে জঠরযাতনা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দনুজ মনুজ রক্ষ
সবে যার করয়ে কামনা॥
শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত যাহে সদা অধিষ্ঠিত
তাহাতে প্রধান বিশ্বেশ্বর।
যত যত যশোধাম প্রকাশি আপন নাম
শিবলিঙ্গ স্থাপিলা বিস্তর॥
দেবতা কিন্নর নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর
তপস্যা করয়ে মোক্ষআশে।
দেখিয়া কাশীর শোভা মহেশের মনলোভা
বিহরেন ছাড়িয়া কৈলাসে॥
সর্ব্বসুখময় ঠাই সবে মাত্র অন্ন নাই
দেখিয়া ভাবেন সদাশিব।
অনেকের হৈল বাস সকলের অন্নআশ
কিপ্রকারে অন্ন যোগাইব॥

আপন আহার বিষ ধ্যানে যায় অহর্নিশ
অন্ন সনে নাহি দরশন।
এখানে বসিবে যারা অন্নজীবী হবে তারা
অন্ন বিনা না রবে জীবন॥
এত ভাবি ত্রিলোচন সমাধিতে দিয়া মন
বসিলেন চিন্তাযুক্ত হয়ে।
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠানে অন্নে পূর্ণ কর স্থানে
ভারত দিলেন যুক্তি কয়ে॥

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি।

ভব ভাবি চিত্তে পুরী নির্ম্মাইতে বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান
বিশ্বকর্ম্মা আসি প্রবেশিলা কাশী জোড়হাতে সাবধান॥
বিশ্বকর্ম্মে হর কহিলা বিস্তর শুন রে বাছা বিশাই।
অন্নপূর্ণা আসি বসিবেন কাশী দেউল দেহ বনাই॥
বিশ্বকর্ম্মা শুনি নিজ পুণ্য গুণি দেউল কৈলা নির্ম্মাণ।
অন্নদা মূরতি নিরুপম অতি নিরমায় সাবধান॥
রতন দেউল ভুবনে অতুল কোটি রবি পরকাশ।
বিবিধ বন্ধান অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ দেখি সুখী কৃত্তিবাস॥
দেউল ভিতরে মণিবেদীপরে চিন্তামণির প্রতিমা।
চতুর্ব্বর্গপ্রদা গড়িল অন্নদা অনন্ত নামমহিমা॥
মণিময়চ্ছদ গড়ে কোকনদ অরুণকিরণশোভা।
ভুবন মণ্ডল করয়ে উজ্জ্বল মহেশের মনোলোভা॥
তাহার উপরি পদ্মাসন করি অন্নদামূরতি গড়ে।
পদতল রঙ্গে দেখি অষ্ট অঙ্গে অরুণ চরণে পড়ে॥

অতি নিরমল চরণ যুগল সুশোভিত নখ ছাঁদে।
দিনে দিনে ক্ষীণ কলঙ্কে মলিন কত শোভা হবে চাঁদে॥
মণিকরিকর ঊরু মনোহর নিতম্বে রত্নকিঙ্কিণী।
ত্রিবলীর ভঙ্গে অনঙ্গের অঙ্গে বান্ধি রাখে মাজা ক্ষীণি॥
সুখসরোবর নাভি মনোহর মদনসফরীধাম।
কামের কুন্তল অতি সুকোমল রোমাবলী অভিরাম॥
স্বয়ম্ভূ শঙ্কর উচ কুচবর সুধাসিন্ধু বিম্বরাজে।
রতনকমল মৃণাল কোমল সুবলিত ভুজ সাজে॥
কারণ অমৃত পলান্ন সঘৃত পানপাত্র হাতা শোভে।
সমুখে শঙ্কর নাচেন সুন্দর অন্ন খেয়ে অন্নলোভে॥
কোটি সুধাকর বদন সুন্দর রতন মুকুট শিরে।
অর্দ্ধশশী ভালে কেশ মল্লীমালে অলি মধুলোভে ফিরে॥
অন্নদা মূরতি দেখি পশুপতি বিশাইরে দিলা বর।
কৃষ্ণচন্দ্র মত রচিলা ভারত কবি রায় গুণাকর॥

অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মাণ।

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিল।
চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্ম্মাইল॥
সমুখে করিলা সরোবর মনোহর।
মাণিকে বান্ধিলা ঘাট দেখিতে সুন্দর॥
সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণিগণ।
দিয়া কৈল চারি পাড় অতি সুশোভন॥
তুলিল পাতালগঙ্গা ভোগবতীজল।
সুশীতল সুবাসিত গভীর নির্ম্মল॥

গড়িল স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ।
প্রবালে গড়িল ঠোঁট সুরঙ্গ চরণ॥
সূর্য্যকান্তমণি দিয়া গড়িল কমল।
চন্দ্রকান্তমণি দিয়া গড়িল উৎপল॥
নীলমণি দিয়া গড়ে মধুকর পাঁতি।
নানা পক্ষি জলচর গড়ে নানা ভাঁতি॥
ডাহুকা ডাহুকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারসা সারসী গড়ে বক বকীগণ॥
তিত্তিরী তিত্তিরা পানিকাক পানিকাকী।
কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী॥
কাদাখোঁচা দলপিপী কামি কোড়া কঙ্ক।
পানিতর বেণেবউ গড়ে মৎস্যরঙ্ক॥
হাঙ্গর কুম্ভীর গড়ে শুশুক মকর।
নানা জাতি মৎস্য গড়ে নানা জলচর॥
চীতল ভেকুট কই কাতল মৃগাল।
বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল॥
পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা।
গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা॥
মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই।
কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই॥
শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোণা।
চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটী চান্দাগুঁড়া সোণা॥
গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।
খরশুলা তপসিয়া পাঙ্গাস ইলিশা॥

চারি পাড়ে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মায় উদ্যান।
নানা জাতি বৃক্ষ গড়ে সুন্দর বন্ধান ॥
অশোক কিংশুক চাঁপা পুন্নাগ কেশর।
করবীর গন্ধরাজ বকুল টগর ॥
শেহলী পীয়লী দোনা পাকল রঙ্গন।
মালতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন ॥
জবা জূতী জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন।
চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি অতিসুশোভন ॥
কনকচম্পক ভূমিচম্পক কেতকী।
চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী ॥
কদম্ব বাকস বক কৃষ্ণকেলি কুন্দ।
পারিজাত মধুমল্লী ঝিঁটী মুচকুন্দ ॥
আম জাম নারিকেল জামীর কাঁটাল।
খাজূর গুবাক শাল পিয়াল তমাল ॥
হিজোল তেঁতুল তাল বিল্ব আমলকী।
পাকুড় অশ্বথ বট বালা হরীতকী ॥
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ ফুলফলধর।
তার শোভা হেতু গড়ে বিহঙ্গ বিস্তর ॥
ময়না শালিক টিয়া তোতা কাকাতুয়া।
চাতক চকোর সুরী তুরী রাঙ্গচুয়া ॥
ময়ূর ময়ূরী সারী শুক আদি খগ।
কোকিল কোকিলা আদি মরাল বিহগ ॥
সীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী।
কাহাকুহী লগড় ঝগড় জোড়াধুতী ॥

শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল।
শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল ॥
ঠেটী ভেটা ভাটসা হরিতাল গুড়গুড়।
নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাহুড় ॥
বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল।
ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল ॥
চড়ুই মনিয়া পাবদুয়া টুনটুনি।
বুলবুল জুল আদি পক্ষি নানা গুণি ॥
বউ কথা কহ আর দেশের কি হবে।
বনশোভা যে সব পক্ষির কলরবে ॥
ভীমরুল ডাঁশ মশা বোরলা প্রভৃতি।
গড়িয়া গড়িছে পশু বিবিধ আকৃতি ॥
সরভ কেশরী বাঘ বাসর গণ্ডার।
ঘোড়া উট মহিষ হরিণ কালসার ॥
বানর ভালুক গরু ছাগল শশারু।
বরাহ কুক্কুর ভেড়া খটাস সজারু ॥
ঢোলকান খেঁকি খেঁকশেয়ালি ঘোড়ারু।
বারশিঙ্গা বাওটাদি কস্তূরী তুলারু ॥
গাধা গোধা ঝাপা হাউ চমরী শৃগাল।
হোড়ার নকুল গেছলা গবয় বিড়াল ॥
কাকলাস ধেড়ে মূষা ছুঁচা আজনাই।
সৃষ্টি হেতু জোড়ে জোড়ে গড়িলা বিশাই ॥
বনমানুষাদি গড়ি মনে বাড়ে রঙ্গ।
নানামতে নানা জাতি গড়িছে ভুজঙ্গ ॥

কেউটে খরিশ কালীগোখুরা ময়াল।
বোড়াচিতি শঙ্খচূড় সুঁচে ব্রহ্মজাল॥
শাঁখিনী চামর কোষা সুতারসঞ্চার।
খড়ীচোঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার॥
তক্ষক উদয়কাল ডাঁড়াশ কানাড়া।
লাউডগা কাউশর কুয়ে বেতাছাড়া॥
ছাতারে শীয়ড়চাঁদা নানাজাতি বোড়া।
ঢেমনা মেটিলী পুঁয়ে হেলে চিতিবোড়া॥
বিছা বিছু পিপীড়া প্রভৃতি বিষধর।
সৃষ্টিহেতু জোড়ে জোড়ে গড়িল বিস্তর॥
সরোবর বন শোভা দেখি সুখী শিব।
জীবন্যাসমন্ত্রেতে সবার দিলা জীব॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণীঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

দেবগণনিমন্ত্রণ।

চল কাশীমাঝে সবে যাব।
অন্নদা পূজিবে শিব দেখিবারে পাব॥
মণিকর্ণিকার জলে স্নান করি কুতুহলে
অন্নদামঙ্গল ছলে হরগুণ গাব॥
পাপ তাপ হবে ছন্ন নানারস সুসম্পন্ন
অন্নদা দিবেন অন্ন মহাসুখে খাব॥
শিব শিব শিব কয়ে জ্ঞানবাপীকুলে রয়ে

সুখে রব শিব হয়ে কোথায় না ধাব ॥
শিবের করুণা হবে দেখিব ভবানীভবে
ভারত কহিছে তবে হরিভক্তি চাব ॥

শিবের আনন্দ অন্নপূর্ণাআরাধনে।
নিমন্ত্রণ করিলা সকল দেবগণে ॥
হংসপৃষ্ঠে আইলা সগণ প্রজাপতি।
গণসহ বিষ্ণু সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
গণসহ গণেশ আইলা গজানন।
দেবসেনা সঙ্গে লয়ে দেব ষড়ানন ॥
দেবগণ সঙ্গে লয়ে ইন্দ্র দেবরাজ।
ইন্দ্রাণী আইলা সঙ্গে দেবীর সমাজ ॥
নিজগণ সঙ্গে করি অনল আইলা।
পরিবার সঙ্গে যম আসিয়া মিলিলা ॥
নৈঋত আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ।
বার্ত্তা পেয়ে বরুণ আইলা তত ক্ষণ ॥
সগণ পবনবেগে আইলা পবন।
কুবের আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ ॥
শিবের বিশেষমূর্ত্তি আইলা ঈশান।
মূর্ত্তি ভেদে প্রজাপতি আইলা বেগবান্ ॥
আইলা ভুজঙ্গপতি থাকিয়া পাতালে।
আদর করিলা শিব দেখি দিক্‌পালে ॥
দ্বাদশ মূরতি সহ আইলা ভাস্কর।
ষোলকলা সহিত আইলা শশধর ॥

আপন মঙ্গল হেতু মঙ্গল আইলা।
বিবুধ সহিত বুধ আসিয়া মিলিলা॥
দেবগণগুরু আইলা গুরু ভট্টাচার্য্য।
দৈত্যগুরু মহাকবি আইলা শুক্রাচার্য্য॥
মন্দগতি মহাবেগে আইলা শনৈশ্চর।
আইল রাহু কেতু অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর॥
সিদ্ধ সাধ্য পিতৃ বিশ্বদেব বিদ্যাধর।
অপ্সর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ।
একে একে সবে শিবে দিলা দরশন॥
চারি ভাই সনক সনন্দ সনাতন।
সনৎকুমার দেখা দিলা ততক্ষণ॥
বশিষ্ঠ প্রচেতা ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ।
নারদ অঙ্গিরা অত্রি দক্ষ ক্রতু সহ॥
আইলেন পিতা পুত্র পরাশর ব্যাস।
শুকদেব আইলা যাহে পুরাণ প্রকাশ॥
যম আপস্তম্ব শঙ্খ লিখিত গৌতম।
দুর্ব্বাসা জৈমিনি গর্গ কপিল কর্দ্দম॥
কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্য অসিত দেবল।
জামদগ্ন্য ভরদ্বাজ ধেয়ানে অটল।
দধীচি অগস্ত্য কর্ণ সৌভরি লোমশ।
বিশ্বামিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বাল্মীকি তাপস।
ভার্গব চ্যবন ঔর্ব্ব মনু সাতাতপ।
উতঙ্ক ভরত ধৌম্য কশ্যপ কাশ্যপ।

নৈমিষারণ্যের ঋষি শৌনকাদিগণ।
বালখিল্যগণ আইল না হয় গণন॥
জয়শব্দ নমঃশব্দ শঙ্খ ঘণ্টা রব।
বেদগান স্তুতি পাঠ মহামহোৎসব॥
অন্নপূর্ণা পুরী আর মূরতি দেখিয়া।
পরস্পর সকলে কহেন বাখানিয়া॥
তোমার কৃপার কথা শঙ্কর কি কব।
তোমা হৈতে অন্নপূর্ণা দেখি সুখী হব॥
ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর।
পরমেশী পরমপুরুষ পরাৎপর॥
এত দিন যাঁর মূর্ত্তি না দেখি নয়নে।
এত দিন যাঁর নাম না শুনি শ্রবণে॥
নিগম আগমে গূঢ় যাঁহার ভজন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিযোজন॥
ইহ লোকে ভোগ পর লোকে মোক্ষ হয়।
কেবল কৈবল্যরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
হেন মূর্ত্তি প্রকাশ করিলা তুমি শিব।
তোমার মহিমা সীমা কেমনে কহিব॥
ভবদুঃখসাগরে সকলে কৈলা পার।
বিশ্বনাথ বিনা কারে লাগে বিশ্বভার॥
তন্ত্রে অন্নপূর্ণামন্ত্র তুমি প্রকাশিলা।
মূরতি প্রকাশি তাহা পূরণ করিলা॥
মূর্ত্তি দেখি পরস্পর কহেন সকলে।
নির্ম্মাণসদৃশ ফল হয় ভাগ্যবলে॥

শঙ্কর কহেন সবে কহিলা উত্তম।
এখন আমার মনে নাহি ঘুচে ভ্রম ॥
যদি মোর ভাগ্যে অন্নপূর্ণা দয়া করে।
তবেত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে ॥
করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা।
তাঁর অধিষ্ঠান হয় তবেত মহিমা ॥
এত বলি মহাদেব আরম্ভিলা তপ।
কৈলা পুরশ্চরণ কতেক কত জপ ॥
তপস্যায় মহাযোগী বসিলা শঙ্কর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবের পঞ্চতপ।

তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি তেয়াগিয়া ॥
জটা ভস্ম হাড়মালা শোভা হৈল বড়।
ব্রহ্মরূপ অন্নপূর্ণা ধ্যানে হৈলা দড় ॥
বিছাইয়া মৃগছাল বসিলা আসনে।
করে লয়ে জপমালা মুদ্রিতনয়নে ॥
দিগম্বর বিভূতিভূষিত কলেবর।
গলে যোগপট্ট উপবীত বিষধর ॥
বৈশাখে দারুণরৌদ্রে তপস্যা দুষ্কর।
চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি উপরে ভাস্কর ॥
জ্যৈষ্ঠমাসে এইরূপে পঞ্চতপ করি।
অন্নপূর্ণা ধ্যানে যায় দিবস শর্ব্বরী ॥

আষাঢ়ে বরিষে মেঘ শিলা বজ্রাঘাত।
একাসনে বসিয়া রজনীদিনপাত ॥
শ্রাবণে দারুণ বৃষ্টি রজনী বাসর।
একাসনে অনশনে ধ্যান নিরন্তর ॥
ভাদ্রমাসে আট দিকে পরিপূর্ণ বান।
রজনী দিবস বসি একাসনে ধ্যান ॥
আশ্বিনে অশেষ কষ্টে করেন কঠোর।
ছাড়িয়া আহার নিদ্রা তপ অতি ঘোর ॥
কার্ত্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায়।
অনশনে দিবস রজনী কত যায় ॥
অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার ॥
পৌষমাসে দারুণ হিমানী পরকাশ।
রাত্রিদিন জলে বসি নিত্য উপবাস ॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।
রাত্রি দিন জলে বসি কম্পিতশরীর ॥
ফাল্গুনে দারুণ তপ করেন শঙ্কর।
উদয়াস্ত অস্তোদয় করিলা বিস্তর ॥
চৈত্রের বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা।
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে অনলের সেবা ॥
ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি ভব।
পঞ্চমুখে বিবিধ বিধানে কৈলা স্তব ॥
অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী অবতীর্ণা হও।
কাশীতে প্রকাশ হয়ে বিশ্বপূজা লও ॥

আনন্দকানন কাশী করিয়াছি স্থান।
তব অধিষ্ঠান বিনা কেবল শ্মশান॥
তুমি মূলপ্রকৃতি সকল বিশ্বমূল।
সেই ধন্য তুমি যারে হও অনুকূল॥
তুমি সকলের সার অসার সকল।
যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে।
সেই ধন্য তুমি দয়া কর যেই জনে॥
সত্ত্ব রজ তমোগুণে প্রবেশিয়া তুমি।
সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি॥
বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানা মূর্ত্তি ধর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর॥
আনন্দকানন কাশী সানন্দ করিয়া।
বিহার করহ মোরে সদয়া হইয়া॥
এইরূপ তপস্যায় গেল কত কাল।
শরীরে জন্মিল শাল পিয়াল তমাল॥
চর্ম্ম মাংস আদি গেল অস্থি মাত্র শেষ।
তথাপি না হয় অন্নদার দয়ালেশ॥
এইরূপ তপ করে যত সহচর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ব্রহ্মাদির তপ।

শিবের দেখিয়া তপ করিতে অন্নদাজপ
ব্রহ্মা হইলেন ব্রহ্মচারী।

একাসনে অনশনে অন্নদার ধ্যান মনে
অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী॥
গদা চক্র তেয়াগিয়া পাঞ্চজন্য বাজাইয়া
অন্নদা উদ্দেশে পদ্ম দিয়া।
অনশনে যোগ ধরি তপস্যা করেন হরি
রমা বাণী সংহতি করিয়া॥
সুখমুণ্ডে হানি বাজ তপ করে দেবরাজ
সহস্রলোচনে জল ঝরে।
সঙ্গে লয়ে দেবীগণে অন্নদা ভাবিয়া মনে
ইন্দ্রাণী দারুণ তপ করে॥
ঊর্দ্ধে দুই পদ ধরি হেটে অগ্নি দীপ্ত করি
অগ্নি করে অগ্নিসেবা তপ।
একাসনে অনশনে অন্নদাধেয়ান মনে
সম শীত বরিষা আতপ॥
ছাড়ি নিজ অধিকার সঙ্গে লয়ে পরিবার
শমন দারুণ তপ করে।
দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি হৈল অবশেষ
বল্মীক জন্মিল কলেবরে॥
নৈঋত রাক্ষসরীত কঠোর তপেতে প্রীত
নিজ মুণ্ড দেয় বলিদান।
পুনর্ব্বার মাথা হয় নিজ রক্ত মাংসময়
বলি দিয়া করয়ে ধেয়ান॥
বরুণ আপন পাশ গলায় বান্ধিয়া ফাঁশ
প্রাণ বলিদান দিতে মন।

অন্নদার অনুগ্রহে পরাণ বিয়োগ নহে
অস্থিমধ্যে অন্তস্থ জীবন ॥
পবন আহার করি নিয়মে পরাণ ধরি
পবন করয়ে ঘোর তপ।
ঊনপঞ্চাশত ভাগে এক ভাবে অনুরাগে
দিবা নিশি অন্নপূর্ণা জপ ॥
কুবের ছাড়িয়া ভোগ আশ্রয় করিয়া যোগ
অহর্নিশ একাসনে ধ্যান।
দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি চর্ম্ম অবশেষ
সমাধি ধরিয়া আছে জ্ঞান ॥
শিবের বিশেষ কায় ঈশানের তপস্যায়
ত্রিলোক হইল টলমল।
কপালে অনল জ্বালি শিরোঘৃত ঘৃত ঢালি
ধ্যানধারণায় অচঞ্চল ॥
প্রজাপতি রূপভেদে উচ্চারিয়া চারি বেদে
ঊর্দ্ধপতি ঊর্দ্ধমুখে জপে।
দিকাদিক ভেদ নাই টলমল সর্ব্ব ঠাঁই
ঘোর অন্ধকার ঘোর তপে ॥
সহস্র মুখের স্তবে নিজগণ কলরবে
তপস্যা করয়ে নাগরাজ।
গ্রহ তারা রাশিগণ ব্রহ্মঋষি যত জন
বিদ্যাধর কিন্নর সমাজ ॥
যত দেবঋষিগণ সিদ্ধ সাধ্য পুণ্যজন
রাজঋষি মহর্ষি সকল।

একাসনে অনশনে তপস্যা অনন্য মনে
দেহে তরু জন্মিল সফল ॥
সকলের তপস্যায় দয়া হৈল অন্নদায়
অবতীর্ণ হইলা কাশীতে।
সকলেরে দিতে বর প্রতিমায় কৈলা ভর
সুধাদৃষ্টে হাসিতে হাসিতে ॥
সকলে চেতনা পেয়ে চৌদিকে দেখেন চেয়ে
অনুকম্পা হৈল অনুভব।
দূরে গেল হাহাকার জয় শব্দ নমস্কার
ভুবন ভরিল কলরব ॥
চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
দ্বিজরাজকেশরী রাঢ়ীয়।
তার সভাসদবর কহে রায় গুণাকর
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয় ॥

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান।
কলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে ॥
কমলপরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢলঢল উছলে কূলে ॥
বসন্তরাজা আনি ছয় রাগিণীরাণী
করিল রাজধানী অশোকমূলে ॥
কুসুমে পুন পুন ভ্রমর গুন গুন
মদন দিল গুণ ধনুক হুলে ॥

যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
মধুমুদিত মন ভারত ভুলে ॥
মধুমাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন।
সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয় পবন ॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে।
গুন গুন গুন গুন ভ্রমর ঝঙ্কারে ॥
সুশোভিত তরুলতা নবদলপাতে।
তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে ॥
অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনীকোলে।
সুখে দোলে মন্দবায়ে জলের হিল্লোলে ॥
ঘরে ঘরে নানা ছন্দে বসন্তের গান।
সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্ত্তিমান্ ॥
শুষ্ক তরু শুষ্ক লতা রসেতে মুঞ্জরে।
মঞ্জরীতে মুকুল আকুল মন করে ॥
তরুকুল প্রফুল্ল কুসুম ছলে হাসে।
তাহে শোভে মধুকর মধুকরী পাশে ॥
ধন্য ঋতু বসন্ত সুধন্য চৈত্র মাস।
ধন্য শুক্লপক্ষ যাহে জগত উল্লাস ॥
তাহাতে অষ্টমী ধন্যা ধন্য নাম জয়া।
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শোভে সাক্ষাত অভয়া ॥
অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে।
প্রতিমায় ভর করি লাগিলা হাসিতে ॥
মণিবেদীপরে চিন্তামণির প্রতিমা।
বিশ্বকর্ম্মসুনির্ম্মিত অপারমহিমা ॥

চন্দ্র সূর্য্য অনল জিনিয়া প্রভা যার।
দেবী অধিষ্ঠানে হৈল কোটিগুণ তার ॥
প্রতিমাপ্রভাবে যত দেবঋষিগণ।
ভূতলে পড়িলা সবে হয়ে অচেতন ॥
দৃষ্টি সুধাবৃষ্টিতে সকলে জ্ঞান দিয়া।
কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ্ হাসিয়া ॥
শুন শুন যত দেবঋষি আদিগণ।
এতেক কঠোর তপ কৈলা কি কারণ ॥
কম্পমান কলেবর করি যোড়কর।
সমুখে রহিলা সবে ভয়ে নিরুত্তর ॥
করুণাআকর মাতা দয়া হৈল চিতে।
কহিতে লাগিলা দেবী হাসিতে হাসিতে ॥
চিরদিন তপস্যায় পাইয়াছ দুখ।
অনশনে সকলের সুখায়েছে মুখ ॥
এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও।
শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও ॥
এত বলি অন্নদা সকলে দেন অন্ন।
অন্ন খান সবে সুখে আনন্দসম্পন্ন ॥
বাম করে পানপাত্র রত্ননির্ম্মিত।
কারণঅমৃত পরিপূর্ণ অতুলিত ॥
সঘৃত পলান্নে পরিপূর্ণ রত্নহাতা।
ডানি করে ধরি অন্ন পরশেন মাতা ॥
কোথায় রন্ধন কেহ দেখিতে না পান।
পরশেন কখন না হয় অনুমান ॥

সকলে ভোজন কালে দেখেন এমনি।
আমারে দিচ্ছেন অন্ন অন্নদা জননী॥
পিষ্টকপর্ব্বত পরমান্নসরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ আদি সাগর সাগর॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস।
সকলে ভোজন করি আনন্দে অবশ॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া বলিয়া।
সকলে করেন স্তুতি নাচিয়া গাইয়া॥
আনন্দসাগরে সবে মগন হইয়া।
প্রণতি করিয়া কন বিনতি করিয়া॥
অন্নে পূর্ণ কর বিশ্ব বিশেষতঃ কাশী।
করিব তোমার পূজা এই অভিলাষি॥
পূজিতে তোমার পদ কাহার শকতি।
তবে পূজা করি যদি দেহ অনুমতি॥
তোমার সামগ্রী দিয়া পূজিব তোমারে।
লাভে হৈতে বর পাব তরিব সংসারে॥
অঙ্গীকার কৈলা দেবী সহাস অন্তর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের অন্নদাপূজা।

আনন্দে ত্রিনয়ন সহিত দেবগণ
পূজেন নানা আয়োজনে।
সুধন্য চৈত্র মাস অষ্টমী সুপ্রকাশ
বিশদ পক্ষ শুভক্ষণে॥

বিরিঞ্চি পুরোহিত বিধান সুবিদিত
পূজক আপনি মহেশ।
আপনি চক্রপাণি যোগান দ্রব্য আনি
নৈবেদ্য অশেষ বিশেষ॥
সূর্য্যাদি নব গ্রহ আপনগণসহ
ইন্দ্রাদি দিকপাল দশ।
কিন্নরগণ গায় অপ্সর নাচে তায়
গন্ধর্ব্ব করে নানা রস॥
নারদআদি যত দেবর্ষি শত শত
চৌদিকে করে বেদ গান।
বিবিধ উপচার অশেষ উপহার
অনেকবিধ বলিদান॥
অন্নদা জয় জয় সকল দেবে কয়
ভুবনভরি কোলাহল।
আনন্দে শূলপাণি করিয়া যোড়পাণি
পূজেন চরণকমল॥
দেউলবেদীপর প্রতিমা মনোহর
তাহাতে অধিষ্ঠিত মাতা।
সর্ব্বতোভদ্র নাম মণ্ডল চিত্রধাম
লিখিলা আপনি বিধাতা॥
সমুখে হেম ঘট আচ্ছাদি চারুপট
পড়িয়া স্বস্তি ঋদ্ধি বিধি।
সঙ্কল্প সমাচরি গন্ধাধিবাস করি
বিধানবিজ্ঞ ভাল বিধি॥

পূজিয়া গজানন ভাস্কর ত্রিলোচন
কেশব কৌষিকী চরণ।
পূজিয়া নব গ্রহ দিক্পালদশ সহ
বিবিধ আবরণগণ॥
চরণ সরসিজ পূজিয়া জপি বীজ
নৈবেদ্য দিয়া নানামত।
মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ
বিবিধ উপচার যত॥
সমাপি হোমক্রিয়া অন্নাদি নিবেদিয়া
মঙ্গল ইতিহাস গানে।
বাজায়ে বাদ্যগণ করিয়া জাগরণ
দক্ষিণা বিবিধ বিধানে॥
পূজার সমাধানে প্রণমি সাবধানে
সকলে পাইলেন বর।
অন্নদাপদতলে বিনয় করি বলে
ভারত রায় গুণাকর॥

অন্নদার বরদান।

ভবানী বাণী বল একবার।
ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী ভবানী ভবের সার॥
দেবগণে দিয়া দেবী মনোনীত বর।
শিবেরে কহেন শিবা শুনহ শঙ্কর॥
এই বারাণসী পুরী করিয়াছ তুমি।
ইহার পরশপুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥

এই যে প্রতিমা মোর করিলা প্রকাশ।
এই স্থানে সর্ব্বদা আমার হৈল বাস ॥
কলি কালে এ পুরী হইবে অদর্শন।
মোর অবলোকন রহিবে সর্ব্বক্ষণ ॥
এই চৈত্র মাস হৈল মোর ব্রতমাস।
শুক্লপক্ষ মোর পক্ষ তুমি ব্রতদাস ॥
এই তিথি অষ্টমী আমার ব্রততিথি।
ধন্য সে এ দিনে মোরে যে করে অতিথি ॥
অষ্টাহমঙ্গল যেই শুনে ইতিহাস।
তাহার নিবাসে সদা আমার নিবাস ॥
একমনে মোর গীত যে করে মাননা।
আমি পূর্ণ করি তার মনের কামনা ॥
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী পাইয়া।
গাইবে সঙ্গীত মোর সঙ্কল্প করিয়া ॥
দ্বিতীয়ায় দেখি নবশশির উদয়।
আরম্ভ করিবে গীত দিয়া জয় জয় ॥
অষ্টমীর রজনীতে গেয়ে জাগরণ।
নবমীতে অষ্টমঙ্গলায় সমাপন ॥
অচলা প্রতিমা মোর ঘরে যে রাখিবে।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার অচলা হইবে ॥
ধাতুময়ী মোর বারি প্রতিষ্ঠা করিয়া।
যেই জন রাখে ঘরে প্রত্যহ পূজিয়া ॥
তার ঘরে সদা হয় আমার বিশ্রাম।
করতলে তার ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম ॥

কামনা করিয়া কেহ আমার মঙ্গল।
গায়ায় যদ্যপি শুন তার ক্রম ফল ॥
আরম্ভিয়া শুক্রবারে বিধি ব্যবস্থায়।
সমাপিবে শুক্রবারে অষ্টমঙ্গলায় ॥
পালা কিম্বা জাগরণ যে করে মাননা।
গাইবে যে দিন ইচ্ছা পূরিবে কামনা ॥
যেই জন উপাসনা করিবে আমার।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলে তার ॥
বর পেয়ে মহানন্দ হইলা মহেশ।
করিলা বিস্তর স্তুতি অশেষ বিশেষ ॥
বিদায় হইয়া যত দেবঋষিগণ।
আপন আপন স্থানে করিলা গমন ॥
নিজ নিজ ঘরে সবে মহাকুতুহলে।
করিলা অন্নদাপূজা অষ্টাহমঙ্গলে ॥
অন্নে পূর্ণ হইল ভুবনচতুর্দ্দশ।
সকলে করয়ে ভোগ নানামত রস ॥
কৃপা কর কৃপাময়ি কাতরকিঙ্করে।
করুণাসাগর বিনা কেবা কৃপা করে ॥
মহামায়া মহেশমহিলা মহোদরী।
মহিষমর্দ্দিনী মোহরূপা মহেশ্বরী ॥
নন্দনন্দনের প্রতি হইয়া সহায়।
নন্দের নন্দিনী হয়ে গেলা মথুরায় ॥
কুরুক্ষেত্রে হৈল কুরুপাণ্ডবের রণ।
যাহে অবতরি হরি ভারাবতারণ ॥

আর্য্যা বলি তোমারে অর্জ্জুন কৈলা স্তব।
যে কালে সারথি তার হইলা কেশব॥
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের জননী।
অপার সংসার পারে তুমি নারায়ণী॥
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে মঙ্গল তার করহ মঙ্গল॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি রবিবারের নিশাপালা।

ব্যাসবর্ণন।

ব্যাস নারায়ণঅংশ ঋষিগণঅবতংস
যাঁহা হৈতে আঠার পুরাণ।
ভারত পঞ্চম বেদ নানা মত পরিচ্ছেদ
বেদভাগ বেদান্ত বাখান॥
সদা বেদপরায়ণ প্রকাশিলা পারায়ণ
শিষ্যগণ বৈষ্ণবসংহতি।
পিতা যাঁর পরাশর শুকদেব বংশধর
জননী যাঁহার সত্যবতী॥
দাঁড়াইলে জটাভার চরণে লুঠায় তাঁর
কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
চলনে কতেক আঁটুবাঁটু॥

কপালে চড়ক ফোটা গলে উপবীত মোটা
বাহুমূলে শঙ্খচক্ররেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা কালি মৃগ বাঘথাবা
সারি সারি হরি নাম লেখা॥
তুলসীর কণ্ঠী গলে লম্বি মালা করতলে
হাতে কাণে থরে থরে মালা।
কোশা কুশী কুশাসন কক্ষতলে সুশোভন
তাহে কৃষ্ণসারমৃগছালা॥
কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কপীন পরি
বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বীফল করঙ্গ পীবারে জল
হাতে আশা হিঙ্গুলবরণ॥
এই বেশে শিষ্যগণ সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ
পাঁজি পুথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম আগম মত পুরাণ সংহিতা যত
তর্কাতর্কি নানামত কয়ে॥
কে কোথা কি করে দান কে কোথা কি করে ধ্যান
পূজা করে কেবা কিবা দিয়া।
কে কোথা কি মন্ত্র লয় কোথা কোন যজ্ঞ হয়
আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া॥
জগতের হিতে মন ঊর্দ্ধবাহু হয়ে কন
ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন নাহি স্থির রয় দারা আপনার নয়
সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার॥

এই রূপে শিষ্য সঙ্গে সর্ব্বদা ফিরেন রঙ্গে
চিরজীবী নরাকার লীলা।
এক দিন দৈব বশে শিষ্য সহ শাস্ত্ররসে
নৈমিষ কাননে উত্তরিলা॥
শৌনকাদি ঋষিগণ পূজা করে ত্রিলোচন
গালবাদ্যে বিল্বপত্র দিয়া।
গলায় রুদ্রাক্ষমালা অর্দ্ধচন্দ্রে শোভে ভাল
কলেবরে বিভূতি মাখিয়া॥
শিব ভর্গ ত্রিলোচন বৃষধ্বজ পঞ্চানন
চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর।
ভব শর্ব্ব ব্যোমকেশ বিশ্বনাথ প্রমথেশ
দেবদেব ভীম গঙ্গাধর॥
ঈশ্বর ঈশান ঈশ কাশীশ্বর পার্ব্বতীশ
মহাদেব উগ্র শূলধর।
বিরূপাক্ষ দিগম্বর ত্র্যম্বক গিরিশ হর
রুদ্র পুরহর স্মরহর॥
এই রূপে ঋষি যত শিবের সেবায় রত
দেখি ব্যাস নিষেধিয়া কন।
ভারত পুরাণে কয় ব্যাসের কি ভ্রান্তি হয়
বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন॥

শিবপূজা নিষেধ।

কি কর নর হরি ভজ রে।
ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে॥

তরিবারে পরিণাম হর জপে হরিনাম
হরি ভজি পূর্ণকাম কমলজ রে।
ভব ঘোর পারাবার হরিনাম তরি তার
হরিনাম লয়ে পার হৈল গজ রে॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম এ চারি বর্গের ধাম
বেদে বলে হরি নাম সুখে যজ রে।
গুরুবাক্য শিরে ধরি রহিয়াছি সার করি
ভারতের ভূষা হরিপদরজ রে॥
বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ।
কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন॥
সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই॥
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম।
মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম॥
অন্য অন্য ফল পাবে ভজি অন্য জনে।
মোক্ষ পদ পাবে যদি ভজ নারায়ণে॥
নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।
সত্ত্ব রজ তমোগুণ প্রকৃতি তাঁহার॥
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়।
তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কার ময়॥
সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়।
যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয়॥
তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে।
মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে॥

সত্ত্বগুণে তত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি।
অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি ॥
সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্ব্বদেবে হরি ॥
বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে।
আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে ॥
এত শুনি শৌনিকাদি লাগিলা কহিতে।
কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে ॥
নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময়।
ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তম বিনা নয় ॥
তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে।
অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রহ্ম জীবে ॥
সত্ত্বরজঃ প্রভাব ক্ষণেক বিনা নয়।
তমের প্রভাব দেখ চিরকাল রয় ॥
রজোগুণে সৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব।
সত্ত্বগুণে পালন বিবিধ উপদ্রব ॥
তমোগুণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম।
বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম ॥
রজোগুণে কৌমার যৌবন সত্ত্বগুণে।
তমোগুণে জরা দেখ গুরু কোটিগুণে ॥
রজোগুণে বিধি তাঁর নাভিতটে স্থান।
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান ॥
তমোগুণে শিব তাঁর ললাটে আলয়।
ভাবি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয় ॥

তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ।
তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান॥
সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়।
তোমার এমন কথা এত বড় দায়॥
এই কথা কহ যদি কাশীমাঝে গিয়া।
তবে সবে হরি ভক্তি হবেরে ছাড়িয়া॥
এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে।
বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবনামাবলী।

জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশাননাটক বিষাণবাদক
হুতাশভালক মহত্তর॥
জয় সুরারিনাশন বৃষেশবাহন
ভুজঙ্গভূষণ জটাধর।
জয় ত্রিলোককারক ত্রিলোকপালক
ত্রিলোকনাশক মহেশ্বর॥
জয় রবীন্দুপাবক ত্রিনেত্রধারক
খলান্ধকান্তক হতস্মর।
জয় কৃতাঙ্গকেশব কুবেরবান্ধব
ভবাজ ভৈরব পরাৎপর॥

জয় বিষাক্তকণ্ঠক কৃতান্তবঞ্চক
ত্রিশূলধারক হুতাধ্বর।
জয় পিনাকপণ্ডিত পিশাচমণ্ডিত
বিভূতিভূষিত কলেবর॥
জয় কপালধারক কপালমালক
চিতাভিসারক শুভঙ্কর।
জয় শিবামনোহর সতীসদীশ্বর
গিরীশ শঙ্কর কৃতজ্বর॥
জয় কুঠারমণ্ডিত কুরঙ্গরঞ্জিত
বরাভয়ান্বিত চতুষ্কর।
জয় সরোরুহাশ্রিত বিধিপ্রতিষ্ঠিত
পুরন্দরার্চ্চিত পুরন্দর॥
জয় হিমালয়ালয় মহামহোময়
বিলোকনোদয় চরাচর।
জয় পুনীহি ভারত মহীশভারত
উমেশ পর্ব্বতসুতাবর॥

ঋষিগণের কাশীযাত্রা।

এই রূপে শৌনকাদি যত শৈবগণ।
শিবগুণ গান করি করিলা গমন॥
হাতে কাণে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাক্ষের মালা।
বিভূতিভূষিতঅঙ্গ পরি বাঘছালা॥
রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্রফোটা ভালে।
ববম্ ববম্ বম্ ঘন রব গালে॥

কোশা কুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে।
কমণ্ডলু করঙ্গ পূরিত গঙ্গাজলে ॥
অতিদীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরূপর।
নাভি ঢাকে দাড়ী গোঁফে বিষদ চামর ॥
করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম।
চলে মাহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে যম ॥
ব্যাসদেব চলিলা বৈষ্ণবগণ লয়ে।
উর্দ্ধভুজে উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ কয়ে ॥
একেবারে হরিহরি হরহর রব।
ভাবেতে আঁখির ধারা মানি মহোৎসব ॥
বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি হর লয়ে।
দেবগণ গগনে শুনেন গুপ্ত হয়ে ॥
অভেদে হইল ভেদ এ বড় বিরোধ।
কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ ॥
ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে।
ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে ॥

হরিনামাবলী।

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব কংসদানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন কুঞ্জকানন রঞ্জন ॥
জয় কেশিমর্দ্দন কৈটভার্দ্দন গোপিকাগণ মোহন।
জয় গোপবালক বৎসপালক পূতনাবক নাশন ॥
জয় গোপবল্লভ ভক্তসল্লভ দেবদুর্লভ বন্দন।
জয় বেণুবাদক কুঞ্জনাটক পদ্মনন্দক মণ্ডন ॥

জয় শান্তকালিয় রাধিকাপ্রিয় নিত্য নিষ্ক্রিয় মোচন।
জয় সত্য চিন্ময় গোকুলালয় দ্রৌপদীভয় ভঞ্জন॥
জয় দৈবকীসুত মাধবাচ্যুত শঙ্করস্তুত বামন।
জয় সর্ব্বতোজয় সজ্জনোদয় ভারতাশ্রয় জীবন॥

হরিসঙ্কীর্ত্তন।

এই রূপে ব্যাস গিয়া বারাণসী প্রবেশিয়া
আদিকেশবেরে প্রণমিয়া।
সংহতি বৈষ্ণবগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন
নানারসে নাচিয়া গাইয়া॥
কীর্ত্তনিয়াগণ সঙ্গে গান করে নানারঙ্গে
বাল্য গোষ্ঠ দানবেশ রাস।
পূর্ব্বরঙ্গ রসোদ্গার মাথুর বিরহ আর
হরিভক্তি যাহাতে প্রকাশ॥
বাজে খোল করতাল কেহ বলে ভাল ভাল
কেহ কাঁদে ভাবে গদগদ।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে বেদ পুরাণাদি তন্ত্রে
নানামতে গান বিষ্ণুপদ॥
কীর্ত্তনে ঢালিয়া দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ
কেহ তারে ধরে দেয় কোল।
ঊর্দ্ধভুজে ঊর্দ্ধপদে কেহ নাচে প্রেমমদে
কেহ বলে হরিহরি বোল॥
গোপকুলে অবতরি যে যে ক্রীড়া কৈলা হরি
আদি অন্ত মধ্যে সে সকল।

এক মনে ব্যাস কন শুনেন ভক্তগণ
আনন্দে লোচনে ঝরে জল ॥
গোলোকেতে গোপীনাথ রাধা আদি গোপীসাথ
শ্রীদামাদি সহচরগণ।
নন্দ যশোদাদি যত সবে নিত্য অনুগত
কপিলাদি যতেক গোধন ॥
সুধাসমুদ্রের মাজে চিন্তামণিবেদী সাজে
কল্পতরু কদম্ব কানন।
নানাপুষ্প বিকসিত নানাপক্ষি সুশোভিত
সদানন্দময় বৃন্দাবন ॥
কাম সদা মূর্ত্তিমান ছয় ঋতু অধিষ্ঠান
রাগিণী ছত্রিশ আর যত।
ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে সদা রাসরসরঙ্গে
নৃত্য গীত বাদ্য নানামত ॥
গোলোক সম্পদ লয়ে ভকতে সদয় হয়ে
অবতীর্ণ হৈলা ভূমণ্ডলে।
কংসআদি দুষ্টগণ করিবারে নিপাতন
দৈবকী জঠরে জন্ম ছলে ॥
বসুদেব কংসভয় নন্দের মন্দিরে লয়
খ্যাত হৈলা নন্দের নন্দন।
পূতনা বধিতে চলে বিষস্তনপানছলে
কৃষ্ণ তার বধিলা জীবন ॥
শকট ভাঙ্গিয়া রঙ্গি যমলঅর্জ্জুন ভঙ্গি
তৃণাবর্ত্তে নিধন করিলা।

মৃত্তিকা ভক্ষণ ছলে যশোদারে কুতুহলে
বিশ্বরূপ মুখে দেখাইলা ॥
ননী চুরি কৈহা হরি যশোদা আনিল ধরি
উদুখলে করিলা বন্ধন।
গোচারণে বনে গিয়া বকাসুরে বিনাশিয়া
অঘ অরিষ্টের বিনাশন ॥
বধ কৈলা বৎসাসুর কেশিরে করিলা চূর
বজ্রহাতে প্রলম্ব বধিলা।
ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করি গোবর্দ্ধনগিরি ধরি
বৃষ্টিজলে গোকুল রাখিলা ॥
ব্রজ পোড়ে দাবানলে পান করিলেন ছলে
করিলেন কালিয়দমন।
সহচর পাঠাইয়া যাজ্ঞিকান্ন আনাইয়া
করিলেন কাননে ভোজন ॥
বিধাতা মন্ত্রণা করি শিশু বৎসগণ হরি
রাখিলেন পর্ব্বতগুহায়।
নিজ দেহ হৈতে হরি শিশু বৎসগণ করি
বিধাতারে মোহিলা মায়ায় ॥
গোপের কুমারী যত করে কাত্যায়নীব্রত
হরি লৈলা বসন হরিয়া।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে মধুর মুরলী গেয়ে
রাসক্রীড়া গোপিনী লইয়া ॥
করিতে আপন ধ্বংস অক্রূরে পাঠায়ে কংস
হরি লয়ে গেল মথুরায়।

ধোপা বধি বস্ত্র পরি কুব্জারে সুন্দরী করি
সুশোভিত মালির মালায়॥
দ্বারে হস্তি বিনাশিয়া চানূরাদি নিপাতিয়া
কংসাসুরে করিলা নিধন।
বসুদেব দৈবকীরে নতি কৈলা নতশিরে
দূর করি নিগড়বন্ধন॥
উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া পড়িলা অবন্তী গিয়া
দ্বারকাবিহার নানামতে।
অপার এ পারাবার কতেক কহিব তার
বিখ্যাত ভারত ভাগবতে॥

ব্যাসের শিবনিন্দা।

হরি হরে করে ভেদ। নর বুঝে না রে।
অভেদ কহে চারি বেদ॥
অভেদ ভাবে যেই পরমজ্ঞানী সেই
তারে না লাগে পাপক্লেদ॥
যে দেহে হরি হরে অভেদরূপে চরে
সে দেহে নাহি তাপ স্বেদ॥
একই কলেবর হইলা হরি হর
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ॥
যে জানে দুই রূপে সে মজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ॥
এই রূপে বেদব্যাস কয়ে হরিগুণ।
ঊর্দ্ধভুজে কহেন সকললোক শুন॥

সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ সার সর্ব্বদেবে হরি॥
হর আদি আর যত ভোগের গোসাঁই।
মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই॥
এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে।
শিবের হইল ক্রোধ নন্দি আগুসরে॥
ক্রোধদৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল।
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহিলেন ব্যাস।
শৈবগণে কত মত করে উপহাস॥
চারি দিকে শিষ্যগণ কাঁদিয়া বেড়ায়।
কোন মতে উদ্ধারের উপায় না পায়॥
গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িল সঙ্কটে।
শিবের অজ্ঞাতে আইলা ব্যাসের নিকটে॥
বিস্তর ভৎসিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিলা।
আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিলা॥
যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥
শিবের প্রভাব বলে আমি চক্রধারী।
শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী॥
শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবেরে যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট॥
মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয়।
শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥

যে কৈলা সে কৈলা ইতঃপর মান শিবে।
শিবস্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ব্যাস কহিলা বিষ্ণুরে।
কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি স্ফুরে॥
গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ঠে অঙ্গুলি ছুঁইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠরোধ ঘুচাইয়া॥
শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী ব্যাসে দিলা বর।
যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর॥
এই স্তব যে জন পড়িবে একমনে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হবে সেই জনে॥
এত শুনি ব্যাসদেব পরম উল্লাস।
তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস॥
মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দিরতিলকে।
অর্দ্ধচন্দ্রফোঁটা কৈলা কপালফলকে॥
ছিঁড়িয়া তুলসীকণ্ঠী লস্মিমালা যত।
পরিলা রুদ্রাক্ষমালা শৈবশাস্ত্রগত॥
ফেলিয়া তুলসীপত্র বিল্বপত্র লয়ে।
ছাড়িলা হরির গুণ হরগুণ কয়ে॥
ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হৌক পরিণাম।
অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম॥
এই রূপে ব্যাসদেব কাশীতে রহিলা।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা॥

হর শশাঙ্কশেখর দয়া কর। বিভূতিভূষিতকলেবর॥
তরঙ্গভঙ্গিত ভুজঙ্গরঙ্গিত কপর্দ্দমর্দ্দিত জটাধর।
গণেশশৈশব বিভূতিবৈভব ভবেশ ভৈরব দিগম্বর॥
ভুজঙ্গকুণ্ডল পিশাচমণ্ডল মহাকুতুহল মহেশ্বর।
রজঃপ্রভায়ত পদাম্বুজানত সুদীনভারত শুভঙ্কর॥

এইরূপে বেদব্যাস রহিলা কাশীতে।
নন্দিরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে॥
দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দ্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব॥
যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল।
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল॥
কি দোষে মুছিল হরিমন্দিরফোটায়।
কি দোষে ফেলিল চিঁড়ি তুলসীমালায়॥
হের দেখ তুলসীপত্রের গড়াগড়ি।
বিল্বপত্র লইয়া দেখহ রড়ারুড়ি॥
হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম।
রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম॥
মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমিত তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥
হরিভক্ত হয়ে যে বা না মানে আমারে।
কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥

রুদ্রাক্ষতুলসীমালা যেই ধরে গলে।
তার গলে হরিহরে থাকি গলে গলে॥
অভেদ দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস।
উচিত না হয় যে কাশীতে করে বাস॥
চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা।
কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা শিব কৈলা মানা॥
স্নান পূজা সমাপিয়া ব্যাস ঋষিবর।
ভিক্ষাহেতু গেলা এক গৃহস্থের ঘর॥
ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত।
কিঞ্চিত না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত॥
ভিক্ষার বিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন।
গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিলা গমন॥
বালক কুক্কুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি।
ব্যাসদেব গেলা অন্য গৃহস্থের বাড়ী॥
ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন।
ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন॥
শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়।
হাত হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়॥
রিক্তহস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত।
মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যাস কটু কন কত॥
এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী।
ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ী॥
সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া।
অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া॥

কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও।
কেহ বলে আপনার নামটি লুকাও ॥
এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ডগোল।
ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল ॥
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া।
শিষ্যগণ ঠাঁই ঠাঁই পড়িছে ঘুরিয়া ॥
আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস।
শিষ্য সহ সে দিন করিলা উপবাস ॥
পরদিন ভিক্ষাহেতু শিষ্য পাঠাইলা।
ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফিরিয়া আইলা ॥
মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা।
কাশীখণ্ডে বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিলা ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

কাশীতে শাপ।

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে।
শরণ লয়েছি শুনি দয়াকর হে ॥
তুমি দীনদয়াময় আমি দীন অতিশয়
তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে ॥
তব পদ আশুতোষ পদে পদে মোর দোষ
জানি কেন কর রোষ পামর উপর হে ॥
পিশাচে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি

তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে ॥
ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব কয়ে
ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ডর হে ॥

ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী।
আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী ॥
তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ।
কাশীবাসিলোকের অক্ষয় হবে পাপ ॥
অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশি ॥
ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে।
ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে ॥
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে।
যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে ॥
শাপ দিয়া পুনরপি চলিলা ভিক্ষায়।
ভিক্ষা না পাইয়া বড় ঠেকিলেন দায় ॥
ঘরে ঘরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া।
আশ্রমে চলিলা ভিক্ষাপাত্র ফেলাইয়া ॥
হেন কালে অন্নপূর্ণা দেখিতে পাইলা।
ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা ॥
জগতজননী মাতা সবারে সমান।
শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান ॥
আকাশ পবন জল অনল অবনি।
সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি ॥

সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা।
তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা সারা॥
মেঘ করে যেমন সকলে জলদান।
তেমনি অন্নদা দেবী সকলে সমান॥
তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া।
তেমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া॥
হরি হর প্রভৃতির শত্রু মিত্র আছে।
শত্রু মিত্র একভাব অন্নদার কাছে॥
চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া।
আগে আগে যান জয়া পশ্চাতে বিজয়া॥
হেন কালে পথে আসি কহেন মহেশ।
কোথায় চলেছ থুয়ে কার্ত্তিক গণেশ॥
ক্রোধভরে কন দেবী পিছু কেন ডাক।
ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসি থাক॥
একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী ধুতুরায় ভোল।
অল্প অপরাধে কর মহাগণ্ডগোল॥
তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস।
ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ত্রাস॥
একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে।
অদ্যাপি সে পাপে ফির মুণ্ডধারী হয়ে॥
কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে।
সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে॥
এখন যদ্যপি ব্যাস অন্ন নাহি পায়।
আর বার দিবে শাপ পেটের জ্বালায়॥

আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিয়া।
আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া॥
এত বলি অন্নপূর্ণা ক্রোধভরে যান।
সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান॥
সভয় দেখিয়া ভীমে হাসেন অভয়া।
বুড়াটির ঠাট হেদে দেখ লো বিজয়া॥
ভারত কহিছে ইথে সাক্ষি কেন মান।
তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জান॥

অন্নদার মোহিনীরূপ।

এ কি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা।
চরণে অরুণরঙ্গিমা॥
হইতে সোঁসর শম্ভু হৈলা হর দেখি পয়োধর তুঙ্গিমা॥
থাকিতে অধরে সুধা সাধ করে সুধাকরে ধরে কালিমা।
ফুলধনু তনু লাজে ত্যজে ধনু দেখি ভুরু ধনু বক্রিমা॥
রূপ অনুভবে মোহ হয় ভবে ভারত কি কবে মহিমা॥
গায়া করি জয়াবিজয়ারে লুকাইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া॥
কোটিশশি জিনি মুখ কমলের গন্ধ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥
ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥
উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদিমূলে।
ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে॥

অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে।
পদ নখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে ॥
মুকুতা যতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া।
হার হয়ে হারিলেক বুক বিন্ধাইয়া ॥
বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী।
ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী ॥
চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদ বিন্দু।
মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু ॥
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা।
চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা ॥
রতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে।
মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে ॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে ॥
কঙ্কণঝঙ্কারি হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার ॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী।
নিরুপম সে রূপ কিরূপ কব আমি।
যে রূপ দেখিয়া কামরিপু হন কামী ॥
এই রূপে অন্নপূর্ণা সদয়া হইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া ॥
মায়াময় একখানি পুরী নির্ম্মাইয়া।
অতিবৃদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া ॥

আপনি দাঁড়ায়ে দ্বারে পরমসুন্দরী।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে ভক্তিভাব করি॥
শুন ব্যাসগোঁসাই আমার নিবেদন।
নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিবা ভোজন॥
বৃদ্ধ মোর গৃহস্থ অতিথিভক্তিমান।
অতিথি সেবন বিনা জল নাহি খান॥
তপস্বি তোমারে দেখি অতিথি ঠাকুর।
ত্বরায় আইস বেলা হইল প্রচুর॥
শুনিয়া ব্যাসের মনে আনন্দ হইল।
কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল॥
অন্ন বিনা তিন দিন মোরা উপবাসি।
কোথা হৈতে পুণ্যরূপা উত্তরিলা আসি॥
নিরুপমরূপা তুমি নিরুপমবয়া।
নিরুপমগুণা তুমি নিরুপমদয়া॥
তখনি পাইনু ভিক্ষা কহিলা যখনি।
পরিচয় দেহ মোরে কে বট আপনি॥
বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
দেখিয়াছি এ সকলে সে সকলে জানি।
ততোঽধিক প্রভা দেখি তাই অনুমানি॥
শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী।
সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি॥
প্রতিঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই।
অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই॥

এত শুনি অন্নপূর্ণা সহাস্য অন্তরে।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে মৃদুমধুস্বরে॥
কোথা অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি।
শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী॥
এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া।
অন্ন দিলা অন্নপূর্ণা উদর পূরিয়া॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি রস যত।
ভোজন করিলা সবে বাসনার মত॥
ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা।
হরপ্রিয়া হরীতকী মুখশুদ্ধি দিলা॥
বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে।
হেন কালে বৃদ্ধ গৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে॥
ভারত কহিছে ব্যাস সাবধান হৈও।
বুড়া নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও॥

শিবব্যাসে কথোপকথন।

নগনন্দিনি সুরবন্দিনি রিপুনিন্দিনি গো।
জয়কারিণি ভয়হারিণি ভবতারিণি গো॥
জটজালিনি শিরমালিনি
শশিভালিনি সুখশালিনি করবালিনি গো॥
শিবগেহিনি শিবদেহিনি
শিবরোহিণি শিবমোহিনি শিবসোহিনি গো॥
গণতোষিণি ঘনঘোষিণি
হঠদোষিণি শঠরোষিণি গৃহপোষিণি গো॥

মৃদুহাসিনি মধুভাষিণি
খলনাশিনি গিরিবাসিনি ভারতাশিনি গো॥
বুড়াটি কহেন ব্যাস তুমিত পণ্ডিত।
কিঞ্চিত জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত॥
তপস্বি কাহারে বল কিবা ধর্ম্ম তার।
কি কর্ম্ম করিলে পায় পরলোকে পার॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস।
তপস্যার নানা ধর্ম্ম প্রধান সন্ন্যাস॥
সর্ব্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য।
স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্যমূল্য॥
ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥
শুনিয়া বুড়াটি কন সক্রোধ হইয়া।
আপনি ইহার আছ কি ধর্ম্ম লইয়া॥
এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন।
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কয়েছ যখন॥
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা আদি যত তপঃক্রিয়া।
জানাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া॥
কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয়।
সেইরূপ হৈলা যাহে করেন প্রলয়॥
ঊর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা জর জর।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর॥
গর গর গর্জ্জে ফণি জিহি লক লক।
অর্দ্ধশশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক ধক॥

হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল ॥
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ।
ভৈরবের ভীম নাদে কাঁপে ত্রিভুবন ॥
মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক।
শূল আন শূল আন ঘন দেন ডাক ॥
বধিতে নারেন অন্নপূর্ণার কারণে।
ভর্ৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জন গর্জ্জনে ॥
হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥
বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ।
কি মর্ম্ম বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ ॥
সেই পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে।
আমি মানা করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে ॥
মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ।
কোন দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ ॥
কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ।
কেন শাপ দিলি অরে বিটলা বামণ ॥
এ স্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নও।
এইক্ষণে বারাণসী হৈতে দূর হও ॥
অরে রে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর।
পুন যেন আসিতে না পায় কাশীপুর ॥
ব্যাসদেব রুদ্ররূপি দেখি মহেশ্বরে।
ভয়ে কম্পমানতনু কাঁপে থর থরে ॥

অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে।
চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদুভাষে॥
অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ।
বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ॥
জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥
জগতের পিতা শিব তুমি জগন্মাতা।
হরি হর বিধাতার তুমি সে বিধাতা॥
শিবের হইল তমোগুণের উদয়।
যেই তমোগুণোদয়ে করেন প্রলয়॥
পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম।
বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম॥
পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল।
সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল॥
শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে।
এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে॥
শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি ঘটে।
শঙ্করি করুণা কর এ ঘোর সঙ্কটে॥
তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্ব্বদা।
কাশীবাস যায় মোর রাখ গো অন্নদা॥
ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা।
শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাসে বর দিলা॥
অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা।
কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা॥

আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥
এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দ্ধান।
নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশী ছাড়ি যান॥
ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়।
লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে খেদায়॥
বেতাল ভৈরবগণ করে তাড়াতাড়ি।
শিষ্যসহ ব্যাসদেব গেলা কাশী ছাড়ি॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণোদ্যোগ।

কাশীতে না পেয়ে বাস মনোদুঃখে বেদব্যাস
বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস।
তুচ্ছ লোক আছে যারা কাশীতে রহিল তারা
আমার না হৈল কাশীবাস॥
এ বড় দারুণ শোক কলঙ্ক ঘুষিবে লোক
ব্যাস হৈলা কাশী হৈতে দূর।
নাম ডাক ছিল যত সকল হইল হত
ভাঙ্গড় করিল দর্প চূর॥
তেজোবধ হয় যার প্রাণবধ ভাল তার
কোন খানে সমাদর নাই।
সবে করে উপহাস ইনি সেই বেদব্যাস
কাশীতে না হৈল যার ঠাঁই॥

যদি করি বিষ পান তথাপি না যাবে প্রাণ
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তায়
চিরজীবী করিলা গোসাঁই॥
ভবিতব্য ছিল যাহা অদৃষ্টে করিল তাহা
কি হবে ভাবিলে আর বসি।
তবে আমি বেদব্যাস এই খানে পরকাশ
করিব দ্বিতীয় বারাণসী॥
করিয়াছি যত তপ করিয়াছি যত জপ
সকল করিনু ইথে পণ।
নিজ নাম জাগাইব এই খানে প্রকাশিব
কাশীর যে কিছু আয়োজন॥
কাশীতে মরিলে জীব রাম নাম দিয়া শিব
কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে।
এখানে মরিবে যেই সদ্যমুক্ত হবে সেই
না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে॥
অসাধ্য সাধন যত তপস্যায় হয় কত
তপোবলে রাত্রি হয় দিবা।
বিধি সঙ্গে বিরোধিয়া তপস্যায় ভর দিয়া
বিশ্বামিত্র না করিল কিবা॥
মোরে খেদাইল শিব তার সেবা না করিব
বর না মাগিব তার ঠাঁই।
বিষ্ণুর দেখেছি গুণ নন্দি করেছিল খুন
কিঞ্চিত যোগ্যতা তার নাই॥

বিধাতা সবার বড় তাঁহারে করিব দড়
যাহা হৈতে সকলের সৃষ্টি।
তিনি পিতামহ হন সন্তানে বিমুখ নন
অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি॥
তাঁরে তুষি তপস্যায় বর মাগি তাঁর পায়
সকল পাইব যথা বসি।
পুরী করি মোক্ষধাম জাগাইব নিজ নাম
নামথুব ব্যাসবারাণসী॥
গঙ্গা মহাতীর্থ জানি গঙ্গারে এখানে আনি
আগেত গঙ্গার কাছে যাই।
গঙ্গা সে শিবের পুঁজি মোক্ষ কপাটের কুঁজি
গঙ্গারে অবশ্য আনা চাই॥
গঙ্গাগঙ্গা মোক্ষধাম জানিত কে তার নাম
আমা হৈতে তাহার প্রকাশ।
আমি যদি ডাকি তারে অবশ্য আসিতে পারে
ইথে কিছু নাহি অবিশ্বাস॥
এত করি অনুমান গঙ্গারে আনিতে যান
বেদব্যাস মহাবেগবান্।
গঙ্গার নিকটে গিয়া ধ্যান কৈলা দাঁড়াইয়া
গঙ্গা আসি কৈলা অধিষ্ঠান॥
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি
রচিবারে অন্নদামঙ্গল।
ভারত সরস ভণে শুন সবে এক মনে
ব্যাসদেব গঙ্গার কন্দল॥

গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা।

ব্যাস কন গঙ্গে চল মোর সঙ্গে আমি এই অভিলাষী।
কাশী মাঝে ঠাঁই শিব দিল নাই করিব দ্বিতীয় কাশী॥
তমোগুণ শিব তারে কি বলিব মত্ত ভাঙ্গ ধুতুরায়।
ডাকিনীবিহারী সদা কদাচারী পাপ সাপগুলা গায়॥
শ্মশানে বেড়ায় ছাই মাখে গায় গলে মুণ্ডঅস্থিমালা।
বলদ বাহন সঙ্গে ভূতগণ পরে ব্যাঘ্র হস্তি ছালা॥
যত অমঙ্গল সকল মঙ্গল তাহারে বেড়িয়া ফিরে।
কেবল আপনি পতিতপাবনী গঙ্গা আছ যেই শিরে॥
জটায় তাহার তব অবতার তাই সে সকলে মানে।
তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা অন্য জন কিবা জানে॥
যত অমঙ্গল শিবে সে সকল মঙ্গল তোমার প্রেম।
নানা দোষময় লোহা যেন হয় পরশ পরশি হেম॥
যে কারণ নীর ব্রহ্মাণ্ড বাহির যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে।
বিধি হরি হর আদি চরাচর কত হয় কত নাশে॥
সে কারণ নীর তোমার শরীর তুমি ব্রহ্ম সনাতন।
সৃজন পালন নাশের কারণ তোমা বিনা কোন জন॥
সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপি জন জনার্দ্দন যারে কয়।
দ্রবরূপে সেই গঙ্গা তুমি এই ইহাতে নাহি সংশয়॥
তোমা দরশনে মোক্ষ সেই ক্ষণে না জানি স্নানের ফল।
প্রায়শ্চিত্ত ভয় সেখানে কি হয় যেখানে তোমার জল॥
তুমি নারায়ণী পতিতপাবনী কামনা পূরাও মোর।
মোর সঙ্গে আসি প্রকাশহ কাশী তারহ সঙ্কট ঘোর॥

যে মরে কাশীতে তারে মোক্ষ দিতে রাম নাম দেন শিব।
আর কত দায় ভোগ হয় তায় তবে মোক্ষ পায় জীব॥
কাশীতে আমার কৃপায় তোমার এমনি হইতে চাহে।
যে মরে যখনি নির্ব্বাণ তখনি বিচার না রবে তাহে॥
ব্যাসের এমন শুনিয়া বচন গঙ্গার হইল হাসি।
ভারত কহিছে মোরে না সহিছে তুমি কি করিবে কাশী॥

ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি।

কহিছেন গঙ্গা শুন হে ব্যাস। কেন করিয়াছ হেন প্রয়াস
কে তুমি কি কীর্ত্তি আছে তোমার। শিব বিনা কাশী কে করে আর
কণ্ঠে কালকূট যেই ধরিল। লীলায় অন্ধক সেই বধিল॥
কটাক্ষে কামেরে নাশিল যেই। কামিনী লইয়া বিহরে সেই
অদ্য অন্নপূর্ণা যার গৃহিণী। গিরিবর ধনু শেষ শিঞ্জিনী॥
ক্ষিতি রথ ইন্দ্র সারথি যার। চক্রপাণি বাণ শাণিতধার॥
চন্দ্র সূর্য্য রথচক্র আকার। ত্রিপুর এক বাণে মৈল যার॥
সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার। ভব নাম ভব করিতে পার॥
যাহার জটায় পাইয়া ধাম। গঙ্গা গঙ্গা মোর পবিত্র নাম
কারণজল মোরে বল যেই। কারণজলের কারণ সেই॥
না ছিল সৃষ্টির আদি যখন। কাশীপতি কাশী কৈলা তখন
থুইলা আপন শূলের আগে। পৃথিবীর দোষ গুণ না লাগে
করিবেন যবে প্রলয় হর। রাখিবেন কাশী শূল উপর॥
তবে যে দেখহ ভূমিতে কাশী। পদ্মপত্রে যেন জল বিলাসি
জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত। জলনাশে নহে তার নিপাত
তবে যে কহিলা তারক নামে। মোক্ষ দেন শিব কাশীর ধামে

তুমি কি বুঝিবা তার চলনি। আপনার নাম দেন আপনি॥
আমার বচন শুন হে ব্যাস। কদাচ না কর হেন প্রয়াস॥
শিবনিন্দা কর এ দায় বড়। শিব পদে মন করহ দড়॥
শিবনিন্দা তুমি কর কেমনে। দক্ষযজ্ঞ বুঝি পড়ে না মনে॥
পুন না কহিও আমার কাছে। যেশুনে তাহার পাতক আছে॥
জানেন সকল শঙ্কর স্বামী। এসব কথায় না থাকি আমি॥
শুনিয়া ব্যাসের হইল রোষ। ভারত কহিছে এবড় দোষ॥

ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার।

ব্যাসের হইল ক্রোধ তেয়াগিয়া উপরোধ
গঙ্গারে কহেন কটুভাষে।
কালের উচিত কর্ম্ম জানিনু তোমার মর্ম্ম
তুমি মোরে হাস উপহাসে॥
তোরে অন্তরঙ্গ জানি করিনু যুগলপাণি
উপকারে আসিতে আমার।
তাহা হৈল বিপরীত আর কহ অনুচিত
দৈবে করে কি দোষ তোমার॥
আমি যারে প্রকাশিনু আমি যারে বাড়াইনু
সেহ মোরে তুচ্ছ করি কহে।
মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে॥
উচিত কহিব যদি নদীমধ্যে তুমি নদী
পুণ্যতীর্থ বলি কে জানিত।

পুরাণে বর্ণিনু যেই পুণ্যতীর্থ হলে তেঁই
নৈলে তোমা কে কোথা মানিত ॥
জহ্নু মুনি করে ধরি গিলেক গণ্ডূষ করি
কোথা ছিল তোর গুণগ্রাম।
সে দোষ থুইয়া দূরে জানাইনু তিন পুরে
জাহ্নবী বলিয়া তোর নাম ॥
শান্তনু রাজারে লয়ে ছিলি তার নারী হ
তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা।
শান্তনুরে করি সারা হয়েছ শিবের দারা
তোর সমা পুণ্যবতী কেটা ॥
পেয়েছ শিবের জটা তাহাতে সাপের ঘটা
কপালে বহ্নির তাপ লাগে।
চণ্ডী করে গণ্ডগোল ভূতভৈরবের রোল
কোন সুখে আছ কোন রাগে ॥
স্বভাবতঃ নীচগতি সতত চঞ্চলমতি
কভু নাহি পতির নিয়ম।
যে ভাল ভজিতে পারে পতিভাব কর তারে
সিন্ধু সঙ্গে সম্প্রতি সঙ্গম ॥
বেশ্যাধর্ম্ম লয়ে আছ জাতি কুল নাহি বাছ
রূপ গুণ যৌবন না চাও।
মা বলিয়া সেবা দেই ক্ষীরপান করে যেই
পতি কর কোলে মাত্র পাও ॥
আপনার পক্ষ জানি কহিলাম তোরে আনি
তুমি তাহে বিপরীত কহ।

তুমি মোর কি করিবা তোমার শকতি কিবা
বিষ্ণুপদোদক বিনা নহ॥
শাপ দিয়া করি ছাই "অথবা" গণ্ডূষে খাই
ব্রাহ্মণেরে তোর অল্প জ্ঞান।"
সিন্ধু তোর পতি যেই ব্রহ্মতেজ জানে সেই
অগস্ত্য করিয়াছিল পান॥
ব্যাসদেব এই রূপে মজিয়া কোপের কূপে
গঙ্গার করিলা অপমান।
ভারত সভয়ে কহে মোরে যেন দয়া রহে
স্তুতি নিন্দা গঙ্গার সমান॥

গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কার।

গঙ্গার হইল ক্রোধ ব্যাসের বচনে।
ব্যাসেরে ভর্ৎসিয়া কন মহাক্রোধ মনে॥
শুন শুন ওহে ব্যাস বিস্তর কহিলা।
এই অহঙ্কারে কাশী বাস না পাইলা॥
নর হয়ে নারায়ণ হৈতে চায় যেবা।
শিবনিন্দা যে করে তাহার গঙ্গা কেবা॥
তোর প্রকাশিতা আমি কেমনে কহিলি।
বেদ মত পুরাণেতে আমারে বর্ণিলি॥
যতেক প্রসঙ্গ লয়ে করেছ পুরাণ।
আমার প্রসঙ্গ আছে তেই সে প্রমাণ॥
তুমি বুঝিয়াছ আমি শান্তনুর নারী।
সমুদ্রে মিলেছি বলি নারী হৈনু তারি॥

সংসারে যতেক নারী মোর অংশ তারা।
শিবঅংশ সংসারে পুরুষ আছে যারা॥
প্রকৃতি পুরুষ মোরা তুই কি জানিবি।
আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি॥
আমার জাতির দায় কে ধরিবে তোরে।
কোন জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে॥
বেদের পঞ্চত্ব দিয়া ভারত পুরাণ।
রচিয়াছ আপনি পরমজ্ঞানবান॥
তাহে কহিয়াছ আপনার জন্ম কর্ম্ম।
ভাবিয়া দেখহ দেখি তাহার কি মর্ম্ম॥
পরাশর ব্রহ্মঋষি তোর পিতা যেই।
অবিগীত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জন্য সেই॥
মৎস্যগন্ধা দাসকন্যা ব্রাহ্মণীত নহে।
তার গর্ভে জন্ম তোর ব্রাহ্মণ কে কহে॥
পরাশর অপসর তোর জন্ম দিয়া।
শান্তনু তোমার মায়ে পুন কৈল বিয়া॥
বৈপিত্র দু ভাই তাহে জন্মিল তোমার।
একটি বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ আর॥
অম্বালিকা অম্বিকা বিবাহ কৈল তারা।
যৌবনে মরিল দুটি বউ রৈল সারা॥
পুত্র হেতু সত্যবতী তোমার জননী।
তোমারে দিলেন আজ্ঞা যেমন আপনি॥
তুমি রণ্ডা ভ্রাতৃবধূ করিয়া গমন।
জন্মাইলা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুই জন॥

কুন্তী মাদ্রী দুই নারী পাণ্ডু কৈল বিয়া।
সম্ভোগে রহিত হৈল শাপের লাগিয়া॥
ভেবে মরে কুন্তী মাদ্রী করিব কেমন।
তুমি তাহে বিধি দিলা আপনি যেমন॥
ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র আর অশ্বিনীকুমার।
উপপতি হৈতে পাঁচ পুত্র হৈল তার॥
যুধিষ্ঠির ভীম আর অর্জ্জুন নকুল।
সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডব অতুল॥
তুমি তাহে আপনার মত বিধি দিয়া।
পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীরে দিলে বিয়া॥
ব্রহ্মশাপ কি দিবি কি তোরে মোর ভয়।
ব্রহ্মশাপ সেই দেয় ব্রাহ্মণ যে হয়॥
ব্রহ্মশাপ কিবা দিবি কে তোরে ডরায়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ মোর নামে যায়॥
তুই কি জানিবি ব্রহ্মা তোর পিতামহ।
সে জানে মহিমা কিছু তারে গিয়া কহ॥
এত বলি ক্রোধে গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান।
গালি খেয়ে ব্যাসদেব হৈলা হতজ্ঞান॥
ভারত কহিছে ব্যাস ধিরি ধিক্কি ধিরি।
গিয়াছিলা যথা হৈতে তথা গেলা ফিরি॥
দীনদয়াময়ী দেবী দয়াকর দীনে।
দারিদ্র্য দুর্গতি দূর কর দিনে দিনে॥
ধর্ম্ম তার ধরা তার ধন তার ধান।
ধ্যানে ধরে যে তোমারে সেই সে ধীমান॥

নারসিংহী হৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি সোমবারের দিবা পালা।

বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা।

আসনে বসিয়া উন্মনা হইয়া ভাবেন ব্যাস গোসাঁই।
এই বড় শোক হাসিবেক লোক মোর কাশী হৈল নাই॥
বিশ্বকর্ম্মা আছে তারে আনি কাছে সে দিবে পুরী গড়িয়া
মোক্ষের উপায় শেষে করা যায় ব্রহ্মার বর লইয়া॥
করি আচমন যোগে দিয়া মন বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান।
জানিয়া অন্তরে বিশাই সত্বরে আসি কৈলা অধিষ্ঠান॥
বিশাই দেখিয়া সানন্দ হইয়া বিনয়ে কহেন ব্যাস।
তুমি বিশ্বকর্ম্ম জান বিশ্বমর্ম্ম তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ॥
তুমি বিশ্ব গড় তুমি বিশ্বে বড় তাই বিশ্বকর্ম্মা নাম।
তোমার মহিমা কেবা জানে সীমা কেবা জানে গুণগ্রাম॥
বিধাতা হইয়া বিশ্ব নিরমিয়া পালহ হইয়া হরি।
শেষে হয়ে হর তুমি লয় কর তুমি ব্রহ্ম অবতরি॥
আমারে কাশীতে না দিল রহিতে ভূতনাথ কাশীবাসী।
সেই অভিমানে আমি এই থানে করিব দ্বিতীয় কাশী॥
ঠেকিয়াছি দায় চাহিয়া আমায় নির্ম্মাহ পুরী সুসার।
মোক্ষের নিদান করিতে বিধান সে ভার আছে আমার॥

এ সঙ্কট ঘোরে তার যদি মোরে তবেত তোমারি হব।
ত্রিদেবে ছাড়িয়া ব্রহ্মপদ দিয়া তোমারে পুরাণে কব॥
বিশাই শুনিয়া কহিছে হাসিয়া তুমি নাহি পার কিবা।
ব্যাসবারাণসী গড়ি দেখ বসি আমারে ব্রহ্ম করিবা॥
যে হয় পশ্চাৎ দেখিবে সাক্ষাৎ মোরে পুরীভার লাগে।
কাশীর ঈশ্বর খ্যাত বিশ্বেশ্বর তাঁর পুরী গড়ি আগে॥
বিশ্বেশ্বর নাম সর্ব্বশুভধাম বিশাই যেই কহিল।
দৈব রুষ্ট যার বুদ্ধি নাশে তার ব্যাসের ক্রোধ হইল॥
অরে রে বিশাই তুইত বালাই কে বলে আনিতে তায়।
এ বড় প্রমাদ যার সঙ্গে বাদ তাহারে আনিতে চায়॥
সভয় অন্তর নহ স্বতন্তর ভয়েতে সবারে মান।
নানাগুণ জানি যারে তারে মানি বেগার খাটিতে জান॥
তপোবলে কাশী দেখ পরকাশি দূর হ'রে দুরাচার।
তোর গুণধর যত কারিকর হইবে দুঃখী বেগার॥
বিশাই শুনিয়া কহিছে হাসিয়া বড় ভ্রান্ত তুমি ব্যাস।
শিবেরে লঙ্ঘিবা কাশী প্রকাশিবা কেন কর হেন আশ॥
নাহি জান তত্ত্ব নাহি বুঝ সত্ত্ব শিব ব্রহ্ম সনাতন।
অজাত অমর অনন্ত অজর আদ্য বিভু নিরঞ্জন॥
কার্য্য সাধিবারে এই যে আমারে এখনি ব্রহ্ম কহিলে।
ব্রহ্ম বলিবার কি দেখ আমার কেমনে ব্রহ্ম বলিলে॥
যাহারে যখন দেখহ দুর্জ্জন তাহারে ব্রহ্ম বলহ।
এইরূপে কত কয়ে নানা মত লিখিলা যত কলহ॥
বিশাই ধীমান গেল নিজ স্থান ব্যাসের হইল দায়।
কহিছে ভারত এ নহে ভারত করিবে কথামথায়॥

হর হর শঙ্কর সংহর পাপম্।
জয় করুণাময় নাশয় তাপম্ ॥
রঙ্গ তরঙ্গিত গাঙ্গ জটাচয় অর্পয় সর্পকলাপম্ ॥
মহিষবিষাণরবেণ নিবারয় মম রিপুশমনলুলাপম্ ॥
নিগদতি ভারতচন্দ্র উমাধব দেহি পদং দুরবাপম্ ॥

ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন।
অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন ॥
আপন দুর্দ্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া।
বিস্তর কহিলা ব্যাস কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
স্নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া।
কহিছেন প্রজাপতি পিরীতি করিয়া ॥
অরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল।
শিব সঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল ॥
কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে।
তাঁর সঙ্গে বাদে তোমা হৈতে কিবা হবে ॥
শিবনাম জপ কর যেথা সেথা বসি।
যেখানে শিবের নাম সেই বারাণসী ॥
তুমি কি করিবা কাশী লঙ্ঘিয়া তাঁহারে।
কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে ॥
শিব লঙ্ঘি আমি কি হইব বরদাতা।
আমি যে বিধাতা শিব আমারো বিধাতা ॥
আমার আছিল বাছা পাঁচটি বদন।
এক মাথা কাটিয়া লইলা পঞ্চানন ॥

কি করিতে তাহে আমি পারিলাম তাঁর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয় যাঁর॥
কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে।
বুঝিতে কে পারে যাঁর তুল্য সুধা বিষে॥
ভালে যাঁর সুধাকর গলায় গরল।
কপালে অনল যাঁর শিরে গঙ্গাজল॥
সম যাঁর সুধা বিষে হুতাশন জল।
অন্যের যে অমঙ্গল তাঁরে সে মঙ্গল॥
তাঁর সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে নাই।
জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোসাঁই॥
এত বলি প্রজাপতি গেলা নিজস্থানে।
ব্যাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে॥
যে হোক সে হোক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপতন॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার।
কাশীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্ব মায়া যাঁর॥
যাঁর অধিষ্ঠানে বারাণসীর মহিমা।
বিধি হরি হর যাঁর নাহি জানে সীমা॥
শঙ্কর আমার অন্ন মানা করেছিলা।
শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা।
তদবধি জানি তিনি সকলের বড়।
অতএব তাঁর উপাসনা করি দড়॥
তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি।
তবে সে হইবে মোর ব্যাসবারাণসী॥

এত ভাবি ব্যাসদেব মন কৈলা স্থির।
অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর॥
বিস্তর কঠোর করি করিলেন তপ।
কত পুরশ্চরণ করিলা কত জপ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য।

গজানন ষড়ানন সঙ্গে করি পঞ্চানন
কৈলাসেতে করেন ভোজন।
অন্নপূর্ণা ভগবতী অন্ন দেন হৃষ্টমতি
ভোজন করিছে ভূতগণ॥
ছয় মুখ কার্ত্তিকের গজমুখ গণেশের
মহেশের নিজে মুখপঞ্চ।
কতমুখ কত জন বেতাল ভৈরব গণ
ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ॥
লেগেছে সিদ্ধির লাগি খেতে বড় অনুরাগি
বার মুখ তিন বাপে পুতে।
অন্নদার হস্ত দুটি অন্ন দেন গুটি গুটি
থাকে নাহি পাতে থুতে থুতে॥
অন্নদা বুঝিলা মনে কৌতুক আমার সনে
বুঝা যাবে কেবা কত খান।
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় পাতে পাতে অপ্রমেয়
পয়োনিধি পর্ব্বত প্রমাণ॥

খাইখেন কেবা কত সবে হৈলা বুদ্ধিহত
অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও।
অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি কে রাখিবে করি বাসি
খেতে হবে খাও খাও খাও॥
এইরূপে অন্নপূর্ণা খেলারসে পরিপূর্ণা
নারীভাবে পতি পুত্র লয়ে।
ব্যাসের তপের গাছ অন্নদার লয়ে পাছ
ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে॥
ব্যাস জপে অনশনে অন্নদা জানিলা মনে
ব্যাসের তপের অনুবলে।
কপালে টনক নড়ে হাতে হৈতে হাতা পড়ে
উছট লাগিয়া পদ টলে॥
দুর্দ্দৈব যখন ধরে ভাল কর্ম্ম মন্দ করে
অন্নদার উপজিল রোষ।
অনুগ্রহ গেল নাশ নিগ্রহে ঠেকিলা ব্যাস
ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ॥
ভাবে বুঝি ক্রোধভর জিজ্ঞাসা করিলা হর
কেন দেবি দেখি ভাবান্তর।
অন্নদা কহেন হরে ব্যাসমুনি তপ করে
অনশন কৈল বহুতর॥
তুমি ঠাঁই নাহি দিলে কাশী হৈতে খেদাইলে
তাহাতে হয়েছে অপমান।
করিতে দ্বিতীয় কাশী হইয়াছে অভিলাষী
সেই হেতু করে মোর ধ্যান॥

হাসিয়া কহেন হর বুঝি তারে দিলা বর
মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও।
আমি বৃদ্ধ তাই কই জানি নাই তোমা বই
এক মুটা অন্ন মেনে দিও॥
সক্রোধে কহেন শিবা কৌতুক করহ কিবা
কি হয় তাহার দেখ বসি।
এত বড় তার সাদ তোমা সনে করি বাদ
করিবেক ব্যাসবারাণসী॥
তবে যে কহিবে মোর তপস্যা করিল ঘোর
কি দোষে হইব রুষ্ট তারে।
অসময় সুসময় না বুঝিয়া দুরাশয়
বিরক্ত করিল অত্যাচারে॥
বলিরাজা ভগবানে ত্রিপাদ ধরণী দানে
অধোগতি পাইল যেমন।
তেমনি ব্যাসেরে গিয়া শাপ দিব বর দিয়া
শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন॥
মহামায়া মায়া করি জরতীশরীর ধরি
ব্যাসদেবে ছলিতে চলিলা।
অন্নপূর্ণাপদতলে ভারত বিনয়ে বলে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা দিলা॥

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসছলনা।

কে তোমা চিনিতে পারে। গো মা। বেদে সীমা দিতে নারে
কত মায়া কর কত কায়া ধর হেরি হরি হর হারে॥

জিতজরামঁর হয় সেই নর তুমি দয়া কর যারে ॥
এ ভব সংসারে যে ভজে তোমারে যম নাহি পারে তারে।
যদি না তারিবে যদি না চাহিবে ভারত ডাকিবে কারে।

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি করে ভাঙ্গা লড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী ॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি ॥
ডেঙ্গর উকুন নীক করে ইলিবিলি।
কোটি কোটি কানকোটারির কিলিকিলি ॥
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে ॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে ॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার ॥
শত গাঁট্টি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান ॥
ফেলিয়া ঝুপড়ী লড়ী আহা উহুঁকয়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে ॥
ভুমে ঠেকে থুথি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়।
কুঁজভরে পিঠডাঁড়া ভুমিতে লুঠায় ॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল ॥

মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাই কাছে॥
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই॥
কাশীতে মরিলে তাহে পাপভোগ আছে।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে॥
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাদ নাই।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়।
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয়॥
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ী এথা বাস কর।
সদ্য মুক্ত হবি যদি এইখানে মর॥
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া।
মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া॥
তোর সঙ্গে আমি বুড়ী এখনি মরিব।
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব॥
ঊর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুখায়েছে আঁত॥
বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শণনুড়ি।
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি॥

শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে।
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুজে ॥
কাণকোটারিতে মোর কাণ কৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা ॥
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধ ভরে যান।
আর বার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান ॥
জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের।
শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের ॥
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া ॥
বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও।
এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও ॥
বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ ॥
মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা কহিলে।
পুন কহ কি হইবে এখানে মরিলে ॥
ব্যাসদেব কন বুড়ী বুঝিতে নারিলে।
সদ্য মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে ॥
বুড়ী কন হায় বিধি করিলেক কালা।
কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বালা ॥
পুনশ্চ চলিলা দেবী ছলে ক্রোধ করি।
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি ॥
ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিলা।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা ॥

এই রূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত।
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত॥
দৈবদোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ।
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ॥
একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি সুঝে।
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে॥
ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাণের কুহরে।
গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে॥
বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কাণ।
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান॥
বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আন্ধার দেখিলা।
হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা॥
নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু।
হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু॥
বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়।
মৃণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায়॥
প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল॥
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব॥
নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব॥
শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥

ব্যাসবারাণসী হবে ভাবিলাম বসি।
বাক্যদোষে হইল গর্দ্দভবারাণসী॥
অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়।
ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাকর কয়॥

ব্যাসের প্রতি দৈববাণী।

ভুলনা রে অরে নর শঙ্কর সার কর।
শমনেরে কেন ডর॥
দূর হবে পাপ চূর হবে তাপ গঙ্গাধরে ধ্যানে ধর।
শঙ্কর শঙ্কর এ তিন অক্ষর মালা করি গলে পর॥
এ ভব সাগরে না ভজিয়া হরে কেন মিছা ডুবি মর॥
ভারতের মত শুন রে ভকত ভব ভজি ভব তর॥

বিরস বদন দেখি ব্যাসতপোধনে।
কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশবচনে॥
শুন শুন ব্যাসদেব কেন ভাব তাপ।
এ দুঃখ তোমাকে দিল শিবনিন্দা পাপ॥
জ্ঞানঅহঙ্কারে বারাণসী মাঝে গিয়া।
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কহিলা ডাকিয়া॥
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ হয়েছিল বটে।
শিবে স্তুতি করি পার পাইলা সঙ্কটে॥
তার পর শৈব হয়ে বিষ্ণুরে ছাড়িলে।
সেই দোষে কাশী মাঝে ভিক্ষা না পাইলে॥
এক পাপে দুঃখ পেয়ে আর কৈলা পাপ।
না বুঝিয়া কাশীবাসিগণে দিলা শাপ॥

অন্ন বিনা শিষ্য সহ উপবাসী ছিলে।
আমি গিয়া অন্ন দিনু তেঁই সে বাঁচিলে ॥
মোর উপরোধে তোরে মহেশ ঠাকুর।
নষ্ট না করিয়া কৈলা কাশী হৈতে দুর ॥
আমি দিনু বর চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥
এইরূপে আমি তোরে বরদান দিয়া।
সে দিন রুদ্রের ক্রোধে দিনু বাঁচাইয়া ॥
তথাপি শিবের সঙ্গে করিয়া বিরোধ।
কাশী করিবারে চাহ এ বড় দুর্ব্বোধ ॥
আমার দ্বিতীয় কিম্বা দ্বিতীয় শূলির।
যদি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কাশীর ॥
ইতঃপর ভেদ দ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল।
জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল ॥
হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥
তুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার।
নিগম আগম আদি কেবা জানে পার ॥
অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।
খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত ॥
করিবে দ্বিতীয় কাশী না কর এ আশ।
অভিমান দূর করি চল নিজ বাস ॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥

এখানে যে মরিবে সে গর্দ্দভ হইবে ।
এ হৈল গর্দ্দভকাশী অন্যথা নহিবে ॥
শুনিয়া আকাশবাণী ব্যাস তপোধন ।
উদ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন ॥
কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর লইয়া ।
বিহারে রহিলা বড় সানন্দ হইয়া ॥
জয়াবিজয়ারে কন সহাসবদনে ।
নর লোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে ॥
কহিছে বিজয়া জয়া ভবিষ্যত বাণী ।
কুবের তোমার পূজা করিবেক জানি ॥
বসুন্ধর নামে তার আছে সহচর ।
দিবেক পুষ্পের ভার তাহার উপর ॥
রমণীসম্ভোগ তার কাননে হইবে ।
সেই অপরাধে তুমি তারে শাপ দিবে ॥
মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে ।
ধন বর দিবা তুমি গিয়া তার ধামে ॥
তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার ।
কুবেরের সুতে শাপ দিবা পুনর্ব্বার ॥
ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে ।
হরিহোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে ॥
দিল্লী হৈতে রাজ্য দিয়া পূজা লবে তার ।
তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার ॥
তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।
সঙ্কটে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তায় ॥

তাহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড়।
হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা দড় ॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
হরিহোড় প্রসঙ্গ শুনহ ইতঃপর ॥

বসুন্ধরে অন্নদার শাপ।

কুবেরের অনুচর নাম তার বসুন্ধর
বসুন্ধরা নামে তার জায়া।
দুই জনে হৃষ্টমনে ক্রীড়া করে কুঞ্জবনে
নানা রস জানে নানা মায়া ॥
চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে অন্নদার পূজা দিতে
নানা দ্রব্য আনি শীঘ্রগতি।
ফুল আনিবার তরে ডাক দিয়া বসুন্ধরে
কুবের দিলেন অনুমতি ॥
কুবেরের আজ্ঞা পায় বসুন্ধর বেগে ধায়
কুঞ্জবনে হৈল উপনীত।
নানাজাতি তুলে ফুল যাহে মত্ত অলিকুল
যার গন্ধে মদন মোহিত ॥
দেখিয়া পুষ্পের শোভা বসুন্ধরা রতিলোভা
বসুন্ধরে কহিতে লাগিল।
ফুলগুণে ফুলবাণ ফুলধনু দিয়া টান
ফুল বাণে আমারে বিন্ধিল ॥
আলিঙ্গন দিয়া কান্ত কামানল কর শান্ত
মোরে আর বিলম্ব না সহে।

কোকিল হুঙ্কার কাল ভ্রমর ঝঙ্কার শাল
মলয় পবনে তনু দহে॥
বসুন্ধর বলে প্রিয়া আগে আসি ফুল দিয়া
অন্নপূর্ণা পূজিবে কুবের।
পূজা সাঙ্গে তোমা সঙ্গে বিহার করিব রঙ্গে
এ সময় নাহি দিও ফের॥
অষ্টমীরে পর্ব্ব কয় ইথে রতি যুক্ত নয়
অন্নদার ব্রততিথি তায়।
আমার বচন ধর আজি রতি পরিহর
পূজা কর অন্নদার পায়॥
বসুন্ধরা বলে প্রভু এমন না শুনি কভু
এ কথা শিখিলা কার কাছে।
সাপে যারে কামড়ায় রোঝা গিয়া ঝাড়ে তায়
তাহে কি অষ্টমী আদি বাছে॥
কাম কাল বিষধর বিষে আমি জর জর
তুমি সে ঔষধ জান তার।
অষ্টমীরে পর্ব্ব কয়ে অন্নদার নাম লয়ে
আরম্ভিলা কত ফের ফার॥
অন্নপূর্ণা কি করিবে অষ্টমী কি সুখ দিবে
যে সুখ পাইবে রতি সুখে।
দেবাসুরে সুধা লাগি সিন্ধু মথি দুঃখভাগি
সে সুধা সঘনে পেও মুখে॥
এই যে তুলিলা ফুল কে জানে ইহার মূল
বৃথা হবে জলে ভাসাইলে।

দেখ দেখি মহাশয় সম্ভোগে কি সুখ হয়
তোমায় আমায় গলে দিলে ॥
মালা গাঁথি এই ফুলে দিয়া দেখ মোর চুলে
মেঘে যেন বিজুলী খেলিবে।
বিপরীত রতি রঙ্গে পড়িলে তোমার অঙ্গে
ভাব দেখি কিবা শোভা দিবে ॥
এইরূপে বসুন্ধরে বিন্ধিয়া কটাক্ষ শরে
বসুন্ধরা মোহিত করিল।
কিবা করে ধ্যানে জ্ঞানে যে করে কামের বাণে
বসুন্ধর মদনে মাতিল ॥
সেই ফুলে শয্যা করি সেই ফুলে মালা পরি
রতি রসে দুজনে রহিল।
এথায় যক্ষের পতি অন্নদাপূজায় মতি
একমনে ধ্যান আরম্ভিল ॥
সংহতি বিজয়া জয়া কুবেরে করিয়া দয়া
অন্নদা করিলা অধিষ্ঠান।
দেখিয়া পুষ্পের ব্যাজ কুবের যক্ষের রাজ
সভয় হইল কম্পমান ॥
অন্নদা অন্তরে জানি কুবেরে নিকটে আনি
দয়ায় অভয়দান দিলা।
বসুন্ধরা বসুন্ধরে বান্ধি আনিবার তরে
ডাকিনী যোগিনী পাঠাইলা ॥
ডাকিনীযোগিনীগণ প্রবেশিয়া কুঞ্জবন
বসুন্ধরা বসুন্ধরে ধরে।

সেই ফুলমালা সঙ্গে বুকে বুকে বান্ধি রঙ্গে
আনি দিল অন্নদাগোচরে॥
অন্নপূর্ণা ক্রোধ মনে শাপ দিলা দুই জনে
যেমন করিলি দুরাচার।
মরত ভুবনে যাও মনুষ্য শরীর পাও
ভারতের এই যুক্তি সার॥

বসুন্ধরের বিনয়।

কান্দে বসুন্ধর বসুন্ধরা।
অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ চরণের ছায়া
শাপে কৈলা জিয়ন্তেতে মরা॥
অজ্ঞানে করিনু দোষ ক্ষমা কর অভিরোষ
তুমি দেবী জগতজননী।
ভস্ম না করিলে কেন কেন শাপ দিলে হেন
কোন সুখে যাইব ধরণী॥
অপরাধ অল্প মোর শাপ দিলা অতি ঘোর
নর লোকে কেমনে যাইব।
গর্ভবাস মহাদুখে ঊর্দ্ধপদে হেটমুখে
মলমূত্রে ভূষিত থাকিব॥
ভুঞ্জিব অশেষ ক্লেশ না পাব জ্ঞানের লেশ
পরদুঃখে হইব দুঃখিত।
মহাপাপ থাকে যার গর্ভবাস হয় তার
নিগম আগমে সুবিদিত॥

গর্ভবাস পাছে হয় ব্রহ্মাদিরো এই ভয়
সেই ভয়ে তোমারে সে ভজে।
ভব ঘোর পারাবারে তোমা বিনা কেবা পারে
যে তোমা না ভজে সেই মজে॥
অপরাধ হইয়াছে আর কত শাস্তি আছে
কুম্ভীপাক রৌরব প্রভৃতি।
তাহে যেতে মন লয় মরতে যাইতে ভয়
বড় দুষ্ট নরের প্রকৃতি॥
ক্রন্দনেতে হুহাঁকার দয়া হৈল অন্নদার
কহিলেন করিয়া সান্ত্বনা।
চল সুখে মর্ত্ত্যলোক না পাইবে রোগ শোক
না পাইবে গর্ভের যাতনা॥
হয়ে মোর ব্রতদাস মোর পূজা পরকাশ
মরত ভুবনে গিয়া কর।
লোকে ব্রত পরকাশি পুন হবে স্বর্গবাসী
আমি সঙ্গে রব নিরন্তর॥
শুনি বসুন্ধর কয় ইহা যদি সত্য হয়
তবে মোর মরতে কি ভয়।
তব অনুগ্রহ, যথা কৈলাস কৌশল তথা
চতুর্ব্বর্গ সেই খানে হয়॥
যদি সঙ্গে যাহ তুমি তবে আমি যাই ভূমি
এই বর দেহ দাঁড়াইয়া।
পাতালেতে গিয়া বলি ছিল যেন কুতুহলী
গোবিন্দেরে দুয়ারি পাইয়া॥

এত বলি বসুন্ধর যোগাসনে করি ভর
জায়া সহ শরীর ত্যজিল।
অন্নপূর্ণা তুষ্ট হয়ে চলিলা দুজনে লয়ে
রায় গুণাকর বিরচিল॥

বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম।

বসুন্ধর বসুন্ধরা অন্নদার শাপে।
সমাধিতে দিয়া মন তনু ত্যজে তাপে॥
বসুন্ধর বসুন্ধরা বসুন্ধরা চলে।
আগে আগে অন্নপূর্ণা যান কুতূহলে॥
কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনে সার।
কর্ম্মহেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার॥
সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ॥
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান।
সাদ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান॥
বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান।
তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান॥
পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী
সেই গ্রামে উত্তরিলা অন্নদা তারিণী॥
জয়ারে কহেন দেবী হাসিয়া হাসিয়া।
এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া॥
তার ঘরে জন্মিবে আমার বসুন্ধর।
বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর॥

হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম্ম সার।
গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা এক গাছি।
পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি॥
তারে দেখি অন্নদার উপজিল দয়া।
হের আস বলি তারে ডাক দিল জয়া॥
অভিমানে সেই রামা কারেহ না চায়।
মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায়॥
নিকটে বিজয়া গিয়া কহিল তাহারে।
হের এই ঠাকুরাণী ডাকেন তোমারে॥
শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন।
কে ডাকিলে অভাগীরে কে আছে এমন॥
পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী।
পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী॥
ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে।
যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাঁহারে॥
মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।
কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড়॥
বাহত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।
বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে॥

এমন দুখিনী আমি আমারে কে ডাকে।
সুখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে ॥
যে বল সে বল আমি যাব নাহি কাছে।
অভাগীর কাছে বল কিবা কার্য্য আছে ॥
বড়ই দুঃখিনী এই অন্নদা জানিলা।
কাছে গিয়া আপনি যাচিয়া বর দিলা ॥
আমার আশিষে তুমি পুত্রবতী হবে।
সেই পুত্র হৈতে তুমি বড় সুখে রবে ॥
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবেক ঘর।
কুলীন কায়স্থ সব দিবে কন্যা বর ॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে তুষিও পূজায়।
হইবেক নাম ডাক রাজায় প্রজায় ॥
মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিলা হাতে।
বীজরূপে বসুন্ধরে রাখিলা তাহাতে ॥
কাণে কাণে কহিলেন যতনে রাখিবে।
ঋতুস্নান দিনে ইহা বাটিয়া খাইবে ॥
এতেক বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান।
দেখিতে না পেয়ে রামা হৈল হতজ্ঞান ॥
ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে লাগিলা কান্দিতে।
হায় রে দারুণ বিধি নারিনু চিনিতে ॥
পেয়েছিনু মাণিক আঁচলে না বান্ধিনু।
নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু ॥
কেমন দেবতা মেনে দেখা দিয়াছিলা।
অভাগীর ভাগ্যদোষে পুন লুকাইলা ॥

হরিষ বিষাদে রামা গেলা নিজালয়।
দেবীর দয়ায় ঋতু সেই দিনে হয়॥
স্নানদিনে সেই ফুল বাটিয়া খাইল।
পতিসঙ্গে রতিরঙ্গে গর্ব্ভিণী হইল॥
শুভক্ষণে বসুন্ধর কৈল গর্ব্ভবাস।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস॥
গর্ব্ভ বেদনায় হৈল পদ্মিনী কাতরা।
দ্রুত হয়ে বসুন্ধর ধরে বসুন্ধরা॥
পুত্র দেখি সুখ রাখিবার নাহি ঠাঁই।
ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই॥
আপনি দিলেন হুলু নাড়ীচ্ছেদ করি।
দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণীঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত।

অন্নদার দাস হয়ে হরিহোড় নাম লয়ে
বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল।
দেখিয়া পুত্রের মুখ বিষ্ণুহোড় পায় সুখ
পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল॥
ষষ্ঠীপূজা হৈল সায় ছয় মাসে অন্ন খায়
যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে।
বনে মাঠে বেড়াইয়া কাঠ ঘুটে কুড়াইয়া
বেচিয়া পোষয়ে বাপ মায়ে॥

এক দিন শূন্য পথে অন্নপূর্ণা সিংহরথে
কুতূহলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
জয়া বিজয়ার সঙ্গে কথোপকথনরঙ্গে
হরিহোড়ে পাইলা দেখিতে॥
মনে হৈল পূর্ব্বকথা আপনি আসিয়া তথা
মায়া করি হইলেন বুড়ী।
কাঠ খড় জড়াইয়া সব ঘুটে কুড়াইয়া
রাখিলেন ভরি এক ঝুড়ী॥
হরিহোড় যেথা যান কাঠ ঘুটে নাহি পান
আট দিক আন্ধার দেখিলা।
বিস্তর রোদন করি হরি হরি স্মরে হরি
বুড়ীটিরে দেখিতে পাইলা॥
দেখেন বুড়ীর কাছে ঝুড়িভরা ঘুটে আছে
বোঝাবান্ধা কাঠ আছে তায়।
হরিহোড় কান্দি কহে বুড়ী মজাইল দহে
আজি বড় দেখি অনুপায়॥
কোথা হৈতে আসি বুড়ী ঘুটে লয়ে ভরে ঝুড়ী
সর্ব্বনাশ করিল আমার।
কাড়ি নিলে হবে পাপ বুড়ী পাছে দেয় শাপ
এ দুঃখের নাহি দেখি পার॥
বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে আকুল অন্নের তরে
ঘুটে বেচা আমার সম্বল।
কিছু ঘুটে না পাইনু মিছা বেলা মজাইনু
এ ছার জীবনে কিবা ফল॥

দয়া করি হরপ্রিয়া হরিহোড়ে ডাক দিয়া
ছল করি লাগিলা কহিতে।
কাঠ ঘুটে কুড়াইয়া রাখিয়াছি সাজাইয়া
অরে বাছা না পারি বহিতে ॥
মঙ্গল হইবে তোর অতিদূরে ঘর মোর
ঘুটে গুলি যদি দেহ বয়ে।
অর্দ্ধেক আমার হবে অর্দ্ধেক আপনি লবে
দয়া করি চল মোরে লয়ে ॥
হরিহোড় এত শুনি অর্দ্ধলাভ মনে গুণি
মাথায় লইলা ঘুঁটেঝুড়ী।
বাতে কুঁজে বেঁকে বেঁকে লড়ী ধরে থেকে থেকে
আগে আগে চলিলেন বুড়ী ॥
নিকটে হরির ঘর নহে অতিদূরতর
সাঁঝ বেলা সেই খানে যেতে।
তাহারি উঠানে গিয়া বসিলেন হরপ্রিয়া
কহেন চলিতে নারি রেতে ॥
কহিলা মধুরস্বরে থাকিলাম তোর ঘরে
হরি বলে এ হবে কেমনে।
ভাঙ্গা কুড়ে ছাওয়া পাতে বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে
ঠাঁই নাহি হয় চারি জনে ॥
অতিথি আপনি হবে উপোষি কেমনে রবে
অন্নের সংযোগ মোর নাই।
হেন ভাগ্য নাহি ধরি অতিথি সেবন করি
এই বেলা দেখ আর ঠাঁই ॥

এই দেখ বৃদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ
বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে।
গেল চারিপাঁচ দিন অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ
যমযোগ্য অতিথি এ ঘরে॥
হরির শুনিয়া বাণী কহেন হরের রাণী
অরে বাছা না ভাবিহ দুখ।
ভারত সান্ত্বনা করে অন্নদা আইলা ঘরে
ইতঃপর পাবে যত সুখ॥

হরিহোড়ে অন্নদার দয়া।

ভবানী বাণী বল এক বার। ভবানী ভবের সার॥
ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী ভবনদী করে পার॥
ভবানী ভাবিয়া ভবানী পাইয়া ভব তরে ভবভার॥
ভবানী যে বলে এ ভবমণ্ডলে ভবনে ভবানী তার॥
ভবানীনন্দন ভারত ব্রাহ্মণ ভবানী ভরসা যার॥

হাসিয়া কহেন দেবী শুন রে বাছনি।
না জানে গৃহিণীপনা তোমার জননী॥
গৃহিণীর পাপ পুণ্যে ঘর থাকে মজে।
সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে॥
প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয়।
ইহ লোকে অন্নে পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয়॥
অন্নে পূর্ণা ধরা অন্নপূর্ণার দয়ায়।
অন্নপূর্ণা নাহি দিলে অন্ন কেবা পায়॥

শুনিয়া পদ্মিনী কহে শুন ঠাকুরাণী।
অন্নপূর্ণা কেবা কিবা কিছুই না জানি॥
বুড়ীটি কহেন রামা শুন মন দিয়া।
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া॥
হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।
কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥
শুনিয়া পদ্মিনী বড় আনন্দ পাইল।
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে প্রণাম করিল॥
হাঁড়ী পাড়ি দেখে অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি।
দণ্ডবত প্রণাম বুড়ীরে করে আসি॥
হরিহোড় বলে তুমি কে বট আপনি।
পরিচয় দেহ বলি পড়িল ধরণি॥
বুড়ীটি কহেন বাছা আগে অন্ন খাও।
শেষে দিব পরিচয় আর যাহা চাও॥
হরি বলে পিতা মাতা আগে খান ভাত।
পরিচয় দিলে অন্ন খাইব পশ্চাত॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হৈল তোমারে দেখিয়া।
দূর কর দুর্ভাবনা পরিচয় দিয়া॥
হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা হরি।
পরিচয় দিব আগে দুঃখ দূর করি॥
আহা মরি ঘুটে বেচি তোমার নির্ব্বাহ।
এই ঘুটে একখানি বেচিবারে যাহ॥
এত বলি এক খানি ঘুটে হাতে লয়ে।
দিলেন হরির হাতে অনুকূল হয়ে॥

ঘুটে হৈল হেমঘুটে দেবীর পরশে।
লোহা যেন হেম হয় পরশি পরশে॥
ঘুটে দেখি হেমঘুটে হরিহোড়ে ভয়।
এ কি দেখি অপরূপ ঘুটে সোণা হয়॥
কেমন দেবতা মেন বুড়ী ঠাকুরাণী।
জাগিতে স্বপন কিবা বাজি অনুমানি॥
তপস্যা কি আছে যে দেবতা দেখা দিবে।
ভাগ্যগুণে বুঝি কোন বিপদ ঘটিবে॥
হেম ঘুটে হাতে হরি কাঁপে থর থর।
অনিমিষ নয়নে সলিল ঝর ঝর॥
এইরূপে হরিহোড়ে মোহিত দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ হাসিয়া॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণি ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরিহোড়ে বরদান।

ভয় কি রে অরে বাছা হরি।
আমি অন্নপূর্ণা মহেশ্বরী॥
অরে বাছা হরিহোড় দূর কর ভয়।
আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয়॥
দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর।
ধন পুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর॥
চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়॥

আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে।
মাটিমুটা ধর যদি সোণামুটা হবে ॥
দেবীর অমৃতবাক্যে পাইয়া আনন্দ।
প্রণমিয়া হরিহোড় কহে মৃদু মন্দ ॥
অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা অধমের ঘরে।
কেমনে এমন হবে প্রত্যয় কে করে ॥
বিধি বিষ্ণু বিরিঞ্চি বাসব আদি দেবে।
দেখিতে না পায় যাঁরে ধ্যান করি সেবে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁর নামে হয়।
তাঁরে আমি দেখিব কেমনে মনে লয় ॥
শুনিয়াছি কাশীতে তাঁহার অধিষ্ঠান।
সেই মূর্ত্তি দেখি যদি তবে সে প্রমাণ ॥
নহে হেন অসম্ভবে কে করে প্রত্যয়।
ভেলকীতে কত ভাত ঘুটে সোণা হয় ॥
হাসিয়া কহেন দেবী দেখ রে চাহিয়া।
বসিলেন অন্নপূর্ণামূরতি ধরিয়া ॥
মণিময় রক্তপদ্মে পদ্মাসনা হয়ে।
দুই হাতে পানপাত্র রত্নহাতা লয়ে ॥
কোটিশশী জিনি মুখ অর্দ্ধশশী ভালে।
শিরে রত্নমুকুট কবরী কেশজালে ॥
পঞ্চমুখ সম্মুখে নাচেন অন্ন খেয়ে।
ভূমে পড়ে হরিহোড় একবার চেয়ে ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া হরিহোড়ে হরপ্রিয়া।
প্রবোধিয়া দিলা বর রূপ সম্বরিয়া ॥

হরিহোড় বলে মাগো ধনে কাজ কিবা।
এই বর দেহ পাদপদ্মে ঠাঁই দিবা॥
হাসিয়া কহিলা দেবী সেত হবে শেষে।
কিছু দিন সুখভোগ করহ বিশেষে॥
হরিহোড় কহে মাগো কর অবধান।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান॥
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুন বিলম্ব না সহে॥
তবে লব ধন আগে দেহ এই বর।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর॥
কিঞ্চিত ভাবিয়া দেবী তথাস্তু বলিলা।
ভোজন করিতে পুনর্ব্বার আজ্ঞা দিলা॥
দেবীর আজ্ঞায় হরিহোড় ভাগ্যধর।
মায়েরে কহিলা অন্ন দেহ শীঘ্রতর॥
পদ্মিনী পদ্মিনী হৈল দেবীর দয়ায়।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার সুশোভিত কায়॥
মুখ পদ্মগন্ধে মত্ত মধুকর ওড়ে।
মহানন্দে অন্ন বাড়ি দিলা হরিহোড়ে॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস।
ভোজন করিল হরিহোড় মহাযশ॥
বস্ত্র অলঙ্কারে বিষ্ণুহোড় দিব্যকায়।
কুটীর হইল কোঠা দেবীর কৃপায়॥
এইরূপে হরিহোড়ে দিয়া ধন বর।
অন্তরীক্ষে অন্নপূর্ণা গেলেন সত্বর॥

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

বসুন্ধরার জন্ম।

এইরূপে হরিহোড় পেয়ে ধন বর।
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ কুবেরসোঁসর॥
কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।
নানামতে ধন দিয়া সকলে তুষিল॥
ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর।
বাহত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা॥
পিতা মাতা সুত ভ্রাতা কন্যা বধূগণ।
জামাই বেহাই লয়ে ভুঞ্জে নানা ধন॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে প্রত্যহ পূজিয়া।
রাখিলেক কিছু দিন অচলা করিয়া॥
ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন।
স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন॥
শাপ দিতে হইবেক কুবেরনন্দনে।
জনম লইবে সেই মরতভুবনে॥
ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম।
তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম॥
ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায়।
কহ লো বিজয়া জয়া কি করি উপায়॥

হেন কালে বসুন্ধরা অব্যাহতরূপে।
কান্দিয়া কহিছে মজি পতিশোক কূপে॥
আমার স্বামিরে লয়ে মানুষ করিয়া।
আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া॥
স্বামিহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া॥
আপনিত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার॥
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥
শিব যদি যান কভু কুচনীর বাড়ী।
ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি॥
পরদুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে।
অন্তরযামিনী তুমি তবু নাহি সুঝে॥
ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি।
তবে কেন স্ত্রীপুরুষে কৈলা রতিসৃষ্টি॥
ব্রহ্মরূপা তুমি তেঁই নাহি পাপ পুণ্য।
হৌক মেনে জানা গেল বিবেচনাশূন্য॥
এইরূপে বসুন্ধরা গর্ব্বিত ভর্ৎসনে।
কান্দিয়া কহিছে দেবী হাসিছেন মনে॥
জয়া বলে এই ভাল হইল উপায়।
ইহারে মানুষী করি বিভা দেহ তায়॥
ইহার কন্দলে তার অলক্ষণ হবে।
তাহারে ছাড়িতে তুমি পথ পাবে তবে॥

যুক্তি বটে বলি দেবী করিলেন ত্বরা।
বসুন্ধরা লইয়া চলিলা বসুন্ধরা ॥
আমনহাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ুদত্ত।
তার বংশে ঝড়ুদত্ত ঠক মহামত্ত ॥
ধূমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া।
তার গর্ব্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া ॥
শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ।
এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ ॥
মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া।
সোহাগী দিলেক নাম সোহাগ করিয়া ॥
ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে।
বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে ॥
শুভক্ষণে সোহাগী প্রবেশ কৈল আসি।
লকলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী ॥
বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া।
আজ্ঞাবহ সোহাগীর সোহাগ করিয়া ॥
অন্নপূর্ণা ছাড়িতে সর্ব্বদা চান ছল।
চারি সতিনীর সদা বড়ই কন্দল ॥
ঝড়ু করে ঠকামি সোহাগী দ্বন্দ্ব করে।
নানা মতে ধন্দ যায় রাজা ছল ধরে ॥
কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার।
ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর ॥
সেখানে দেবীর দয়া পিরীতি যেখানে।
যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে ॥

দিনে দিনে হরিহোড় পাইছে যন্ত্রণা।
কৈলাসে বসিয়া দেবী করেন মন্ত্রণা॥
ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিল।
ভবানন্দ মজুন্দার যেমতে জন্মিল॥
কর গো করুণাময়ি করুণা কাতরে।
কৃপাকল্পতরু বিনা কেবা কৃপা করে॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি সোমবারের নিশা পালা।

নলকুবরে শাপ।

কুবেরের সুত রূপ গুণযুত বিখ্যাত নলকুবর।
তাহার কামিনী চন্দ্রিণী পদ্মিনী দুঁহে প্রেম অতিতর॥
চৈত্র মধু মাস বসন্ত প্রকাশ তরু লতা সুশোভিত।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে সৌরভে বিশ্ব মোহিত॥
কুঞ্জবনে গিয়া রমণী লইয়া বিহরে নলকুবর।
রমণী সঙ্গেতে বিহরে রঙ্গেতে আর যত সহচর॥
শুক্ল অষ্টমীতে ভুবন ভ্রমিতে পূজা লইবার মনে।
অন্নদা জননী চলিলা আপনি লয়ে সহচরীগণে॥
যাইতে যাইতে পাইলা দেখিতে নলকুবরের খেলা।
দেখি বনশোভা মন হৈল লোভা কৌতুক দেখিতে গেলা
নৃত্যবাদ্য গীত গন্ধে আমোদিত নানা ভোজ্য আয়োজন
নির্ম্মল চন্দ্রিকা প্রফুল্ল মল্লিকা শীতল মন্দ পবন॥

কহেন অভয়া দেখ লো বিজয়া কে বুঝি পূজে আমারে
এ কৈলু যেমন, না দেখি এমন এই সে ধন্য সংসারে ॥
হাসি জয়া কহে ও মা এ সে নহে এ ত কুবেরের বেটা।
পূজা কি কে জানে কারে বা ও মনে উহারে আঁটয়ে কেটা।
ধনমত্ত অতি লইয়া যুবতী ও করে কামবিহার।
পূজিছে তোমারে বল কি বিচারে কি কব আমি ইহার ॥
ধনমত্ত যেই সে কি সেবা দেই আপনি না জান কিবা।
নিকট হইয়া জিজ্ঞাসহ গিয়া এখনি মর্ম্ম পাইবা ॥
পুরুষ আকারে যাহ ছলিবারে না যাও নারীর বেশে।
মত্ত মধুপানে বিদ্ধ কামবাণে লজ্জা দেই পাছে শেষে ॥
শুম্ভনিশুম্ভারে বধ করিবারে মোহিনী হইয়া ছিলে।
গৃহিণী করিতে আইল লইতে মো সবারে লাজ দিলে ॥
জয়ার বচনে হাসি মনে মনে আপনি দেবী চলিলা।
ব্রাহ্মণের বেশে কৌতুক অশেষে নিকটেতে উত্তরিলা ॥
কহেন ব্রাহ্মণ শুন হে সুজন কেমন বুদ্ধি তোমার।
পণ্ডিত হইয়া পর্ব্ব না মানিয়া করিছ রতিবিহার ॥
এই যে অষ্টমী পুণ্যদা এ তমী অন্নদার ব্রততিথি।
ইহাতে অন্নদা অবশ্য বরদা তাঁহারে কর অতিথি ॥
এই দিব্য স্থল এ দ্রব্য সকল অন্নদাপূজার যোগ্য।
না পূজি তাঁহারে যুবতীবিহারে কেন কর প্রেতভোগ্য ॥
এমন শুনিয়া হাসিয়া ঢুলিয়া ঘূর্ণিত রক্ত লোচনে।
মাথা হেলাইয়া অঙ্গ দোলাইয়া জড়িমযুক্ত বচনে ॥
অতিমত্ত মদে না গণে আপদে কহে কুবেরের বেটা।
এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে কার পূজা করে কেটা ॥

এ সুখযামিনী এ নব কামিনী এ আমি নবযুবক।
এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া ধ্যানে রব যেন বক॥
জানি অন্নদারে সে জানে আমারে কি হবে পূজিলে তারে
অন্নদা যেমন কতেক তেমন আছয়ে মোর ভাণ্ডারে॥
শঙ্কর ভিখারী সে ত তারি নারী আমি মর্ম্ম জানি তার।
বাপার ভাণ্ডারে অন্ন চাহিবারে দিনে আসে তিন বার॥
কি বলে বামণ অরে চরগণ বধ রে ইহার প্রাণ।
এমন শুনিয়া সক্রোধ হইয়া দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া জয়ারে ডাকিয়া বিজয়ারে দিলা পান।
ডাকিনীযোগিনী শাঁখিনী পেতিনী যুদ্ধে হৈল আগুয়ান॥
ভাঙ্গি কুঞ্জবনে বধি যক্ষগণে নলকূবরেরে ধরে।
রমণী সঙ্গেতে বান্ধিয়া রঙ্গেতে দিল অন্নদা গোচরে॥
অন্নদা ভাবিয়া ব্রতের লাগিয়া শাপ দিলা তিন জনে।
মর্ত্ত্যলোকে যাও নর দেহ পাও রায় গুণাকর ভণে॥

নলকূবরের প্রাণত্যাগ।

কান্দে নলকূবর দুঃখিত। চন্দ্রিণী পদ্মিনী সংমিলিত॥
না জানিয়া করিয়াছি দোষ। দয়াময়ি দূর কর রোষ॥
কেন দিলা নিদারুণ শাপ। ভূমে গেলে বাড়িবেক পাপ॥
শাস্তি দিবা যদি মনে আছে। সুঁপে দেহ শমনের কাছে॥
কুম্ভীপাক রৌরবে রহিব। তথাপি ভূতলে না যাইব॥
ভূমে কলি বড় বলবান্। নাহি রাখে ধর্ম্মের বিধান॥
পাতকিলোকের মাঝে গিয়া। পড়ি রব পাপ বাড়াইয়া॥
ক্রন্দনে দেবীর হৈল দয়া। মর্ম্ম বুঝি কহিছে বিজয়া॥

ভয় নাহি ও নলকুবর। চল তুমি অবনী ভিতর॥
অন্নদার হবে ব্রতদাস। ব্রতকথা করিবে প্রকাশ॥
পুনরপি এখানে আসিবে। কলি তোমা ছুঁতে না পারিবে॥
অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণা রঙ্গে। আপনি যাবেন তোমা সঙ্গে॥
কান্দি কহে কুবেরের বেটা। এ বাক্যে প্রত্যয় করে কেটা।
অধম নরের ঘরে যাব। কোন গুণে অন্নদারে পাব॥
ব্যস্ত হব উদর ভরণে। কি জানিব ভজন পূজনে॥
সন্তান কেমন মেনে হবে। তাহে কি দেবীর দয়া রবে॥
অন্নপূর্ণা কহেন আপনি। ভয় নাহি চল রে অবনী॥
জন্মিবে ব্রাহ্মণের ঘরে। মোরে ভক্তি রহিবে অন্তরে॥
আপনি তোমার ঘরে যাব। বড় বড় সঙ্কটে বাঁচাব॥
তোমার সন্তানে রাজা হবে। তাহাতে আমার দয়া রবে॥
এত শুনি কুবেরনন্দন। জায়া সহ ত্যজিল জীবন॥
অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে। অবনী চলিলা হৃষ্টা হয়ে॥
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়। রচিল ভারতচন্দ্র রায়॥

ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত।

অভয়া দয়া কর আমারে গো।
বিপাকে ডাকি তোমারে গো॥
দানবদমনী শমনশমনী ভবানী ভবসংসারে গো॥
সঙ্কটতারিণী লজ্জানিবারিণী তোমা বিনা কব কারে গো॥
জঠরযন্ত্রণা যমের মন্ত্রণা কত সব বারে বারে গো॥
দয়াদৃষ্টে চাহ ত্বরায় তরাহ ভারতেরে ভবভারে গো॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে।
উত্তরিলা ধরাতলে মহাহৃষ্টা হয়ে॥
ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম।
গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥
তাহার পশ্চিমপারে বড়গাছি গ্রাম।
যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম॥
রহিতে বাসনা নাহি হরিহোড় ধামে।
এই হেতু উত্তরিলা আন্দুলিয়া গ্রামে॥
তাহে রাম সমদ্দার নাম এক জন।
শ্রোত্রিয় কেশরি গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ॥
সীতা ঠাকুরাণী নামে তাহার গৃহিণী।
ঋতুস্নান সে দিন করিয়াছিলা তিনি॥
রতিরসে সেই সতী পতিরে তুষিলা।
নলকূবরেরে দেবী সেই গর্ভে দিলা॥
শুভক্ষণে নলকূবরের গর্ভবাস।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস॥
ভূমিষ্ঠ হইল নলকুবর স্বচ্ছন্দে।
ভবানন্দ নাম হৈল ভবের আনন্দে॥
লালন পালন পাঠ ক্রমে সাঙ্গ পায়।
বিস্তার বর্ণিতে তার পুথি বেড়ে যায়॥
চন্দ্রিণী পদ্মিনী দুহে কত দিন পরে।
জনম লইল দুই ব্রাহ্মণের ঘরে॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম দু জনার।
বিবাহ করিলা ভবানন্দ মজুন্দার॥

চন্দ্রমুখী প্রসবিল তিন পুত্র ক্রমে।
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে॥
পদ্মমুখী যুবতী রহিলা অতি মত্ত।
সুয়াভাবে মজুন্দার তাহে অনুগত॥
নানারসে মজুন্দার দুঁহে অভিলাষী।
সাধী মাধী নামে দুঁহে দিলা দুই দাসী॥
ইতঃপর অন্নপূর্ণা হরিহোড়ে ছাড়ি।
আসিবেন ভবানন্দ মজুন্দার বাড়ী॥
গৃহচ্ছেদে হরিহোড় সতত উন্মনা।
দিনে দিনে নানামত বাড়িছে যন্ত্রণা॥
এক দিন পূজায় বসিয়া ধ্যান করে।
তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে॥
মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে।
জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে॥
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরিহোড় যাহ যাহ বলে॥
এই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে॥
স্থির নাহি হয় হরি যত ধ্যান ধরে।
বাহিরে আসিয়া দেখে কন্যা আছে ঘরে॥
জিজ্ঞাসা করিয়া তার বিশেষ জানিল।
অন্নদা ছাড়িলা বলি শরীর ছাড়িল॥
চারি দিকে বন্ধুগণ করে হায় হায়।
দেখিতে দেখিতে ধন ধান্য উড়ে যায়॥

সোহাগি মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে।
স্বর্গে গেল বসুন্ধর বসুন্ধরা হয়ে॥
অন্নপূর্ণা গাঙ্গিনীর তীরে উপনীত।
রচিল ভারতচন্দ্র অন্নদার গীত॥

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা।

কে জানিবে তারা নাম মহিমা গো।
ভীম ভজে নাম ভীমা গো॥
আগমে নিগমে পুরাণ নিয়মে শিব দিতে নারে সীমা গো।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ধাম নাম শিবের সেই সে অণিমা গো।
নিলে তারা নাম তরে পরিণাম নাশে কলির কালিমা গো।
ভারত কাতর কহে নিরন্তর কি কর কৃপাবক্রিমা গো॥
অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফের ফার॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামির নাম নাহি ধরে নারী॥

গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামির শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল॥
যার নামে পার করে ভব পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার॥
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে॥

ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল ॥
পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে ॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুঠায় ॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে ॥
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে ॥
সোণার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥
তীরে উত্তরিল তরি তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা ॥
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি ॥
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়ে ছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতী মোর হৈল অষ্টাপদ ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥

তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে॥
কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব॥
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥
বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।
পুনর্ব্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায়॥
সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পূরিল।
ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল॥
তার বাক্যে মজুন্দারে প্রত্যয় না হয়।
সোণার সেঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয়॥
আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি।
দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি॥

গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান।
কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান॥
পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা॥
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে॥
আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার।
দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুন্দার॥
অন্নপূর্ণাপূজা কৈলা কত কব তার।
নানামতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার॥
করুণাকটাক্ষ চয় উত্তর উত্তর।
সংক্ষেপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর॥
ইতঃপর কহে শুন রায় গুণাকর।
প্রতাপআদিত্য মানসিংহের সমর॥

অন্নদামঙ্গল সমাপ্ত।